MRIGASHIRA

Gargi Bhattacharya

COPYRIGHTED
MATERIAL

মৃগশিরা

গার্গী ভট্টাচার্য

উষ্ণ হৃদয় হতে

মুঠো মুঠো পলাশ

কবিতাপ্রেমীরা, খোঁপায় রেখো ।।

তোমাকে চাই

পাহাড়ি বসন্তে প্রথম দেখা , ছোঁয়ায় হিমগন্ধের রেশ
আবীর লালে নেশা ধরে যায় জোছনা ধোয়া মধুর আবেশ।
কুয়াশা সকাল উজ্জ্বল হয় পরাগ রেণু মেখে
আলোর ভাঁজে গাঢ় পাপড়ি তৃষ্ণা মেটেনা দেখে।

শিশির ঝরা মেঘের দেশে দিগন্তজোড়া পাহাড়ময়
বাঁশফুলের মন্থর ঘ্রাণে খুঁজে পেতে চাই তোমায়।
প্রেকচু থেকে পাখিচুর বাঁকে জলরেখা ছায়াময়
হলুদ রোদে পাতাগুলো কাঁপে হৃদয় উন্মনা হয়।

তুহিন বিহারের প্রদোষকালে
সবুজ আদরে পাহাড়ের ঢালে
দুলছে হাজার সতেজ বৃন্ত ,
আতর মাখে বনবনান্ত।

উষ্ণতম শহরের বুকে চাঁদিফাটা রোদে কালোমেঘ ডাকে
বসন্তবৃষ্টির নূপুর ধ্বনি কান পেতে আমি একমনে শুনি
ডাকুক কোকিল কদমবনে , আসুক বাদল ফাগুনদিনে
স্মৃতির বল্কলে হিমেল সুবাস , মন হয় উচাটন

জলোচ্ছ্বাসেও তোমাকেই চাই ওগো রডোডেনড্রন ।।

ফাগুন বেলায় পদাবলী

কংক্রীট শামুকের খোলস ছেড়ে
এলাম প্রকৃতিতে।
নয়নাভিরাম শ্যামলিমার নিবিড় সান্নিধ্য উপলব্ধ হল।
লালমাটির পথ গেছে বেঁকে সুদুর কোন গ্রমীণ বিতানে।
বাঁশিওয়ালার বাঁশি শুনে জুড়ায় প্রাণ। বিষাদ নুড়িগুলোর রাধাচূড়া রূপটান।
শাল পিয়ালের বন পেরিয়ে ঘন ইউক্যালিপ্টাসের আতরমাখা পথ
উদাসী হয় ক্যাকটাস মন।
এক না মানুষের পাখি হয়ে ওঠার পদাবলী
হংসপাখায় , বাঁধনহারা সংলাপে লিখে চলে।

ছোট্ট একটা গুমটি। চায়ের সরঞ্জাম।
আকাশ নীল মেখলা পরেছে আজ। শীতল সমীরণ অবিরাম।
সোনালী বেণী দুলিয়ে গরম চায়ের ভাঁড় হাতে মন্দাক্রান্তা।
মন্দাক্রান্তা বক্সী। সুচারু মসৃণ উচ্ছল।
প্রিয়দর্শী ? তুই এখানে ?
একসঙ্গে ছবি আঁকা শিখেছিলাম।
বললো-শান্তিনিকেতনে আছি , ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরীর কাছে মাটির ভাঙাগড়া শিখছি !

নিজেও টেরাকোটা হয়েছে , রূপসী শায়েরী যেন।
কাজলকালো দীঘল আঁখি মেলে মন্দা অভিমানী -
এতদিনে আমাকে মনে পড়লো ? পড়লই যখন -
চল দোঁহে ঘুরে আসি।

নিকানো উঠান , দেওয়াল জোড়া আলপনা ,
পোড়ামাটির খাঁজে

শাপলা শালুক খোঁপায় দেওয়া
আদিম মানবীর আহবান
অবহেলা করে শুধু চলা চলা আর চলা।
পা গুলো জমাট বেঁধে গেছে !
অনেকটা পথ হাঁটলাম ,
টলটলে সরোবর দেখে
কিনারায় বসলাম।
ও জলের ওপর ধূসর পাথরে , আমি সোপানে।
বকম বকম বকম ---
কথা যে ফুরায় না !
মন্দাক্রান্তা ছন্দোবন্ধনে বাঁধা পড়লাম।

ও বললো- দেখ পাথরটা ফসিল হয়ে গেছে !

মনে হল পৃথিবীর প্রথম শিলাখন্ড।

এলো খোঁপায় পলাশ গুঁজে দিলাম।
হাল্কা সুগন্ধ হাওয়ায় ভেসে গেল
ঘ্রাণ নিল,
ও হাসছে , আমি গালিব আওড়ালাম
ও দুলছে , আমি জীবনানন্দ --
ওর ছায়া ঢলে পড়ছে
দীঘির কালো জলে
আমি পাড়ে বসেই তলিয়ে গেলাম।

হঠাৎ মৃদু স্বরে
কে যেন বলে যায় --- ধোপানী রামীকেও উনি এইভাবে ফুল দিতেন ,
ঐ পাথরে রামী কাপড় কাচার ছলে ,
কালিমা তুলে মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিত।
চমকে উঠি !

কে তুমি ? কি নাম ?

নির্মল হাসি ওর ভাঙাচোরা , ক্ষয়াটে মুখে :
আমি এক পথভোলা পথিক
সুবাতাস নাম ,
এটা নানুর গো !
চন্ডীদাসের গেরাম ।

ঈর্ষা

মনের জ্বলন্ত কাঠকয়লা তোমার দেহে ঢেলে দিলাম
বিষাক্ত আঙুল দিয়ে তোমায় ছুঁয়ে দিলাম
সবটুকু ঘৃণা দিয়ে তোমার আঁখিযুগল উপড়ে নিলাম
তোমার নিপুন নাসিকা যা সুন্দর , ক্ষত বিক্ষত করে দিলাম
শাণিত ছুরি দিয়ে
তোমায় ফালাফালা করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম
চন্দন তোরণ পথে ।
ছায়া মিছিলের সারি লুফে নিলো , কত হাততালি দিল ,
তোমার সর্ব গুণ নিয়ে নতুন এক মহাকাব্য লিখলো ।
কথাগুলো বহু চর্চিত
আমি সৎ তুমি অসৎ
আমি সুললিত তুমি কদাকার
আমি সুচারু তুমি পাশবিক
তোমায় নিয়ে কেউ গান বাঁধলো না
তুমি যে ঝরা শেফালি , তোমার নিঃশ্বাসে বারুদের গন্ধ
রন্ধ্রে রন্ধ্রে দগদগে ঘা , কালো তরল বয়ে চলেছে ।

বিষ কাব্য আমি ওদের বলিনি
পদস্খলনের পদাবলী , সভ্যতা লঙ্ঘনের জঘন্য কাহিনী--- ইত্যাদি ইত্যাদি
।
জারজের মা আমি শুচিস্মিতা , উদিতা
তুমি আইটেম অঙ্গার রাখী সায়ন্ত----
মরণ কাঠি ছুঁইয়ে তোমায় বিষকন্যা করে দিলাম যে !
তুমি তো ঘুমিয়ে ছিলে নির্মল শ্বেতপদ্মের মত
আমার পাশার চাল তাই জানতে পারোনি ।

অনন্ত নাগে শায়িতা এক দেবকন্যা
আনন্দমূর্তি , অবিনশ্বর
মসৃণ গা বেয়ে পড়ছে রাশি রাশি ঈর্ষা
হয়ে উঠছে এক একটি পারিজাত কোরক , ছুঁয়ে যাচ্ছে
মৃগশিরার হিরন্ময় বীজমন্ত্র ।

সময়

আমি প্রজ্ঞা ফেরি করি- অফুরান মুহূর্তগুলো থেকে যায়।
সময়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আমি পেরে উঠবো না
সময়ের হাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছি।
স্তব্ধ নিঝুম চরাচর শুধু সময় আর আমি
আধপোড়া কথারা হারিয়ে গেছে ঘন নীল আঙিনায়।

সময় আমায় নিয়ে উড়ে যায় ব্যাক গিয়ারে।
সময় গোলাপ মেশিন
ফুলের গায়ে পোড় খাওয়া এক চিহ্ন
পাপড়িগুলো ঠাসা বারুদে
তারপর পাপড়িগুলো খসে পড়ে।
খুঁজে খুঁজে ফিরি
যদি বা পাই দেখি ফুলের খোসাগুলো ভেঙে গেছে
যেভাবে আমার নিরালা মাটির ঘরের দেওয়াল জুড়ে
আলো ভেঙে পড়ে প্রদোষে ও উষায়।
সময় তখন থমকে দাঁড়ায়
স্বরলিপি হারিয়ে গেছে গানও আসেনা আর
স্বপ্ন দেখেনা মন , মন মরে যেতে চায়।

মহাশক্তির স্ফুরণ হয়েছে , আনন্দ ধারায় মেতেছে ভুবন ,
কবে সে মহাজাগতিক জাদুস্পর্শে খুলে যাবে
ঐশ্বরিক স্বর্ণ দরজা আমার -- বসে আছি সেই অপেক্ষায়।
আমি ধার্মিক নই , জে- কৃষ্ণমূর্তি পড়িনি , পুজোপাঠ নেই
যারা আচার অনুষ্ঠান মেনে পুজো করে তাদের আমি অধার্মিক বলি।
আছে এক আনন্দ নিকেতনের খোঁজে হারিয়ে যাওয়া ,
আনন্দময় মহাশুন্যতা হৃদয়ে আমার
আমি অস্তিত্ব নই , শুধুই উপলব্ধি ---------- !!

যদি আসে সেই মহালগন , অমিত্রাক্ষর ছন্দে আমি গেয়ে উঠবো গান !
রাত্রির তপস্যা শেষে আজন্ম সত্যসন্ধানী অমৃত হরিণের মত ,
সময়কে ডুবিয়ে দেবো সর্ব ভুতেষু আনন্দধারায় ।
চেতনার চৈতন্যে সময় হারিয়ে যায় ।

জলতরঙ্গ

চায়কোভস্কির রাজহংস জলাশয়
তিরতিরে ঢেউ থেকে , ঢেউময়
জলের রং আসমানী
জলের রং সমুদ্রনীল
ছন্দময় সুর তুলে যায় আপন মনে
জাজ্বল্যমান হিল্লোল।

বাবার সঙ্গে খুব বচসা হত ,
বাবা বলতেন বিঠোফেন শোন ,
আমি বলতাম , আমার চায়কোভস্কি ভালোলাগে।
বাবা বলতেন - তোর সব পছন্দগুলো অদ্ভুত ...

তুলির টানে যেদিন আমার ক্যানভাস মুখর হল
সোয়ান লেকে , রাজহংস রাজহংসীরা উত্তাল
ঢেউ নেই , ঢেউ তো তৃতীয় ডায়মেনশন ;
আঁকা যায় না।

ঢেউগুলো ছুঁয়ে দেখতে হয় ,
রামধনু রঙে আঙুল ডুবিয়ে
আঁকি রাজহাঁসের ঝাঁক ,
জলের ঘনিমা সবুজ লাগে
স্বচ্ছ জলরং শ্বেতশুভ্র ,
জলের ওপরে হংসপাখা ,
নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে
ঢেউয়ের সঙ্গে তাল রেখে।

জলের জরিমানা নেই

নিজের খেয়ালে ঐ
তরঙ্গ আসে তরঙ্গ যায় ,
ইন্দ্রিয়গুলো মৃত ,
চায়কোভস্কি শুনলে আজ আর কেউ
শাসন করার নেই ।

আমার প্রয়াত পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ২০০৭

আত্ম জাগরণ

জোছনহীন লগনে আলোর সন্ধানে, নগর দুহিতা নিশা পট্টবর্দ্ধন ,
বন কুহকে মাতাল , হৃদয়ে স্নিগ্ধ মাধুরীকণা ।

ধূসর বেলায় শাল সবুজের কোটরে হাসে ময়না জুটি ।
নিঝুম চরাচর ভেদ করে হাসি হয়ে ওঠে বাঁশি ,
পলাশ পাতার হিন্দোল রাগ রাগিনীর মতন ।
সঘন আকাশের বুক চিরে সর্পিল বিজুরী রেখা , রূপার খাড়ু পরা
সাঁওতাল মেয়ে ।

রূপসী পট্টবর্দ্ধন নিশা , এলোকেশে শ্রাবণের দিশা
বাজ পাখির ডানায় ভর দিয়ে হেঁটে চলে বেড়ায়- ছন্দে ছন্দে ,
সূর্য অস্নাত , কেমিক্যাল বনজ পথে, কস্তুরী মৃগের মতন সুগন্ধ সন্ধানে ।
অরণ্য সেজেছে দেখো হরিণ সাজে । পাল পাল হরিণ সিনান করে অসময়ের
বৃষ্টিতে ।
মৃত হরিণ---অমৃত হরিণ ---অরণ্য নিশা পট্টবর্দ্ধন ,করে অরণ্য
দিনযাপন
বৃষ্টিদানা ঘন কেশে , বুটিদার ওড়না মনে হয় ।
পটভূমিকায় আদিমতা , বৃষ্টি ধুয়ে দেয় কলুষতা ,
হরিণ হয়ে ওঠে নিশা ,নিশা হয়ে যায় হরিণ --
আসমানি বসন পরে যতক্ষণ না হেসে ওঠে আকাশ
এই ভাঙাগড়ার খেলা চলতেই থাকে । একসময় গ্রহণ শেষ হয় , রাহুমুক্ত
হয় উজ্জ্বল নক্ষত্র;
ডার্ক ম্যাটার ভেদী মঞ্চে হয় যবনিকা পতন । মেহগনি আলোর উদয় হলে
বল্কল যায় খসে ।
সেই সময় , ঠিক সেই সময় অসীমে , অনন্তে , মহাশূন্যে আঁধার শেষের
দেবজ স্ফুলিঙ্গ ।

নিশার নবজন্ম হয়। ময়ূখমালীর কিরণ আর আকাশজুড়ে আলোর বিচ্ছুরণ
যেন ফুরোতেই চায় না।

কবিতা ২০০৮

অসমতল কুয়াশার ওদিকে কি আছে ?
আছে পাহাড় , উপত্যকা , শীর্ণ নদী ----!
এগুলো তোতাবুলি ।
না-জোকারের বাণী যে বাণী শুনে হাসি পায়না
বিরক্তি উৎপাদন হয় ।

একঝাঁক কবিতা আজ রিফু করা মেয়ে ।

গানবিহীন অঙ্কের সমাহার
তাতে বসন্ত সকাল ভেজানো যায়না ।

অঙ্ক কষার জন্য দাবার ছক নাও
সাদা কাগজকে *না-জোকার* বাণী দিয়ে
এমন রাঙিয়ো না যাতে ও
রামধনু না হয়ে
গাঢ় অন্ধকার হয়ে যায়
ঢেকে দেয় চিকন সফেদ উজ্জ্বলতা ।

জানি ফুলের পরশেও ব্যাথা লাগে
তবু
প্রজ্ঞার ঘায়ে মুর্ছা যেতে চাইনা !

অভিনেতা

লোকে লোকারণ্য। মঞ্চসজ্জা , আলোর রোশনাই , চড়া সাউন্ড সিস্টেম।
বিন্দাস দর্শক। মেহুলকুমার। মেহুল কুমারের শো আছে আজ।
ছায়াছবির সুপারস্টার। কত মানুষের আশা ভরসা স্বপ্ন মুঠোতে ভরা ওর।
চক্‌চকে জামা আর হীরের দ্যুতিতে মোহময় মেহুল।
পর্দা সরতেই ভেসে আসে চটুল হিন্দী গানের সুর।
অঙ্গ দুলিয়ে নাচ। হৈ হুল্লোড়। শো শেষ হতে হাততালির ঘটা।
হাততালির শব্দে ঢেকে যায় মোবাইলে গায়ত্রী মন্ত্রের রিং টোন।

বাড়ি থেকে ফোন। পুত্রের ফোন। পিতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সুদূর শহর থেকে। টিভিতে দেখেছে সে পুরোটাই।

ব্যাকস্টেজে নেমে যান অভিনেতা মেহুলকুমার। ছেঁকে ধরে সাংবাদিকেরা।
একজনকে বেছে নেনে মেহুল। ঢুকে যান নিজের মেক আপ ভ্যানে।
সাংবাদিক মহলে গুঞ্জন।
মেহুল কি প্লে বয় ?

মেক আপ ভ্যানে তখন তরুণী সাংবাদিক অমিতা পুরী খুলে বসেছে প্রশ্নপত্র।
অমিতাকে ভালোলাগে মেহুলের।
ওর স্ত্রী বেবী ওর দুই সন্তানের জননী।
আলাপ কৈশোরে। এক সঙ্গে কলেজের মিঠে রোদ পোহানো , ভেল পুরি খাওয়া।
মহাবালেশ্বরে এক্সকার্শনে গিয়ে পাহাড়ের নিচে ঝুঁকে দেখতে যাবে মেহুল –
তখন প্রমোদ সেইসময় ছোঁয়াছুঁয়ি। আসলে প্রমোদ ওকে সরতে বলেছিলো।

উত্তরে বেবীর সপ্রতিভ জবাব – আমাকে সরতে হবে ?
লাখপতি ,পুরনো গাড়ি কেনা বেচা করা মিস্টার চাড্ডার
মেয়ের সঙ্গে অচিরেই প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়লো মেহুল।
তারপর নিয়মমাফিক সব। পুণেতে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে পড়া শেষ হলে প্রজাপতি নির্বন্ধ।
কয়েকবছর ভালই কেটেছিল। তারপর শুরু হল মানসিক অবসাদ , মেহুলের।
সাংসারিক জীবনে আপাত দৃষ্টিতে সে সুখী হলেও কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক থেকে যেতো।
বেবী সিনেমা বোঝেনা , বেবী সত্যজিৎ রায় , Akira Kurosawa , Federico Fellini দেখেনা।
বেবী নিজেকে ভাঙতে জানেনা ,গড়তেও জানেনা।
বেবী পারেনা চরিত্র হতে।
বেবী কি ভীষণ মানুষ , কি ভীষণ পার্থিব।
ওর অন্য জগৎ নেই , সীমার মাঝে নিজেকে নিয়েই সুখী সে।

অথচ এই বেবীকেই একদিন খুব ভালোলাগতো। কি নিরীহ , কি নির্মল , কি সুন্দর।
আজ সে আরো উজ্জ্বল , প্রাচুর্যে কিন্তু প্রমোদের ওকে বড্ড ম্যাড় ম্যাড়ে লাগে। কেন?
ওর সঙ্গে কথা বললে হাঁপিয়ে যায় প্রমোদ।
সন্তানের পড়াশোনা, বেড়ানো , কেনাকাটা বড়জোর শাহরুখ খানের হিট সিনেমা ,
এর বাইরে বেবী কিছুই জানেনা। প্রমোদ ওরফে মেহুল ক্লান্ত।

এক বৃষ্টি দিনে হঠাৎই দেখা অমিতার সঙ্গে।
চিরাচরিত সাংবাদিকদের মতন সে নয়। গসিপে তার উৎসাহ নেই। সে জানতে চায় অভিনেতাকে ,
সিনেমার অচর্চিত সুক্ষ্ম দিকগুলো। একটি পাইন পাতা দিয়ে বন্ধুত্ব পাতালো উটির

এক কাঠের রিসর্টে । হাল্কা পানীয় , মধুর বিলাপ ।
হৃদয় স্পর্শী সংলাপ । বহুদিন যেন এই দুয়ার বন্ধ ছিল মেহুলের ।
কথা তো বেবীর সঙ্গেও হয় কিন্তু সে তো তোতাবুলি , কথা নয় ।
অমিতা মেহুল মন জুড়ে বসে, মেহুল হয় অমিতা নির্ভর ।
অমিতার মিতালী ঝড় তোলে দাম্পত্য জীবনে । মেহুল ওদের বোঝাতে পারেনা যে
বালির বুকে হেঁটে হেঁটে সে ক্লান্ত । এবার সে গা ভাসাতে চায় নীল সাগরে ।

অমিতার প্রশ্ন ভেসে আসে সুদূর নীহারিকা থেকে-
--এত হাততালির মধ্যে সুপারস্টার মেহুলের নিজেকে হারিয়ে ফেলতে কেমন লাগে ?
মেহুল নীরব । কি যেন ভাবছে , একমনে।
অনেক ক্ষণ পরে জবাব আসে- সুপার স্টার আসলে অভিনেতার একটি মুখোশ
অভিনয়ের সময় যা খুলে পড়ে । সুপারস্টার মাটির তাল ।
তাতে প্রাণ সঞ্চার করে ;
অভিনেতা । তিনি আদতে শিল্পী । শিল্পী তাকেই বলে যিনি হাততালিতে কর্ণপাত করেন না । তারকা হয়েও
মঞ্চসজ্জা , আলোর রোশনাই , দর্শকের হর্ষধ্বণি ছাড়িয়ে তিনি চলে যান
আকাশের বুকে । তারায় তারায় , নক্ষত্রে নক্ষত্রে তার বিচরণ ।
অশ্বিনী , ভরনী , কৃত্তিকা, রোহিনী , মৃগশিরায় উড়ে যান অভিনেতা
মুঠো মুঠো আনন্দ নিয়ে ।
মগ্ন তখন স্রষ্টা এক স্বর্গীয় ও শৈল্পিক স্বমেহনে ।
সে আনন্দ পৃথিবীর কোন মানুষ তাকে দিতে পারেনা ।
পারে অপার্থিব এক আলো ।
অভিনেতা আলোর পাখি ।
সেই আলোর খোঁজেই আমি হারিয়েছি আমার ঘর , তুমিও আলোর পথিক , তোমাতে হয়েছি নিবেদিত ।
আমরা দুজনেই আলোর পাখি , তোমার চোখে দেখেছি আলোর ঝিলিক ।
দুনিয়া তোমায় চরিত্র দোষ দেবে , আমার প্লে বয় বলবে ।

দুনিয়া আর কি বোঝে বলো ? ওরা শুধু চাওয়া পাওয়ার হিসেব বোঝে, অভিনেতা এনডোর্সমেন্ট থেকে কত টাকা কামালো তা ব্যালেন্স শীটে বসায় ।

অন্ধকারের জীব , আলোর হদিস জানেনা ।

জানতে চায়না ।

শিল্পীরা আজন্ম যাযাবর ।

অভিনেতাদের কোন ঘর হয়না , ঘর থাকেনা ।

অভিনেতারা আনন্দ পাখি , যারা সুনীল আকাশে শুধু ডানা মেলতে চায় নাহলে প্রাণটা তাদের হাঁপিয়ে ওঠে আর একসময় পিঞ্জরে থেকে থেকে মৃত্যু হয় দুনিয়া যার খবর রাখেনা ।

ভুল

আমার খুব ভুল হয়ে যায়
আমার কারো নাম মনে থাকেনা ,
প্রুফ রিডিং করতে ভুল হয়ে যায় ।
লেখার সময় ভুল হয়ে যায় চরিত্রায়ণে
ভুল হয়ে যায় সময়ের হিসেব করে সব কাজ করতে ।
বড় লজ্জিত আমি সেই কারণে -কুণ্ঠিত কোনো নতুন উদ্যমে ।

এতসব অফুরান ভুলের মাঝে
একদিন গেলাম পন্ডিত জ্ঞানাঞ্জনের কাছে ।
বললাম : পন্ডিত মশাই আমার সব কাজে ভুল হয়ে যায়
আমি ক্ষুদ্র মানবী , কী করে মনসংযোগ বাড়াই বলুন তো -

পন্ডিত মশাই আমার নাড়ি টিপে বললেন :
সব তো ঠিকই আছে ! কিছুই তো হারায় নি !
আর ভুলের কথাই যদি বলো আমারও তো ভুল হয় -
সূর্য ওঠাতে আর বর্ষা নামাতে ,
তারা ফোটাতে আর মশাল জ্বালাতে
বাতাসের শীতলতা আনার পথ মসৃণ করতে
আমার দেরী হয়ে যায় ----
ভুল হয়ে যায় বলে এত দাবদাহ চারিদিকে
ভয় হয় কোনদিন না পৃথিবীর চাকা ঘোরাতে ভুলে যাই ।

একরাশ আনন্দ নিয়ে বেরোলাম ওঁনার ঘর থেকে
আমি ভুলো মনের মেয়ে !
মন:কষ্ট উধাও । ভুলো মনের মেয়ের ।
ভুল যে অবিনশ্বর !
পন্ডিত মশাই তোমারো ? তোমারো সব কাজে ভুল হয়ে যায় ??

আমার ঘরের পাশে গাঢ় আঁধারে জ্বলে ওঠে এক ঝাঁক পুষ্পিত জোনাকি -
তারপর খিল খিলিয়ে হেসে ওঠে অবিনশ্বর চাঁদ ---
আমার সহস্র ভুলের পরে , শেষ ভুলের মাশুল দিতে আমি বদ্ধপরিকর।
মধ্যরাত্রে ,
জোছনা ধোয়া পথে আমি একাকিনী হেঁটে যাই ,
এবার মাথাটা বেশ উঁচু করেই -- আর স্বপ্ন দেখি , স্বপ্ন দেখি
খুব স্বপ্ন দেখি ---
বড় পন্ডিত হতে সাধ জাগে।

ব্রহ্ম

শব্দ ব্রহ্ম , জ্ঞান ব্রহ্ম, পথ ব্রহ্ম
তুমি ব্রহ্ম , আমি ব্রহ্ম , রোশনি বাঈ ব্রহ্ম ।
নীর ব্রহ্ম , ভস্ম ব্রহ্ম,
সবুজ তারা , কালো মনও ব্রহ্ম ।
ব্রহ্ম কি নয় চিতার আগুন
তবে মৃত্যুকে ভয় কেন ?
ব্রহ্ম কি নয় ধূসর ফাগুন ?
তবে এত হানাহানি কেন ?
জারজের পিতৃত্বের খোঁজে কেন শান্তি নষ্ট ?
কে বলে সে পথ ভ্রষ্ট ?
সে কি অমৃতের সন্তান নয় ?
কেন খুঁজে মরি তার হাতের বরাভয় ?
এও সংস্কার ,
কেন খুলে ফেলিনা সেই শৃঙ্খল ?
সবই যদি ব্রহ্ম তাহলে কেন এই কোলাহল ?
ধর্মের ধ্বজাধারীদের গেলো গেলো রব ----
এইভাবেই কি যাবে সব ?
যাবে আর কোথায় ?
মিলবে তো সেই ব্রহ্মেই---যদি সবই ব্রহ্ম হয় !
হবে ব্রহ্মের , ব্রহ্মে অবগাহন---

জীবাশ্ম

কত শতাব্দী ধরে তুমি রয়েছো
অনড় , স্থবির , মরচে পড়া --
সবুজের আভায় ঢাকা পড়ে গেছে
আসল রূপ তোমার ।
সবাই বলে তুমি প্রাচীনের ভগ্নাংশ ,
খননের নতুন দিশা ।
তোমার ললাটে ললাটে
শিখরে শিখরে কত কথা,
কত গাথা , ব্যাথা ।
সেইসময়ের কাব্য , বিরহ
জ্যোতিষ , শিল্প নিদর্শন
জমাট বেঁধে আছে তোমার হৃদয়ে ।
সহস্র বরষের জীবাশ্ম আমার
কথা বলো , বলোনা তোমার ভাষায়ই
এক এক করে খসে পড়বে বল্কল --
আমি নিবিড় চিত্তে কুড়িয়ে নেবো অক্ষরমালার বুনন ।
জাগবে অজানা ইতিহাস , হয়ত বা বানর সভ্যতার কিছু বিজ্ঞাপন
আমরা মানুষ থেকে অমানুষ হয়েছি শতবরষ আগে
এবার তোমার শিলালিপি পড়ে হবো সভ্য বানর । হয়ত কিছুটা সুসভ্যও --
--ও জীবাশ্ম !

শুন্য থেকে শুরু

তবে শুন্য থেকে শুরু ?
এই আকাশ ভাঙা বৃষ্টি , পাখ পাখালির ডাক
নদ নদীর জলোচ্ছ্বাস -রাজহংস , বালিহাঁস
পথভোলা মাধুকরী , শিকারী বাঘ জাদুকরি
রামধনুর মুগ্ধ ছবি , সুখ শায়রের অলীক কবি
জ্যোৎস্না রাতের অলস তান , মেঘমল্লার , ভাটিয়ালি গান
জলজ ঠোঁটের মধুর পরশ , কখনো বিষাদ কখনো হরষ !
বাদল দিনের বৃষ্টি স্নান , গ্রামীণ বধুর মনসা গান
উজান বেয়ে তরীর টান ,পাহাড় ধোয়া বরফ ম্লান
ই ইজ ইকুয়্যাল টু এম সি স্কোয়ার , গ্লোবাল ওয়ার্মিং , ট্রোপোস্ফিয়ার
লগারিথম আলফা মিউ , শুন্য থেকেই তুলেছে ঢেউ ?
তবুও কি আমরা ভুলতে পারি , বসন্ত দিনের গোলাপ কুঁড়ি ?
ছায়াচ্ছন্ন পাহাড় তলি , সাগর পাড়ের বালিয়াড়ি ?

বসুমতী মধুক্ষরা -কিছু অনঘ্রাতা , কিছু অধরা
মিলে যাবে শুন্যে একদিন , *মহাকালের অন্তর্লীন।*

নস্টালজিয়া

আমাদের দেশের গাছের সঙ্গে তোমাদের দেশের গাছ-------
পালটা পালটি করে নিলাম।

মনোজ নাইট শ্যামালনের ছায়াছবির মতন
গাছেরা হেসে , কেঁদে সুখ দু:খের গল্প করে।
বটবৃক্ষ ও ওকের বন্ধুত্বই সবচেয়ে বেশি।
দুজনের ভান্ডারেই বিবিধ রতন ---
কত কথা শোনা যায় ,
গাছেরা শত্রু মিত্রের কথা বলে ,
গাছেদের মিটিং হয় --
বদলায় প্রেক্ষাপট , বদলায় ঋতু
এই গাছের পাতা ঝরেনা তাই
চিরহরিৎ রয়ে যায়।
নতুন নতুন কুঁড়ি ফুটে ওঠে নতুন আবহাওয়ায় ,
অরণ্যের নিঝুম হাতছানিতে
গাছেরা বয়ে যায় -
আর বিশ্বায়নের রং লেগে
দেখো কেমন গাছেরা -হঠাৎ মানুষ হয়ে যায়।

কমিশন

যতদিন জীবিত ছিলাম আমাকে মেরেছো ,
আঘাত করেছো শাণিত তরবারি দিয়ে --
কুৎসা রটালে।
মাথার চুল কেটে উল্টো করে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরের
বাইরে পাঠিয়ে দিলে।
আজ আমি মৃত।
হেমলক পান করেছি স্বেচ্ছায়
অথচ আজ মৃত্যুর এক মাস পরেও চলেছি বিশ্রী
খেলা , আমার অকাল মৃত্যুকে নিয়ে।
কিছু প্রশ্ন ,
কে মেরেছে , কেন মেরেছে , কবে মেরেছে ,
ময়না তদন্ত ---পুলিশ।
রাশি রাশি মানবতা কমিশনের নেতা নেত্রী --
মৃত্যুর গহ্বর থেকে আমার নীরব প্রশ্ন কেঁদে কেঁদে মরে -
যত মানবতা মৃত্যুকে ঘিরে
তার ছিঁটে ফোটাও
জীবনকে ঘিরে কেন নয়??

তিব্বতী গুম্ফায় একদিন

ধুসর মেঘে ঢাকা বাতায়ন ,
দূরে নীল পাহাড় , পাইন বন , রডোডেনড্রন
তুষারাবৃত শৃঙ্গ
পুণ্যভূমি , ঘন্টা ধ্বনি
মুন্ডিত মস্তক লামা শ্রেণী --
দাঁড়িয়ে আছি এক তিব্বতী গুম্ফায় আমি।
কাঠের মনাস্ট্রি , সরু নদী
অপার শান্তি , বোধি বোধি !
সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত
কুমারী প্রকৃতি
তোলে আলোড়ন মনে
ভুলে যাই মন খারাপের তিথি
পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্র পুঞ্জ
তবুও খসে পড়া তারাদের পিছুটান নেই এখানে
এখানে শুধুই শুন্যতা
ভারহীন অস্তিত্ব
পাহাড়ের বুকে , সার বেঁধে হেঁটে যায়
মানব সন্তানেরা , অমৃতের সন্ধানে --
পাহাড় চিরে , শুভ্র বরফ প্রান্তরে ,
ফুটে ওঠে অবিনশ্বর জ্যোতি
আমি দু চোখে উদ্বেগ নিয়ে শুধু চেয়ে থাকি
আর ভাবি : ওদের তো নেই মোবাইল , নেট , স্টেম সেল , ক্লোনিং ---
অপার শান্তির জগতে বসেও
জীবনটা কি ওদের কেবলই ফাঁকি ?

পুতুল খেলা

আমরা শুধু পুতুল খেলি ,
রঙ্গ মঞ্চে পুতুলের ভিড় ,
পুতুল , সাজ সজ্জা
মুখে রঙ , পরচুলো ---
এরা সেই ধরণের পুতুল নয় ,
এরা জীবন্ত পুতুল ।
পুতুলের নাম সত্যজিৎ রায়
পুতুলের নাম অমর্ত্য সেন
পুতুলের নাম রবীন্দ্র নাথ ---
ভরে ওঠে সোনার কলস পুতুল বৈদগ্ধ্যে ।
কফি হাউজ সরগরম ---
পুতুল কীর্তনে ।
কাপের পর কাপ চা উধাও , গরম কফির মজা
লুটে পুটে নিয়ে শুধুই পুতুল নাচাই
আমরা বাঙালীরা ,
পুতুল নাচাতে নাচাতে নিজেরা
পুতুল হবার কথা বেমালুম ভুলে যাই ।

এত পুতুল , তবুও খড়ের কাঠামো নেই বলে
বাংলার আকাশ -ঢাকা আজ *কৃষ্ণ শতদলে*।

মাটি কোথায় ?

শেষ মেশ তোমরা মাটিকেও কবর দিলে ?
এক টুকরো মাটি দিয়ে যেও মানব সন্তান
হতভাগা ধরিত্রীকে।

কংক্রীট আর পাথর
রঙীন কাঁচের ঘর।
প্লাস্টিকের গাছ ,
মোমের ফুল।
শিলাখন্ডে ভরা সবুজ প্রান্তর ,
লৌহ খাঁচায় ঢাকা
জোছনাহীন চরাচর।
এক মুঠো মাটির সন্ধানে আমি –দেশ থেকে দেশান্তরে।
পরিযায়ী পাখি বলে যায় –
আজকের দুনিয়ায় মাটি হতে নেই
হও রবারের মানুষ।
নিজেকে সব সময়
রাখো আপ টু ডেট , যন্ত্রের মতন।
----ভুলে যেও না আজ তুমি বারুদের রাজ্যে ,
যেকোনো সময় ফাটতে পারে লুকানো ল্যান্ড মাইন।
নিজেকে গড়ে নাও নতুন স্ট্যাটিস্টিকে –
নাহলেই বিঁধবে বুকে
মাটিকে জাদুঘরে পাঠানো
আধুনিক মানবের নৃশংস শলাকা।

রং মানুষ

মানুষগুলি কালো বাদামী মেটে
যায় হেঁটে–
হাত পা যায় কেটে কেটে কেটে, ফেটে ফেটে চৌচির,
কুঠারের ঘায়ে কোনো নিঠুর দরদির নাটকের এক অঙ্ক।
পড়ে থাকে চাপ চাপ রক্ত –
অনেক সময় পরে আসে হাসপাতালের লোক
রক্ত দেখে বুঝে উঠতে পারেনা মানুষগুলি রোগা না মোটা ছিলো,
কালো না ফর্সা , লম্বা না বেঁটে ,
জিন ম্যাপিং এইসব ছাইপাশ করবে বলে নিয়ে যায় ওরা।
এদিকে ওরা একে কালো বলে মেরে ফেললো ,
ওকে বেঁটে বলে বাঁচতে দিলো না,
তাকে মেয়ে বলে বধূহত্যার আগুনে ঠেলে দিলো
নিচু জাত , অশিক্ষিত তুমি --আমি ক্লাসের ফার্স্ট বাবুমশাই গটগট
করে বুট পড়ে হেঁটে যাই , আবার আমার বর
জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ডেপুটি ডাইরেক্টর তাই আমি পাটরাণী , তুমি
কেরানী।

ল্যাবে রক্ত পরীক্ষা করে শুধু মেলে ব্লাড গ্রুপ তা থেকে
মানুষের মন বোঝা যায় না তাই ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে ওঠে হায়না।
পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে আমরা লজ্জা পাবোনা।
আমরা অভ্যাসের দাস , তাই একই কাজ নিষ্ঠাভরে করে যাবো।
রক্ত নিয়ে হোলি খেলবো। হিটলার , স্টালিন , আমি ও তুমি কেই বা কম
যাই ?
রক্তগুলি মিলেমিশে একাকার।
শিশুরা রঙের তুলি ডুবিয়ে নিয়ে কেমন ছবি আঁকছে দেখো !
আবার মুক্তমনা এক তান্ত্রিক এই সাইবার যুগে বসে সেই রক্ত নিয়ে
খেলছে কালোজাদুর খেলা। নারীর রক্ত না পুরুষের ,

কালোমানুষের না মেমবধূর কে তার হিসেব করে ?
সভ্য মানুষ কেন তবে এত হিসেবী ?
দেখো এতখানি গদ্য লিখে ফেললাম ! বন্ধু রজার বলে ::
গার্গী এমন বই লেখো যা মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে : বুক দ্যাট
ক্যান চেঞ্জ আ লাইফ !
এও তো আমার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা ,
গদ্য ভাব হলেও আসলে কবিতা হল না কি ??

Sins

যদি পায়ে ফুল বিছাতে
তা হলে কি এত **Sins** ,
জুহু বিচে নগ্ন হয়ে দৌড় দৌড় দৌড়
আমি ধ্রুপদী নর্তকী প্রতিমা বেদীর কাছ থেকে
কোনো অনুপ্রেরণা ---না না , সেরকম কিছুই নয় !
বাবা কেন মাকে ছেড়ে চলে গেলো ? নোবেল পাবার আগে ও পরে এক এক করে রূপসী কামিনী , কৈশোর থেকেই ওদের মাদার , সিস্টার , ডটার না ভেবে , ভেবেছি সেক্স অবজেক্ট - বলেছেন সাক্ষাৎকারে ।
আমার মা হয়ত তেমন রূপবতী নন কিন্তু বুদ্ধিশালিনী তো বটেই !
নামজাদা ঐতিহাসিক ।
দেখিয়ে দিলাম যে আমাদেরও দৈহিক আকর্ষণে পোড়ে পুরুষ পতঙ্গ ।
তাই তো জুহু বিচে লক্ষ লক্ষ মুম্বাইয়ের বিলিওনেয়ার সেদিন , আমাকে দেখতে !
আমি বিভাজিকায় হাজার হাজার সূর্যের নিয়ন বাতি নামিয়ে আনি
জঙ্ঘায় বসে জলপরী । সবুজ সবুজ ঝালর দেওয়া প্রজাপতি আমার স্তন থেকে স্তনে যখন উড়ে বেড়ায় , বাবা তুমি কি টিভিতে তার কভারেজ দেখেছো ? ম্যাস্টারবেট করেছো ? আমি সফল পণ্য হতে পেরেছি কি না ??

মাও কি এমনই যুবতী ছিলেন না ? তবে কেন তাকে ছেড়ে গিয়েছিলে?
প্রতি পূর্ণিমা রাতে চাঁদভাসি ক্রন্দন , আর আমি , একলা বারান্দায় , দুধের বোতল নিয়ে --
আমার যে বড্ড কষ্ট হত !
সেদিনই স্থির করি নেবো চরম পথ !আমি বিবসনা হবো । সর্ব সমক্ষে নিজেকে বিকাবো!
নোবেল লরিয়েটের মেয়েকে লোকে বেশ্যা বলুক । গায়ে থুথু দিক !
এই হবে তোমার শাস্তি ! তুমি জব্দ হবে !
বাবা , মায়ের কান্না আমাকে লন্ড ভন্ড করে দিয়েছে । মিডিয়া আমাদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছে । মাকে নিয়ে অনেক মন্দ কথা লিখেছে ।

তোমার উদ্দাম যৌন জীবন , মায়ের অক্ষমতা ---তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারলাম না বাবা !

আমার বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে তোমায় পাইনি । যখন টিভিতে তোমায় নোবেল পদক নিতে দেখেছি লোকে আমায় নোবেল লরিয়েটের মেয়ে বলেছে ।

মা গর্ব বোধ করেছে। সেই একই পত্রিকা অফিসগুলো নির্লজ্জের মতন ফোন করেছে মায়ের কিছু বক্তব্য শোনার জন্য !

আর আমি এই দিনটির অপেক্ষায় । তখন আমার বয়স ছিলো মাত্র ১৫ ।

আজ আমি পূর্ণ যুবতী । আমার যৌবন আমি বাজারে বিকাবো ।

আমি নগ্ন হবো । পর্দায় । জুহু বিচে । রেড লাইট এরিয়ায় ।

তুমি শুধু শুনবে , দেখবে , জানবে । হা হা হা !

নোবেল লরিয়েট কিছুই করতে পারবে না । কারণ এইসব এলাকায় --- ইন্টেলেকচুয়ালস্ আর প্রসিকিউটেড্ !

দাঁত কাব্য

দন্ত চিকিৎসকের চেম্বারের পাশে
একটি ওক গাছ
সবুজ বাগিচা ঘেরা প্রান্তর ,
সার দিয়ে দাঁত , ওগুলো সব পাঁচিল ।
চিকিৎসককে শুধাই , এরকম কেন ?
উনি বলেন : দাঁতের ডাক্তারখানা তাই সব কেনাইন , মোলার , প্রি – মোলার ---
আপনি বড় উজবুক ! বলেই জীভ কাটি । আপনি গোদা ভাস্কর , নিজেকে শুধরে নিই ।
কেন : সরল প্রশ্ন ?
আচ্ছা দাঁত মানে কি মনে হয়না চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ? কিংবা রক্তারক্তি , মারদাঙ্গা ? চারিদিকে এত হানাহানি , যুদ্ধ তো এমনিতেই ? আবার দাঁত কেন ?
দাঁতের কারখানায় কেন দন্ত ?
এবার দন্ত বিকশিত হাসি ! ওর দাঁতগুলো ক্ষয়াটে , পোকা ধরা !
বুঝলাম নিজের প্রতি যত্নশীল নন ,
ও ফিজিশিয়ান হিল দাইসেল্ফ ফার্স্ট !

ফিরি দাঁত উপাখ্যানে !
যদি এখানে বিমূর্ত অক্ষর দিই ?
পাঁচিল হোক ইন্তেলেকচুয়াল ।
হ্যাঁ সেরিব্রাল পাঁচিল --- দাঁতের বদলে দিন না
আলতামিরার বাইসন কিংবা কোনারকের শিল্প
অ্যাব অরিজিন ভ্রূকুটি , মন্দারমণি সৈকতের নৈসর্গিক শোভা
আপনার শুধু দাঁত আছে ?
চোখ ও মন নেই ??
আজ চোখ ও মন কম বলেই তো এত দাঁত চারদিকে

সর্বদা খাই খাই , লড়াই , নেই ভাই ভাই
হিন্দু মুসলিম খ্রেস্টান লড়াই
এ ওকে খাই খাই
করি জবাই , দাঁত দিয়ে কেটে জীভ দিয়ে সাফাই
জীবনে কোমলতা আনুন না ডাগতার বাবু ! ও ডাগতার বাবু --
আপনার কেবল দাঁত আছে ?
ফলস্ দাঁত খুলে ফেলুন !

আপনার মন নাই ??

Legacy

পন্ডিত শুধায় : কি রেখে যাবে সন্তানের জন্যে ?
মানুষ : গাড়ি , টাকা ।
হীরা , জহরৎ !
টিভি , ফ্রিজ , কম্পিউটার
ক্রেডিট কার্ড , প্ল্যাটিনাম , গোল্ড ।
আর ?
ভালোবাসা , স্নেহ ।
এবার হাসেন পন্ডিত , উচ্চস্বরে ।
বলে ওঠেন: ভেবে দেখেছো এগুলো চায় কিনা ?
ওরা আদৌ এসব চায়না । ওরা শুধু এক মুঠো নির্মল , নীল আকাশ চায় ।
পরিচ্ছন্ন বাতাস । ফুলের সুবাস । প্রজাপতির রং , পাখির গান ।
ওরা হাসতে ভুলে গেছে দেখতে পাওনা ? ওদের এত স্ট্রেস ,
শুধু পার্থিব জাগরণ চায়না ওরা , চায় নির্লোভ অণ্বেষণ ।
তোমরা নির্জীব তাই অনুভবে আসেনা ।

সংকেত

উঁ হু -অত সংকেতে কথা বলোনা !
দেখো তো ইমেল, এস এম এস , চ্যাট
এত সংকেত এলে , কবিতা , ভাষার বিচ্ছুরণ
এসব যাবে রসাতলে ।
তখন খনি শ্রমিকের চাবুকের আঘাত ,
শিশু শ্রমিকের রক্তের দাগ
ভিখারি পাসোয়ানের অনাথ বাচ্চাগুলির কঙ্কালসার মুখ
এসব নিয়ে কি করে সোচ্চার হবে ?
সংকেতে কি সব হয় ?
মনের কথা , মনের ব্যাথা , প্যাশনেট কিস , আই ডিজায়ার ইউ ----
এটসেট্রা এটসেট্রা --------
পি ও পি , হাউ কি হাউ কি -এগুলোর মানে কি ? তুমি কি নাবিক ?
মর্স কোড লিখছো ?
তোমার হৃদয় কাঁদে না ? অন্তর বাধ সাধে না ?
আমার কথাটা একটু মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখো --তুমি না অমৃতের
সন্তান ?তোমার কাজ মহাকালের ফেরি চালানো , অমৃতকুম্ভের সন্ধানে
অনন্তের পথে চলা , বিস্মৃত হয়ো না পাগলা দাশুর সিগন্যাল
ও ডিজিটের ফাঁদে পড়ে !

ঝড়

জীবনে ঝড়ের মুখে পড়েছি বহুবার
নাবিক কেউ ছিলোনা
পালতোলা একটি তরী নিয়ে ভেসে গেছি নিরুদ্দেশে
হাল ধরেছি অন্য জীবনের
আজ শত শত পাল ছেঁড়া মানুষ আমার ভিটেয়
ওরা যুদ্ধে হারিয়েছে ঘর ,
ইরাক ইরান কিংবা আফগান দেশের -আবাস্থল ,
ভুখা নাঙ্গা শিশু
আর বিবসনা ছেঁড়া খোঁড়া মা গুলি
পুষ্পিত হয়ে আছে, নয়নে আমার ।
ঝড়ের পূর্বাভাস আমি পাইনি
কারণ আমি খনা নই বরাহ মিহির নই
শুধু পথে পথে ঘুরি
Reconstruction এর নেশায়
কারণ আমি তান্ডবে ঝরে পড়া একটি মৃতপ্রায়
পক্ষীশাবক দেখেছিলাম ।
সে তো বহুদিন আগে ।
তখন বৃষ্টি ছিলো , হরষে বিষাদে ।
মন দেওয়া নেওয়া ছিলো ।
ছিলো ফুল অলি পরাগ আর
সমুদ্রের ফেনিল সফেদ ঢেউ ।
তাতে নিউক্লিয়ার বিষ ছিলো না ।

প্রেম

আমি এমন কাউকে ভালোবাসতে চাই যে আমাকে অবহেলা করবে
আমি এমন কাউকে মন দিতে চাই যে আমার একটিও ইমেলের উত্তর দেবেনা।
আমাকে cajole করবে না
kiss করবে না
পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ---
তারপর একদিন আমি যখন পলাতকা
দূরের ধূসর পাহাড়ে,
কোনো এক নীল গোধূলিতে
সে আমার সন্ধানে
নক্ষত্রের পথে পথে
চুলোয় যাবে তার সব আই কিউ আর ডিটেকটিভ কাজ
কিংবা গুলি বর্ষণ ,
শুধু আমারই জন্য হাতে একটি পলাশ কিংবা একফালি চন্দ্রিমা
আর মনে আই ডিজায়ার ইউ---
এমন কাউকেই আমি মন দিতে চাই
লুপ্ত সিন্ধু সভ্যতায় কিংবা চেরাপুঞ্জির মেঘে।

আলোর পাখি

ছাই সরালেই পাবি সোনার কুচি এইভেবে লেগে পর কাজে
ছাই দেখে করিস নে ভয়
বিভূতি তো কী হয়েছে ? হাতে মেখে নিয়ে এগিয়ে চল ,
ছাই চাপা আগুনে হাত পুড়বে না তোর
একটু সাহস চাই
লোক দেখে আর করিস নে ভয়
ছাই মানেই পোড়া নালন্দা নয়
চাপা পড়েছে কোনো আকাশ কুসুম
ছাই দেখে আর করিস নে ভয়
চল দু হাত ভরে সরাই
অবিনশ্বর বিভূতি ,
মায়ায় ঢাকা , রাশি রাশি
অমৃত --শিখি ধ্বজায় ।

প্রত্যেকের খুলি, খুলে খুলে যদি দেখি
দেখবি শুধু কালি ও কলম
তারপর আনন্দ
কিছু কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে
আলো , এইভাবে কয়েক যুগ , লাল নীল গন্ধ
মেধা খুলে খুলে দেখি
একটা সময় অণু পরমাণু তে ছড়ায় বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী
মেধা খুলে খুলে আমি কাঙাল
তখন হাতের কঙ্গন খুলে দিলো নীহারিকা
বল্লো : মেধা এক পাশে সরিয়ে রেখে
আজ বরং কয়েকটি সোনার কাঁকন পরো ।
এখন ওরাই আগুন পাখি !

তাপ

ফসিলগুলি হঠাৎ গাছ হতে চাইছে
রেডিয়েশান ছোঁয়া গোধূলি -চাইছে চন্দন পরশ
গোলাপ হতে চাইছে এক একটি গলিত হস্ত
ওদের হতে দাও মনিষা ---
তুমি তো খুব মায়াবী আমি জানি
তোমার সুরেলা গলায় , মিহিন চাহুনিতে ওদের ডাকলে
ওরা পদ্মকন্যা না হয়ে পারে ?
ওদের একটু লিচ্ছবি নারী
বা নয়ণহিতি প্রাসাদের রমণীয়
হবার সুযোগ দিও ।
শুধু একটিবার । মনিষা, তুমি তো এখন বোঝো জীবন কত দামী

শ্বেতশুভ্র পায়রার পিঞ্জর চাইনা ,চাইনা লামার পাঁচতারা ঘর

শুধু একটু আগুনের তাপ , হোমশিখা ,

মাইনাস দশ ডিগ্রিতে এইটুকুই যথেষ্ট ।

উপদেশ

রোজ যখন জানালা দিয়ে বার হই তুমি দরজা দিয়ে ঢুকতে বলো
বালিশে বসি , চেয়ারে বসতে বলো ।
পাপোষ খাই , কেক কাটতে বলো ।
কেন ??
আমি কি কচি খোকা ?
নিজের ভালোটাও কি আমি ??
তোমার এত জ্ঞান দান ও উপদেশ
নিজের ভালো তো বুঝি না কি ?
এত বচন ও মিথ্যা ভাষণ
আর ভালোলাগেনা
আমাকে নিজের মতন থাকতে দাও ।
দুনিয়া যাক রসাতলে তাতে আমার কি ?
আমি তো ভালই আছি । নাহয় প্রতিটা ঘরেই আমি সিধ কাঠি চালালাম ।
কষ্টের গন্ধ হয় । নীল নয় , গন্ধগুলি মৃগশিরা ,
আমি মেটাফোর বলছি না
চাঁদের ফণা দেখেছো ?
কাল দেখলাম , প্রথমবার । কালো আকাশে --cresent moon
ওদিকে রাহু কেতু শনি ,
আর চাঁদ , চন্দ্রমণি ।
আমার দু:খগুলির গন্ধ আছে ।
সবুজ নয় ওগুলো –
এক একটি কালো গাঢ় কয়লা খনি ।

মেঘ

মেঘ , ঘন গাঢ় মেঘ আমাকে ঘিরে

আমাদের ঘিরে

তবু এত মানুষ এখানে একটু জিরোতে আসে

মেঘমল্লারে ।

কিছু উন্নাসিক আর পবিত্রতার ধ্বজাধারি অন্যপথ ধরলো ।

ঋষি উপমন্যু যখন ওদের হাতে একগ্লাস পবিত্র বারি চাইলেন

ওরা তফাতে গেলো ।

কারণ ওদের স্বর্ণ কলসে শুদ্ধতা নেই ।

ড্রয়ার ভর্তি থাকে – এইসব ইন্টেলেকচুয়াল পবিত্র বাবুদের কেবলই পর্ণোগ্রাফিতে।

বিচিত্র বর্ণের পাখিগুলি আজ আর গাছে বসেনা ।

মেঘ দেখে ওরা ভেবেছে বুঝি বৃষ্টি নামবে , তাই ঘরে ফিরে গেছে

বেচারারা--- শুধু কিছু বাস্তু ঘুঘু আজও আসে ।

ফলপাতা কাঠ কুটোর আশায় । হাতে নিয়ে ফেরে সোনার ডিম ।

সাঁঝের শেষে ।
মুখোশ গুলো আসে , পাশে বসে , উঠে যায় ।
এই নিয়েই বেঁচে আছি । ২০১৩ তে ।

শালপিয়ালের বন , কৃষ্ণচূড়ার লাল , পলাশের আগুন
মনে যদি লাগে ফাগুন
তা বিলাবো কাকে ?
মানুষ কৈ ?

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের দিন ফিরে এলে কি ভালো হত ?
শুধান বৃদ্ধ দামু চাচা।

কি হত জানিনা দেখি মুখোশেরা সাইকেল চড়ে উড়ে যাচ্ছে এক একটি গ্যালাক্সি পেরিয়ে ব্রহ্মান্ডের ওপাড়ে।
ওখানেও কি তাহলে এবার flesh trade শুরু হবে ?

ঘাম

ঘামে যত ভিজবে
মুখে ফুটবে হাসি
কাজ আর কাজ
এই নিয়েই আছি
তোমাকে দেখার সুযোগ কোথায় পাই নয়নতারা ?

এলোকেশ তো আর নেই যে তোমায় সাজাবো - বয়কাট তাই তুমি বয়কট
বৈষ্ণবীদের মতন
তবে রসকলি তো আছে স্বস্থানেই
আর সহজিয়া প্রেম প্রেম বাঁশি
সুরের খেলা আর জাদুর ভেলা
ব্রজবুলি শ্রীরাধিকার -এইসব ছাইপাশ

ঘাম ঝরাতে গিয়ে আজ
সব ভুলেছি
কবিতার মধ্যে ডুবে গিয়ে
কতনা ছেলেরা হারালো জীবন
তাদেরও তো এক একটি টাটকা যৌবন ছিলো
তবুও ঘেমে নেয়ে একদিন হারিয়ে গেলো
তুলসি তলায় , সন্ধ্যাপ্রদীপের কাজলে ।
শোনা হলনা পদাবলী

কাটা হলনা রসকলি ।

ফোন

আমার ভাষা বাণগুলি লক্ষ্য ভেদ করে তাই আমি লেখক রূপে আদৃত
তোমারগুলি করেনা
তাই তুমি ভাঙা কূলো , লেখক হিসেবে এক যাতনা।
তোমার বর চেয়ারম্যান। নানান চেয়ার রাঙান।
কোথাও ওপরে , নিচে - কোথাও চেয়ার উল্টে বসেন।
একটা ফোন করে দেন। তোমার কাঁচা লেখা প্রকাশিত হয় একের পর এক
নানান নামী পত্রিকায়। অথবা কোনো বাচিক শিল্পী
তোমার নিম্নমানের গল্প পড়ে যান
একের পর এক রেডিও আসরে।
নাহলে বাড়ি ফিরলেই স্বামীর মুন্ডপাত।
খাওয়াদাওয়া বন্ধ , বন্ধ মৈথুন - নীলাভ আলোতে , পূর্ণিমার নরমে তুমি
নগ্ন পর্যন্ত হবেনা। ভাত কাপড়ের মূল্য দেবেনা।
এইভাবে ব্ল্যাকমেল করে করে কতনা নষ্ট মেয়ে নষ্ট করেছে সাহিত্য
আজ আর কেউ বাংলা বই কেনে না।
এই আজ চরম সংবাদ - ব্রেকিং নিউজ।
কারো বিশ্বাস -অবিশ্বাসের ওপর কিন্তু সত্য বা ইতিহাস দাঁড়িয়ে নেই।

কবিতা মঞ্জরী

পশ্চিমের খনি শহর পার্থের বাগানে যেই দৃষ্টিহীন শোনায় গান
তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেই ফুরায় না দায়িত্ব তোমার
বাড়ি ফিরে যদি একটি মোম জ্বালো ওর কথা মনে করে রোজ
তাহলেই বুঝবো তুমি ওকে ভালোবাসো।
মোমের কতই বা দাম ?
কত কিছু তো কেনা হয় নিত্যদিন রোহন মোহন ড্যানি টনিদের জন্য ! ওর জন্যেও একটি নাহয় কিনলে !
সবসময় নাহলেও দিনের কিছুটা সময় মনে মনে ওকে একরাশ করবী কিংবা কাঠগোলাপ দিও। সুগন্ধা করে হৃদয়ে রেখো।
ওর দৃষ্টি নেই কে বলেছে ? ওর নয়ন অন্তর্ভেদী।
শুধু তুমি দেখতে পাওনি।
এইভাবে ওকে ভালোবাসলে ও বুঝতে পারবে , তোমাকে দুহাত তুলে ডাকবে। ওরা মনের ভাষা বোঝে। রঙের আনাচে কানাচে ঘুরতে জানে।

***

জীবনে বন্ধু তাদেরকেই বলা যায় যারা তোমার সোনার সাথে লোহাও নেবে। শুধু গোলাপের পাপড়ির সন্ধানে যারা তাদেরকে আর যাই বলো বন্ধু বলোনা। আজ যে বোন বলে কাল সে পালায়। এরকম মানুষদের চিনে নাও। আগেই চিনে নাও আমার কবিতা পড়ে। কেউ সরল নয় এই কলি কালে। লেজে পাড়া পড়লে ফোঁস করে ওঠে নিরীহ জোনাকি। তখন ওর হাজার ওয়াটের বাতি নিভে যায় ঘোর অমাবস্যায়। যতই পথিক পথ হারাক নির্জন গ্রামের পথে , শৃগাল আর হিংস্র হায়েনার মুখে ওদের একা ফেলে পালায় একদা শ্রমণ জোনাকি, কিছুতেই আলো দেয়না , শুদ্ধশীল হয়েও আর !

***

ব্রিজের নিচে যারা শুয়ে আছে তারা তোমার লেখার প্রশংসা করলে ভালোলাগেনা ,
কেউ পরবাস থেকে করলে মনটা খুশি খুশি ,
এরকম কেন ?
ব্রিজের নিচে কে শুয়ে আছেন তুমি কি জানো ?
উনি যদি হন কাফকা কিংবা কাহলিল জিব্রান ?
তখন বলবে নাতো - বিদেশি নামে আমার অরুচি ?
কেন আগেই ধরে নাও ওখানে থাকে কিছু পচা মাছের ঝুড়ি নেওয়া মেছুনি অথবা ভিখারির পাল , পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার ?
পাঞ্জাবি মেয়েটিও হয়ত কবিতা বোঝে ওর বেণীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে ।
তাদেরও মনুষ্যত্ব আছে । তারা তোমার মতন আজব জীব নয় ।
যে খালি সোনার চেন দেখে লোকের সাথে মেশে । এইভাবে বেছে বেছে পা ফেলতে ফেলতে দেখবে একদিন পড়বে কোনো খানাখন্দে , মুখটা যার ঢাকা ছিলো একরাশ পদ্মপাতা দিয়ে , ঢেকে রেখেছিলো তোমারই মতন কোনো উজবুক ।
যে শুধু ঝলমলে রং দেখে সোনা চেনে আর ঘরে ফেরে হাতে নিয়ে এক একটি পেতলের চাকতি !!

***

মনসা মঙ্গল , মহুয়া সুন্দরী ভাদু টুসু যাই পড়ো
বিদেশে এসে নিজেকে একেবারে বদলে নিয়েছো
আমাকে দেখে একবারো হাসলে না
কেন মিস শেলি মিটার ? আমি ভারত থেকে এসেছি বলে ?
ফাটা জিন্স আর বক্ষভারে কাহিল তোমার শিথিল যৌবন
মেলবোর্নের পথে পথে কোন সে বার্তা আনে কেউ কি বোঝে না ?
টিয়গ্রাম ,ধানফুল আর ময়না দেশ ফেলে
এখানে এসে কিছু ফিরিঙ্গী বুলি আর রেড ওয়াইন ,
দেশে গিয়ে বালুচরীতে অনন্যা
সিন্দুরের টিপ , হাতে শাঁখা , রবীন্দ্রনাথের চন্ডালিকা
সেই একই গানের কলি , বাদল বায়ু বাজায় বাজায় বাজায় রে !

কিসের তোমার এত অহঙ্কার ?
হাতে তোমার কটা অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের নমিনেশান ?
তোমার পায়ের তলায় যে মাটি ভারতেও সেই একই কাঁকড় ,
ব্ল্যাক সয়েল , volcanic erruption !
নিজেকে বদলে ফেলো নাহলে ভারতের global GEN -X প্রজন্ম
ওদের স্লাম ডগ বললে তোমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে তৃতীয় বিশ্বের মস্ত মস্ত
রটেন ইট ভাঁটায় । তারপরে সেখানে গুন্ডারা তোমায় নিয়ে যা করবে !
তোমার পোশাক আশাকের যা ছিরি !
নিজেকে চটপট বদলে ফেলো । ওদের অ্যাটিটিউড বদলানো সহজ নয়
ওরা তো আফটার অল গুন্ডা, রুড , রাফ , রাউডি , রাসকেল !!
তোমার মতন সফি সফি অভিজাত পরী নয় !
এসো মিস শেলি মিটার আজ থেকে আমরা এন আর আই নয় মানুষ হই ।

***

কুয়াশা তোমায় কাবু করেনি সুনয়না
গলিত পৃথিবীতে এক পাও যদি চলি , হাতে লাগে ব্যাকটেরিয়া
আজ আমার দুই পাশ শুন্য
ছায়ারা , একদা ওরা ছিলো স্বর্ণপলাশ হয়ে
আজ দেখলেই জানালা দিয়ে ভ্যানিশ হয়ে যায়
ইমেল আই ডি বদলে ফেলে , পাছে আমি পত্রাঘাত করি
কুয়াশা তোমায় আচ্ছন্ন করেনি সুনয়না
তুমি এরকমই থেকো , নিজের চুমকি বসানো বটুয়া ভরার আছিলায়
ভাঙোনি কারো ঘর , প্রেমের বই ভরা বিশ্বাস ।
কাউকে যোগ বিয়োগ করোনি ।
আমি তোমার অনন্ত হাতে একসমুদ্র বরফ মালাই পান করবো
আর শাশ্বত মঠে যাবো , আমাকে নিয়ে যাবে ?
ডাকছে তোমায় , ভ্রমর কালো নির্বাসিতা !

আকরিক

কিস মি অনির্বান কিস মি
রক্তিম চেরি ঠোঁটে ---
আমার ভালোবাসার পারদ চড়ে চাঁদ উঠলে , নীল দিগন্তে
পূর্ণিমায় ।
নাহলে আমি তো অমানিশায়
শ্মশানঘাটে মড়ার পাশে ,
লাল এক খাবলা সিন্দুর হাতে
যোগিনী ---
অনির্বাণ
তুই তো বলিস , তুই খুউব ভালোবাসতে জানিস !
কিস মি অনির্বাণ কিস মি ---
ভালোবাসা মানে কি শুধু সংসার
প্রেমের বস্তা পচা কবিতা
নৌটঙ্কি , ইমোশন্সে আঁখি পল্লব ভেজানো ?
কিস মি অনির্বাণ কিস মি
আজ দেখ না চাঁদটা কত্তো বড়
অমাবস্যা নয় ,চাঁদ ডুবলে আমি তো প্রেতিনী ডাকিনী
আজ পুণম এসেছে , আমি অভিসারে যাবো তাই
দুই হাতে আমার রক্তিম জবা আর রক্ত করবী
জটাজুটো , ত্রিশূল , পায়ে তামার বেড়ি ----
এমন মেয়েকে ভালোবাসতে যদি নাই পারিস
তবে কিসের তোর প্রেমের কাব্য ?
কিস মি অনির্বাণ
কাম অন কিস মি ।

প্রজাবৎসল

সেইসব রাজাদের পায়ে কুঠার দিয়ে আঘাত করো
যারা প্রজাবৎসল নয়
নিজের প্রজার ঘরে আগুন লাগায়
নিজের দেশের মানুষের হিতার্থে নয়
অশুভ ভাবনায়
অলক্ষ্মী নারায়ণ শান্তিহরণহিতি প্রাসাদ থেকে
ছোড়ে ক্ষেপনাস্ত্র।
-biological weapon
তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়ে আসমান থেকে -প্রজন্ম গুলি ,
রাজা পালায় ,
পালায় দল বেঁধে।
চাঁদের হাটে , হট্টমালার দেশে।

রেডিয়েশান কিন্তু omni present
লুকাবে কোথা, তব রূপসী রাজমহিষী ?

আভিজাত্য

চাঁদের তো অনেক ঘরনী
প্রাণাধিক প্রিয় শুধু রোহিনী
নয় সে কৃত্তিকা বা ভরনী
যারা অন্য নক্ষত্রে করে বাস তারা বেশ শক্ত মনে মনে
রোহিনীতে যারা আসে এই দুনিয়ায়
তারা অভিজাত , সুচারু , উন্নাসিক ।
সর্বহারা অনাথ পানে চেয়ে তারা হাসে , করে তির্যক মন্তব্য

কেন রোহিনী নন্দন ?
আভিজাত্য শুধু বসনে ভূষণে ?
সুগন্ধা - সুনয়নী - সুবর্ণা ?

তবে মনটাও একটু অভিজাত হোক !

উপহার

আমাকে দু হাত ভরে শুধু পাপড়ি দিও
শিশির দিও
মধুরিমা দিও
উষ্ণতা দিও এক আঁজলা
আর পায়ে পায়ে হিম
তুলতুলে আলো
অশোক পলাশ রং
মেঘমল্লার রাগ , মালকোষের সুর , সোহিনীর তান
এগুলোই আজকাল লাগে বড় ভালো।
বড্ড নিউক্লিয়ার ও মাইক্রো চিপ জালে ফেঁসে গেছি !

ভ্রষ্ট

কবর থেকে যে উঠে এলো তাকে আমি চিনি
ওরা এইভাবেই উঠে আসে
তারপর এগিয়ে যায় , পায়ে পায়ে
রাজসভা , স্কুল , হাসপাতালের দিকে
ওখানে নানান অরাজকতা , এরা ভাবে
এই এরা যারা কবর থেকে উঠে এলো ।
হাতে নিয়ে এক একটি জ্বলন্ত নীল মশাল
তাতে কেবল কার্বন মনোক্সাইড আর সালফিউরিক অ্যাসিড
একের পর এক মানুষ পড়ে যাচ্ছে বিবর্ণ হয়ে আর কান্নার রোল ভেসে আসছে :
কবর ফুল দিয়ে এইভাবে আমাদের পিষো না , ভীষণ লাগছে !

প্রশ্ন

এক নিষাদ ও এক তীরন্দাজ
বসে বসে মারছে বাণ
সবার নিশানা করে লক্ষ্যভেদ
তুমি শুধু আবেগ কুড়াও
মনে করো তুমি অকেজো
ক্রমশ সব হারায় তোমার
রূপ রং মাধুর্য্য
তারপর এক মধুর সন্ধ্যায়
এসে দেখো দুনিয়াটাই নেই
হারিয়ে গেছে মানচিত্র থেকে-----
কেন বলো তো ?
লজিক নিশানা যুক্তি তর্ক সমাধান
আর তোমার আবেগ ভেজা জোছনা বুড়ো --দুনিয়া কাকে চায় ? কার লাগি আঁখি ঝুরে তার ?

প্রার্থনা

আমার চেতনায় আজ শুধু চাঁদের আলো ভরে দিও
আমার মনে রাজ্যের অন্ধকার
জীবনে যারা অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আসে
গুরুদোয়ারায় , তাদের হয়ে গ্রন্থিসাহেব
এক ফালি চাঁদ চেয়ো , তোমার গুরুসাহেবের কাছে
আমাকে আরো ২৫ বছর ছুটতে হবে
থামলেই চাবুকের আঘাত , নিঠুর সমাজের
বড় ক্লান্ত আমি , মুখে চোখে কাজলের কালি
দুই হাতে দগদগের ঘা , রক্ত
আমার যে কেউ নেই ,
আমি এক অভাগা অনাথ মেয়ে ,
আমাকে ছেড়ে চলে গেছে সবাই , শুধু রয়ে গেছে কলঙ্ক
চাঁদেও তো কলঙ্ক লাগে
তাই আমার চেতনার বাকিটায়
একফালি চাঁদ ভরে দিও ।
এখন বিষন্ন গোধূলি
সমুদ্রে লেগেছে লাল রং
ক্লান্ত সিগাল করছে কিচিমিচি
বালুচরে সোনালী মেয়ে একাকী চলে গৃহপানে
আমার আয়ু আরো ২৫ বছর আমি জানি
দিনগুলি কেটে যায় ঢেউ গুনে গুনে
শ্রান্ত পথিকের মতন আঁকড়ে ধরেছি এক একটি নৌকো
ওরা মাছ নিয়ে বা না নিয়ে ফেরে সৈকতে
আমি ওদেরই প্রতীক্ষায় রোজ এসে বালিতে পা ঘষি
জীবনে কোনদিন নূপুরের ধ্বনি শুনিনি
জেলে ডিঙির শব্দ শোনার অপেক্ষায় কেটে যাবে
আরো ২৫টা বছর জানি ---

মানুষ

আমি একটা মানুষ বানাবো
দক্ষিণী কেটে , পাঞ্জাবী রক্ত নিয়ে
বাঙালী মগজের কিছু অংশ
আর অ্যাফ্রিকান মন
জাপানি চামড়া
মিশরের দেশের কেশ
এইসব নিয়ে যদি মানুষটা বানাই
তার নাম দেবো - মহামানুষ।
তার মনটা হবে মহাকাশের মতন।
আর হাতে থাকবে ঐক্যের মুদ্রা।
সে বিভেদ দেখে ভয় পাবে , রক্ত দেখলে পিছিয়ে যাবে
এমন মানুষ কি কেউ দেখেছো ? মঙ্গলে বা চাঁদে ??
তোমার তো বিশ্ব ঘোরো ,
রকেটে চড়ে ,
নক্ষত্র গ্রহ ফেরি করো , জমি কেনো
ওখানে শিল্প গড়ো
এমন মানুষ কি কেউ দেখেছো ? কোথাও কখনো ??

কবিরা এখন

ঝাঁ চকচকে শপিং মল , কফিশপ
বুগাটি , ল্যাম্বর্গিনি , বুইক
নগর মেলেছে ডানা যান্ত্রিক তৎপরতায়
মখমলের ঘাস, মর্মর মূর্তি , শো পিস ,
এখানে ওখানে ছায়া ফেলে আসমান ভেদ করে চলা জেট সেট ফূর্তি ।

তিয়াসা রিমঝিম রাইকিশোরী সেঁজুতি
হিল্লোল ও কল্লোলে মাতে
হীরের দ্যুতি , ঘ্রাণে আরমানি ডিয়র ।
মধু ঝরিয়ে ঝরিয়ে ক্লান্ত নকল প্রজাপতি ।

এই জলহাওয়ায় কবিরা বাঁচেনা । তাদের নাভিশ্বাস ওঠে । নব নব
কোরকের টুঁটি টিপে ধরে রৌদ্র উজ্জ্বল আধুনিক প্রেমপ্রীতি ।
এখানে সংবেদশীল মানুষ মৃত ।
নগর কাবু বিষ বাতাসে ।
কবিতা হয়ে গেছে প্রাগৈতিহাসিক এক কাছিম ।

সবাই ভালো আছে । খুব ভালো আছে । কফির কাপ ও মোবাইল হাতে
সবাই রসেবশে ---
তবুও কবিরা নেই বলে
এই বসন্তে ও ফাগুনে ও হোলিতে ও প্রেমেতে
বেমালুম উধাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো নেহাতই ফালতু ঘাসফুল
আর তারই সাথে সন্ধি করে রং চং - এ নক্সাকাটা টিপ পোকারাও ।

স্পার্ক

কারাগারের আড়ালে যে ছেলেটি বসে ও
কানপুর আই আই টির গ্রাজুয়েট।
উগ্রপন্থার জন্য যে কাল ধরা পড়েছে সে কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট।
লাল লাল সোঁদা শাল পিয়ালের বন থেকে মুঠো মুঠো সোনালী আলো কুড়িয়ে
যদি টেবিলে রাখতে পারতাম --- বললো পরমব্রত। ও কাল ধরা পড়েছে চুরির দায়ে।
পড়তো সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে, কমার্স। ভর্তি হওয়া সহজ নয়।
গোয়েংকা কলেজে পড়তো আলকা ঝুনঝুনওয়ালা। মারোয়ার প্রদেশের হলেও মাথা বেশ পরিষ্কার। ব্রিলিয়্যান্ট। সি -এ তে অল ইন্ডিয়ায় ফার্স্ট। ওকে জালিয়াতির জন্যে জেলে নিয়ে গেছে। কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে দুনম্বরী করেছিলো। প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট এ হেভি লস।
সোহম যার নাম সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছিল আর পাঁচজনের মতন কিন্তু ঘরে ঢোকে আর্শি দিয়ে। তাই আজ সমাজে ও ব্রাত্য। আই আই এম আহমেদাবাদে ঢোকা তো সহজ নয় কিন্তু বড় বড় ভাইস প্রেসিডেন্ট এর সামনে যেতে ভয় লাগতো। শেষে নিলো অন্য রাস্তা। বিজনেসেই হল, তবে অন্য ব্যবসা। পিম্প। মেয়েদের দালালি। হাই সোসাইটি প্রসের দালালি। আজ সে কেটামিন, কোকেন ও ডাগার দাস। ওগুলো ছাড়া চোখের পাতা এক হয় না।
মধ্যবিত্ত বাবা মা অনেক স্বপ্ন নিয়ে ছেলেকে আই আই এম আহমেদাবাদে! ব্যাঙ্কের প্রচুর লোন, সর্বসান্ত বিজ্ঞানী বাবা ----ছেলের এই পরিণতি!
আজ সবাই অন্ধগলির বাসিন্দা। যুগটাই যে এমন। অসত্য ফেরি করে। ফেরিওয়ালার নাম ভ্রষ্ট, কালনাগিনী, মিথ্যাচার।
অথচ একদিন এরা সবাই ছিলো ঐশ্বরিক। এক একটি বোধিসত্ত্ব। ওদের হাতের জলে শুদ্ধ হত মেদিনী। ওদের শিশিরে স্নান করতো প্রথম আলো, মেখে নিতো নিষ্পাপ আতর -রাতের করবী, প্রস্ফুটিত হত আরেকটি ভোরের জন্য। গঙ্গার চেয়েও পুণ্যতোয়া নর্মদা, অবগাহন করতো এই

ধরিত্রীপুত্রদের কোলে। সবারই মধ্যে ছিলো শত শত স্ফুলিঙ্গ। নির্ভেজাল বাংলায় যাকে বলা যায় :

স্পার্ক স্পার্ক স্পার্ক = = = =

একটি দলছুট কবিতা

শান্তি কোথায়? শান্তি ও শান্তি তুমি কোথায় ??
সমুদ্রনীলে যদি গোলাপী হাতি খুঁজি অথবা নীল আপেল কিংবা সোনালী চেরিগুচ্ছ।
ইচ্ছে শক্তির সুড়ঙ্গ ধরে সোজা
মরক্কো গেলাম , মরক্কান আরবী ভাষায় সেদেশের মানুষ জানালো আকাশ ভেঙে বৃষ্টি আর মরুভূমিতে হবেনা। ক্যাকটাস বা ফণিমনসা যাই বলো
নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে। সুলতান কাঁদছেন। বলছেন -শান্তি নেই কোথাও। গেলাম অন্যদিকে , মোনাকো। তিনদিকে সৃষ্টিশীল ফ্রান্স। যারা মেট্রিক সিস্টেম আবিষ্কারের দাবি করে ও বলে -এনেছে অঙ্কে অনেক সুবিধা এই সিস্টেম।
সেই ফ্রান্সে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ছুঁলাম মোনাকো। সেখানে মানুষ কাঁদছে।
কারো এইডস্ হয়েছে , কারো হাত পা গেছে নিউক্লিয়ার বোমায় কেউবা লম্বা হতে হতে মাথায় চোট পেয়ে আজব কোনো ক্যানসারের শিকার। মানুষ ভালো নেই কোথায়। অশান্তির বীজ ছড়ানো ধরিত্রীতে শুধু জেগে আছে কটি মুখ। বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে আসছে দখিনা বাতাস।
বড় বড় মানুষেরা যারা সমাজ রক্ষক তারাই ছড়াচ্ছেন উগ্রহানার বীজ আর নাম হচ্ছে আল ফায়দা , জঙ্কর -ই -তৈবার। এইসব নিষিদ্ধ কথা বলতে নেই। তোমরা লেখক/কবিরা তুলির আগায় সেন্সার বসাও। নাহলে তসলিমার মতন এইদেশ থেকে ঐদেশে প্রাণ হাতে নিয়ে ----- বেচারি তসলিমা।

কোন বইতে কোন ভালো ভালো কথা পড়ে এসে উগড়াতে গিয়ে হল মুন্ডুচ্ছেদ।

হজরত মহম্মদ শান্তির দূত। উনি কাউকে মারেন না। যীশু মরেন, মারেন না।

মারে কারা? চেলারা। তোমায় মারবে কারা? ধনীর চেলারা। মগজ ধোলাইয়ের অপরাধে।

মোনাকো তে এরকমই শুনলাম। বললেন এক যাযাবর। ভূপর্যটক। বললেন : বিজ্ঞান অজ্ঞান। সব ধ্বংসের দিকে। সভ্যতা এইভাবেই ভাঙে ও গড়ে।

মানুষের থেকেও বুদ্ধিমান এক প্রজাতিকে আধুনিক মানুষ মেরে ফেলেছে। ওরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিলনা বলে। সবার আগে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও। তবেই পাবে শান্তি। কারণ শান্তি আজকের পৃথিবীর বিপরীত রেখা ধরে ধ্রুপদী নাচ নাচে। পথচারী মানুষরাও বোদ্ধা। বাস্তুঘুঘুর চেয়ে কম চতুর নয়।

বিস্ফোরন হল। বাস্তু ঘুঘু মৃত। হাতে আবার সেই রাশ রাশ অশান্তির বীজ
।

এবার সমস্ত বীজগুলিকে পিষে ফেলে মানুষবীজ সঙ্ঘবদ্ধ করি।
আমি নিরাশাবাদী নই – ছুটে চলি দিগন্তে , শান্তির প্যারামিটার খোঁজার আশায়।

The poet is seriously in search of peace .
Do you have some peace ? Please SMS it to the poet….

ওখানে মানুষ আছে

শুধু শব্দে আমাকে বেঁধো না,
আমার সীমা নেই , সৃষ্টির পরিধি অসীম ,
আছে অনুভূতি , কান্না , আলো---শব্দে ধরা মুস্কিল ।
দেখোনা , লিখছি ওখানে মানুষ আছে ---
এ শুধু কথার কথা ।
মানুষের গায়ের গন্ধ কৈ ?
কোথায় মানুষ আছে ? বলো কোথায় মানুষ আছে ?
আছে বস্তিতে , পাগলাগারদে , ইটভাটায় , রিফিউজি ক্যাম্পে , যুদ্ধবন্দীদের জন্য আলাদা করে রাখা শিবিরে , মানিকতলার ফুটপাথে , গড়িয়ার পতিতালয় ।
আছে কাগজ কুড়ানি , ঘুঁটে কুড়ানি মঙ্গলো , কাননের মায়ের ডেরায় ।
ওদেরও ব্যাথা লাগে , ওরাও কাঁদে , দু:খ পায়
এগুলো ওদের বেশি বেশি হয় , আনন্দ , হাসি কম কম ধরা দেয় ।
বেশি কম -কম বেশি নিয়েই ওরা বেঁচে থাকে
মাঝে মাঝে ভাগ্যের রোড রোলার আর আধপেটা খাবারের চোঁয়া ঢেঁকুর
বড়লোকের অভিজাত লাইফস্টাইলের ঢেউয়ে পদপিষ্ট দলে দলে যেখানে

ওখানেও মানুষ আছে ।

যুদ্ধ

সেনা ছাউনির একটু দূরে
গরম চায়ের কাপ হাতে আমি , সফেদ বরফে ঢাকা অন্নপূর্ণার শৃঙ্গ ।
এক এক করে এলো পদস্থ অফিসারেরা , সবার আঙুল একই দিকে ---
মন্ত্রীমশাই , ষড়যন্ত্রী মশাই ।
বললেন : আমাদের ডানা কেটে ছোট করে নিজেদের আখেড় গোছাবে ।
এত যে প্রাণপণ লড়ি , দু একটি বীর চক্র দিয়ে নিজেরা লোটে মধু
আমাদের ভাগে পদ্ম কোরকের সর্প ছোবল ।
এসেছিলাম দুচোখে নিয়ে অনেক স্বপ্ন । দেশের মঙ্গলে হবে, রক্ষা হবে
মানবতার
এসে দেখি পুরোটাই ফাঁকি ! সেনা ছাউনিতে বিক্ষোভ ।
কাশ্মীরে শিশুদের হাতে ক্যালাশনিকভ , ওরা ডাঙ্গুলি খেলে ঐ বন্দুক দিয়ে
।
সেনা ছাউনি থেকে চুরি গিয়েছিলো মাসাধিককাল আগে -সন্দেহ ভাজন
সোহেল নামে এক জিহাদী !
সে ভাঙে কাশ্মীর । ক্ষীর ভবানীর মন্দির । বাচ্চারা বোমা ফাটায় , সেনা
বাহিনীর অফিসারের বদলি হয় !
এইসব নিয়েই বেঁচে আছি ২০১২ তে , বললো ক্যাপ্টেন নিমো !
নাহ্ সে নটিলাসের নয় , কাশ্মীর নামক **sub marine** এর নাবিক ।
সেনাবাহিনীতে বহুদিন , মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে স্বর্ণ পদক ।
আজ পাহাড়ের ধ্বস হওয়া পথে দম আলু ফেরি করে , চিনার বাগের পাশে
,
অপরাধ ? সেনাবাহিনীর অফিসার বলে ঘুষ নিতে হয়নি মতি ,
আর হলনা পদস্খলন বলে হল পদ অবনতি ।

নীল বুড়িটা

মাইশোরে, পথের ধারে
নীল বুড়িটা ফেরি করে
স্বপ্ন অনেক –
দিনকাটে তার ভিক্ষা করে
তবুও বিলায় অঢেল।
নীল বুড়ির অনেক ছানাপোনা
কেউই তো আপন না !
সবই কুড়িয়ে পাওয়া।
সবার আসল নামই অজানা।
দিনের কিছু সময় কাটে হাসপাতালে
সেবা বিলায় নিরন্নে -- মা বলে তারা ডেকে ওঠে
ভিজিটিং শেষে , সন্ধ্যা লগনে।
তাদের যে কেউ নেই তারা ভুলে গেছে , কেউ নেই তো কি নীল বুড়ি তো আছে
এইরকম ভিক্ষুক আরো জনা কতক , সারাতে পারে সমাজের দুষিত ক্ষত ।
নীল বুড়িরা আছে , নীল বুড়িরা থাকবে ----- আলোর পেখম মেলে অনাথদের ডাকবে
ক্ষুধার্ত মানুষের নুন পান্তার ওপরে চেপে বসে ওহে মুকেশ আম্বানি !
তোমার ক্ষীরের প্রাসাদ বানাতে লজ্জা করেনা ?
তুমি হয়ত পান্না চুনীর মালিক , তবুও নীল বুড়ি হতে পারোনি ! পারোনি ! তাই তোমার সঙ্গে খেলবো না যাও ! খেলবো না যাও ! আড়ি , আড়ি -- – আড়ি আড়ি ! মুকেশ , দেখো তুমি পান্না চুনী আর ও ভিখারিনী , তবুও তুমি কিছুতেই নীল বুড়ি হতে পারলে না , পারলে না গো – সোনার চামচ মুখে করে বড় হয়েও পারোনি , পারোনি !! কোটি টাকা খোলামকুচি ??

আইসক্রিম হাতে

উত্তরপূর্ব ভারতের সরল মানুষেরা একাধিক স্ত্রী নিয়ে খুশি
শ-খানেক বধূ ও আরো বেশি ছেলেমেয়ে ,একচালের নিচে
ওরা কত সুখে আছে , গ্রেট ম্যানেজার বাড়ির মালিক -
বলেন কলকাতাবাসী সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার বাণীব্রত ।
বাণীই যার ব্রত সে কিনে দিলো এক কাপ আইসক্রীম ।
বিদায়বেলায় , আমাকে , চৌরাস্তার মোড়ে ।

আইসক্রীম হাতে নিয়ে আমি দেশ দেশান্তর ---
দেখি প্রতিটি দেশেই মানুষ শক্তের ভক্ত নরমের যম ।
নাস্তানুবুদ শিশুশ্রমিক মালিকের হাতে
মধ্যপ্রেদেশের গ্রামে বালবিধবা লুণ্ঠিত চাঁদ , স্নিগ্ধপ্রাতে ।
কোনো এক অজানা শহরে নিহত কমলজিৎ
অপরাধ , ভালোবেসেছিলো দলিত মেয়েকে ।
ডুয়ার্সে বিকেলের ফুল নেপালী মেয়ে
বাবুরা নেবে লুটে কলকাতা থেকে ধেয়ে ।

আইসক্রীম হাতে ঘুরি মহাদেশ
আদিম মানুষ ফেরি করে চাঁদ, বাস্তুজমিতে
একধারে শপিং মল ও ঝাঁ চকচকে হোটেল
ওদের ঘরবাড়ি ছিল একদিন
প্রথমে কথা ছিলো মানুষ চালাবে শিল্প
আজ শিল্প মানুষকে চালায় ।
আদিম মানুষেরা গৃহহারা তাই ----
বাস্তুহারা কৃষক করে ছিনতাই
সহস্র স্টাইলিশ ব্যাগ ফসল
কংক্রীট ক্ষেত থেকে ।
আইসক্রীম হাতে মুদুমালাই জঙ্গলে

সেখানেও একই গল্প ,
ফরেস্ট অফিসে বসে বাঘ ভাল্লুক কম্পিউটারে ভিডিও গেম খেলে
রেঞ্জার বন্যপশু শিকারে ব্যস্ত , ধারালো নখ ও থাবা তার
আন্দামানে সরল জারোয়াকে নগ্ন করে উত্তাল নাচায় অভিজাত বাবুরা
আইসক্রীম গলে যায় রাজস্থানে
ছোট ছোট ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে দুষ্টুলোক কেমন চরবৃত্তিতে লাগাচ্ছে দেখো ! ওরা পড়তে চায় । মানুষ হতে চায় । কিন্তু হতে দিচ্ছে কে ? এককাপ আইসক্রীমের শীতলতা ওদের জন্য নয় কারণ এতক্ষণে বরফ মালাই গলে জল !

মানুষ আসলে জন্তু তাই তো এত র‍্যাডার , তৃতীয় নয়ন , সেনাবাহিনী -- মানুষে মানুষে খেয়োখেয়ি, সুযোগ পেলেই সভ্যতার আড়ালে বন বনান্ত বেরিয়ে পড়ে আদিম নখ দন্ত ।।

প্রাচীর

ধাক্কা লেগে ঢেউ, পদতলে ভেঙে যায়
সুউচ্চ প্রাচীর তবুও ধূলোবালি এসে যায়।
আসে বিষ বাতাস ,
কনফিউশান , হ্যালুসিনেশান।
ভেঙে গেছে বার্লিনের দেওয়াল।
ভাঙেনি চীনের প্রাচীর। ভাঙেনি আমার প্রাচীর। ভাঙবেও না। কোনোদিন
।
মহামানব দেখেও আড়াল রাখি , যখন মুখোশ খুলে জোছনায় স্নান
করেন
আমি ধুয়ে নিই রূপার খড়্গ।
নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলি , মহামানবের সাথে।
অমৃতের সন্তান – নিশ্চিত জেনেও কুয়াশা থাকে আমার সঙ্গী হয়ে।
কুহেলি আমি , এই ঘোর কলিতে।

হরিণ কথন

হিউয়েন সাঙ , ফা -হিয়েনের সঙ্গে দেখা হল , নালন্দার ধারে ,
পূর্ণ চন্দ্রের রাতে । মাধবী ছন্দে ভরে ওঠে চরাচর ।
ওঁরা স্বীকার করলেন , সেই যুগেও হরিণ শিকার হত ।
নিষ্ঠুর তীর বিঁধে যেতো হরিণের দেহে ।
ধূলায় লুটায় হরিণ , চিরহরিৎ মৃগনয়নী ।
আজকাল আমার বাড়ির পাশের হরিণ গুলো , শহুরে ভাষায় কোঁকায় ।
তীর বিঁধেছে ওদের দেহেও । বিঁধছে প্রতিনিয়ত ।
রাজনৈতিক, পারিবারিক কিংবা অর্বাচীন ।

গ্রাস

মুখ খুললেই খেয়ে নিচ্ছো পুরো পৃথিবী
গ্রাসে তোমার সাতরঙা বিচ্ছুরণ
আমি খালি ঘাস পাতা খেয়ে চলি ,
নেই অস্বচ্ছ প্রতিফলন ।
মুখ খুললেই কালাহারি কিংবা সাহারা
নদ নদীর বালাই নেই
আমার গ্রাসে শুধুই মাঠ ঘাট ,
তোমার সঙ্গে পারবো কৈ ?
তবুও তুমি স্বয়ংসিদ্ধা ,
পড়ে থাকি এক কোণায়
রস কষ সব শুষে নিলে , বে-আব্রু দিনগোনায় ।

ওরা কাজ করে

ঐ ওরা , মার্গারিটা , অ্যানা , ভায়োলেট
ওরা কাজ করে
ঝরিয়ে ঘাম , না কুড়িয়ে নাম
একমনে কাজ করে।
আমার বাড়ি ঝাড় পোছ ,
বাগানের গোছ গাছ
ল্যাভেন্ডার , ইংলিশ ফ্লাওয়ার কাটাছাঁটা
কিচেন সাফ , উনুন মোছা
আমি অনুসন্ধানী , চরিত্র খুঁজি -- গাঢ় কফি- আলু বেকড্ ,
কাজের লোকের সঙ্গে -ইন্তেলেকচুয়াল আড্ডা , কাফকা , সালভাডোর
ডালি , আলতামিরার বাইসন !
ওরা কত জানে , তবু ওরা কাজ করে !
নিঝুম দুপুরে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসে নির্মল হাওয়ায় চড়ে।
বার্চ বনে ঘুঘু ডাকে।
আর এরা কাজ করে
চলে যাবার সময় বিছিয়ে দেয় আরাম কেদারা
রিনরিনিয়ে ওঠে : এখন রিল্যাক্স করো -----
তোমার সময় অফুরান ,
আমরা তো কেজো মানুষ ! এই যাবো - কোম্পানীর ব্যালেন্স শিট , প্রফিট
অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট , ট্যাক্স ফাইল দেখবো।
দিয়ে গেলো সুদৃশ্য কার্ড ---ওরা সবাই সার্টিফায়েড পাবলিক (চার্টার্ড)
অ্যাকাউন্টেন্ট।
ওরা কাজ করে----------!

পিঁপড়ের দল

পিঁপড়েরা কর্মঠ তবুও দলবাজি করেনা , পড়েছিলাম এক কবিতায় ।
--বাঁদর পিঁপড়ে মারছে , টিপে টিপে , জঙ্গলে বসে বসে,
রাস্তায় পিঁপড়ে মারছে ট্র্যাফিক পুলিশ , পা দিয়ে ঘষে ঘষে ।
অফিসে পিঁপড়ে নিধন যজ্ঞ চলেছে অহর্নিশি
কোম্পানির সি-ই-ও পিঁপড়ে ধরে আর খায় , গপাগপ ।
-- আমিও পিঁপড়ে মারছি সোনাঝুরির বনে
রীতিমতন পিষে পিষে , নির্মমভাবে
হাতি পিঁপড়ে মারছে , জলহস্তী ওদের ঘাড় মটকে দিলো
তবুও ওরা সার বেঁধে চলে , একনাগাড়ে ----সারা বিশ্বে আজ শুধু
পিপীলিকার দল ----এবার ভিনগ্রহ থেকে ই-টির দল এসে পিঁপড়ে
মারছে , ধাতব কায়দায়, টুংটাং করে ।

একটু জায়গা দিও

একটু জায়গা দিও কালা সলমাকে
ল্যাংড়া বীণাকে
বিকলাঙ্গ সোমাকে ।

একটু জায়গা দিও ফেলুয়া নন্টুকে
চোর ঝন্টুকে । একটু জায়গা দিও ,
দিও সমাজপতিরা ,

ওরা শুধু চায় এক চিলতে সবুজ গালিচা মোড়া
বাগান- যেখানে গোলাপের চাষ হয়
অথবা একমুঠো অত্যাধুনিক নগর ,
যেখানে বিরাজমান মোবাইল কানেকশান ।

দিও তোমরা , সভ্য নাগরিকেরা
এই জায়গাটুকু আইসক্রীম মাখা নরম কেক -ভবিষ্যতের মোম
আলো ---
----------আত্মশুদ্ধির বাগিচা ,
ঘুচবে আঁধার, কাজল কালো ।

পরিধি

যত বয়স বাড়ে পরিধি ছোট হয়
ছোট হতে হতে ছুঁয়ে ফেলে কেন্দ্র ,
কেন্দ্র , আমার সত্তা ।
আমিও শীর্ণ হই , একা হই ।
আমার দিবারাত্রির কাব্য -চেনা ছকের যাযাবর ।
পরিধি ছোট ,পরিযায়ী হই, অরণ্যের নিঝুম হাতছানি উপেক্ষা করিনা
আজ আমি কেন্দ্র হীন , বল্গাহীন ।
অন্তবিহীন নীল আকাশে ডানা ঝাপটাই
উড়তে উড়তে একদিন দিকচক্রবালে
দিনশেষের রাঙা মুকুলের মতন অস্ত যাই ।
মানব জমিনের ইতিহাস ঘুরে চলে একই চক্র বরাবর
পরিধি বিয়োজনের চিরন্তন শঙ্কায় ।।

ছায়া

ছায়ারা আমাকে তাড়া করে ,
আমার ছায়া আমার থেকেও লম্বা !
আমি দার্শনিকের ছায়ায় বাঁচি । কাফকার ছায়ার হাতলম্বা ।
ধরে ফেলে আমায় যখন জয়পুরের গোলাপী রাজপ্রাসাদে
মেখলা পরে গর্বা নাচি ।
এত ছায়া তবুও শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়ার অভাবে
হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ । গাছ নেই , সবুজ নেই , ছায়া নেই , বাতাস নেই ---
নেই নেই নেই নেই ---
শত শত মহামানবের ছায়া কিংবা আমার লঘু কায়ার ছায়া
বাজায় অশান্ত , অস্নাত বাঁশি
জীবন মরুতে
------ অশ্রু ঝরে অবিরল - **মরমিয়া** ।

নীল , ঘন নীল

সে এক অপরূপ দেশ -সেখানে এক অট্টালিকা
ঘন সবুজ গাছের ছায়ায় -পথঘাট সব ঢাকা।
সুসান দিলো আঙুরের রস , পেজ দিলো আম
জেসন দিলো প্রজাপতির পাখনা --শেন , বেগুনি জাম।
তারপরে কত গল্প হল -হল কত হাসাহাসি , সাঁঝের বেলায় উঠলো চাঁদ
বললাম : এবার আসি !
ফেরার মুখে হাতটা ধরে বললেন সে দেশের রাণী ,
এরা কেউ মহান নয় , এরা সবাই পাগলিনী !
কেউ ভয় পায় মানুষ জন , কারো হয়েছে বিষাদ রোগ
কেউ সারাদিন ধুচ্ছে হাত , কেউ ভয় পায় সুখ ভোগ।
পরীর দেশের মেয়ে আমি , দোলে ওদের হিয়া ---
অসুখের মাঝে জ্বলে ওঠে সহস্র ডিজাইনার দিয়া।
অবাক চোখে চেয়ে আমি মহারাণীর পানে
কী করে হল এ সম্ভব ? কে ভরালো বদ্ধ দুনিয়া , গানে গানে ??
কী করে হল মন শান্ত ওদের , কে ছোঁয়ালো জাদুস্টিক ?------

----------এক গাল হেসে বলে ওঠেন রাজ মহিষী --
ইলেকট্রন , প্রোটন , নিউট্রনের ট্রন ট্রন ট্রন
যার পোষাকি নাম : ড্রাগস্ সাইকো সোমাটিক।

সমাজ

তোমার সমাজ , আমার সমাজ
নপুংসক সমাজ , সমকামী সমাজ
শুননে মাথায় পড়ে বাজ ।
শিক্ষিত মানুষ গড়ে সমাজ , ভাঙে জিনিয়াস
গরীব দু:খীকে ঠেলে পাঠাও তোমরা খাইবার পাস ।
নেই তো ওদের কাঁটা চামচ , তাই ওরা অসভ্য
তোমরা সবাই বাবুমশাই , তোমরাই কালচার্ড , ভব্য ।
পথে নামলে সবাই চেতনা , নেই তো স্বজন পোষণ
পথে নামলে সবাই মানুষ , ঠ্যালা মারে দূষণ ।
বিপদে পড়লে সমাজপতি , খোঁজেন কেবল মানুষ
পাননা তিনি একটিও , আশেপাশে সব ফানুস ।
লাঙল, কোদাল ঝুড়ি নিয়ে উঠে আসে রক্ত মাংস
মানুষ শুধুই প্রয়োজন , নেই কূল জাত বংশ ।
মানুষ আছে , মানুষ ছিলো , মানুষেই ভরা দুনিয়া
শুধু একমুঠো সম্মান দিলেই করেনা জারি কেউ ফতেয়া ।
শুধু একটু ভালোবাসা আর বোনাস হিসেবে প্রীতি
সেটুকু পেলেই সবাই খুশি , থাকুক যতই রীতিনীতি ।

একটি করবী ফুল

চেনা মানুষ নেই অচেনা-রাই আপন এখন
আবছা মাধবী রাত , দূরে মায়াবী চাঁদ , শীতল বাতাস -
একটি নি:সঙ্গ গাছ , সঙ্গী আমার ----- আর যোজন গন্ধা একটি
করবী ফুল।
আলতো খোঁপা , কবরীতে হলুদ গ্যাঁদা ফুল , বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ
এনে দিলো বেগুনি , মটরের ঘুগনি আর এক ভাড় চা , উষ্ণ।
---উষ্ণ উষ্ণ উষ্ণ ------
উষ্ণ একটি মনের সন্ধান পেলাম সহস্র বরষ পরে
আমি মন পিয়াসী , আমি ছন্দবিলাসী।
পাখির নীড়ের মতন চোখ আর ঐ কালো বরণ ,
অপার্থিব শান্তি আনে --- তুচ্ছ চিন্তন, তুচ্ছ মনন ----পেলাম অরূপ
রতন মন।
আজকের দিনে বড় প্রয়োজন -
----------খোলস আছে মন নেই , ঝিনুক আছে মুক্তো
কৈ ??
প্রজ্ঞার ভারে নুয়ে পড়া দুনিয়ায়--পান্ডিত্যের জখম , বড্ড ব্যাথা দেয় ---
-
প্রাণ উচাটন , শরীরের পচন করে-টন টন টন। সহস্র বরষ পরে
মমতার পরশে জুড়ায় - অমিত্রাক্ষর দু নয়ন।

অসুখ গুলো

আমার গ্রহ নক্ষত্র দূর্বল তাই নাম হবেনা
এই অদ্ভুত কথাটা শুনে অবাক হলেও
তোমার মুখের ওপরে কিছু বলিনি সেদিন
কারণ তুমি হঠাৎ ঈশ্বর হতে চেয়েছিলে !
চেয়েছিলে জারজের মায়ের একাকীত্বের মূহুর্তগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে
মহান হতে। নিষ্পাপ হতে।
পারোনি, পারোনি কারণ আমি তোমার অসুখগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেই
খসে পড়লো এক এক করে সমস্ত বল্কল।
হয়ে উঠলে চরম পৈশাচিক
হিটলার , স্টালিন কিংবা নরখাদক কোনো মানুষরূপী জন্তু --
হঠাৎ ঈশ্বর হতে চাওয়া তোমার অসুখগুলো কিন্তু বহু চর্চিত ও জ্ঞাত ,
-লোভ, কাম ,ঈর্ষা ,ক্রোধ ও বালখিল্যপনার তন্তু।

সমুদ্র মন্থন

সমুদ্রের নীল আভা ছাড়িয়ে ভেসে আসে অচেনা মাছ ,
শ্বেত কপোত ও সিগাল পাখির ঝাঁক । আমার মিলিয়ন ডলার বাড়ির আঙিনায় ।
কে যেন সাগর ছেঁচে দিলো ।
সমুদ্র মন্থন কালে শুনলাম মধ্যমেধাও আজকাল শিরোপা পায় ।
শেরপা মধ্যমেধা , ডুবুরী মধ্যমেধা , কুলি মজুর মেথর সবাই মধ্যমেধা ।
মেধাবীরা কেবল কলম পেশে - বড্ড একপেশে , হেঁকে যায় পিঠে ঝুলি নিয়ে সেই বুড়ো যার দাড়িতে জং পড়ে গেছে ।
মেধাবীদের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলতে খেলতে দেশ ছাড়লাম ।
এখন আছি এক আজব দেশে , সমুদ্রের পাড়ে ---
এখানে সার্ফিং হয় । উইন্ড সার্ফিং ।
আর মাঝে মাঝে সমুদ্র মন্থন ।
তোমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ,
মন্থন করে সেই সমস্ত একঘেয়ে মধ্যমেধারা ,
আমার দুনিয়ায় যারা অপূর্ব , অদ্ভুত, আশ্চর্য সুন্দর- এক একটি মানুষ ।

ময়না ও ঘাসপোকার কথা

আমার পাশের বাড়ি একটি রাজপ্রাসাদ। দৃষ্টিনন্দন বাগিচা , ছিমছাম। সেই বাগান ছেড়ে একটি ময়না এসে বসে আমার জীর্ণ বাগানে। শুধালে বলে :

রাজাদের ভালোলাগেনা , ওরা ময়নাদের সঙ্গে মেশে না ফেশে না------ শীতঘুম সেরে উঠে সতেজ ঘাসপোকা ধেয়ে যায় চড়াই পাখির দিকে , পাশে বসে অবিনশ্বর ময়না -----শুধালে বলে : ময়নাদের ভালোলাগে না , ওরা ঘাসপোকাদের সঙ্গে মেশে না , ফেশেনা ----------!!

বাঘ

একটি বাঘ পুষেছো হে নাথ !
বাঘটিকে ছেড়ে দাও হেথায় সেথায় , বাঘ মারে বুনো মোষ নয় কচি শিশু ও খায় হাড় মাংস নয় নিষ্পাপ ফুল ।
এমনই একটি বাঘের কবলে একদিন তুমি --- পোষা বাঘ বার করে আনে হৃদপিন্ড তোমার , খুবলে নেয় চোখ নাক মুখ ?
আর বাঘ পুষবে হে নাথ ??

ডাক্তার

ডাক্তার- তোমার মুখটা কেমন কঙ্কালের মত
ডাক্তার- তোমার হাতের শিরায় জ্বলন্ত অঙ্গার
-আঙুলে বিষাক্ত ছুরিকা
ফালাফালা করে দাও শরীরের আছে যত অর্গ্যান ------
ফিরি গৃহে কিডনিহীন , ফুসফুসবিহীন , উত্তাপহীন
ডাক্তার ও ডাক্তার ----- তোমার হাসপাতাল নামক জতুগৃহ কী
আসলে মর্গের পারাবার ?
ও ডাক্তার ! বলি ও ডাক্ট ছিন্নভিন্ন করা-তার ।

খুশি হই

আজ জীবন সায়াহ্নে এসে দেখি
সবার খুশির শরিক হলেই সুখি বেশ -
তাই বুঝি সানিয়া মির্জা আমার বোন , নোবেল পাওয়া পাশের বাড়ির নাসির চাচার ছেলে আমার ভাই আর প্রতিটি সফল মানুষ আমার আত্মার আত্মীয়।
আমি খুশি হই ভীষণ , নেই গোপন হার্ট অ্যাটাক কিংবা স্ট্রোক কিংবা ---
-
কোনো কিংবা নেই আছে শুধু হাসি গান আমার ভুবনে , খুশি হতে হতে ছুঁয়ে ফেলি নীল আকাশ আর সহস্র উজ্জ্বল নক্ষত্র। খুশি হই ভাটিয়ালি গানের সুরে গায়ক হোক না অরি রূপী মানুষের সংরাগ ---- সাফল্যে খুশি বলেই আমার অসুখ বিয়োজন ------ !! পাঁজরে বিঁধে নেই একটিও বিষাক্ত তীর।

পোড়া মেঘ

তোমার পাদুটি তে আগুন , ভীষণ আগুন----
লজ্জা পেল আগুন রঙা পলাশ , তন্দুর চুল্হা , ফায়ারপ্লেসের অগ্নি সংযোজন !
এত আগুন কেন রশিদ মিঁয়া ? কেন কেন কেন ?
তোমায় বুঝি কেউ প্রেম পালক বুলায় না ? আদর করে না ?

এসো না দুদন্ড কাছে বসিয়ে তোমার পা সেঁকে নিই এক রাত হিম দিয়ে --
-পদযুগলে বরফ কুচি ঘষতে ঘষতেই হয়ে ওঠ আলোর পাখি !
ফিনিক্স পাখি একটি আমার , আগুনকে করে তুলবে না মোম আলো ??
কাটবে বেলা কেবল মেঘ পুড়িয়ে ??
রশিদ মিঁয়া ও রশিদ মিঁয়া - বলি ও ----!

কথার খেলা

এক সেকেন্ডে ভেঙে দিলে সহস্র বছর ধরে গড়া ইমারৎ !
শুধু একটু কথার খেলায় সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ ।
কথা মানে কি কিছু শব্দ নয় ?
কেন কথা নিয়ে এত কাটাকাটি , মারামারি ?
অক্ষর বইতো নয় !
আড়ালে যে এতদিনের সুক্ষ্ম অনুভূতিগুলো
তার নেই কোনো দাম ?
এক মুহূর্তেই হয়ে গেলো মরুঝড়ে বিলীন
আমাদের সহস্র বছরের ইমারৎ
এইভাবেই বুঝি ভেঙে পড়ে এক একটি শীর্ণ ব্রিজ
এইভাবেই বুঝি ধূলিসাৎ হয় নালন্দা কিংবা
হারুন অল রশিদের জন্নৎ !

তনহাই

ঘোর অমাবস্যার নগ্ন চাঁদ ও গাঢ় আঁধার জন্ম দিলো একটি শব্দের-
তানহাই ------আর অজস্র মুখ। মুখগুলো নেগেটিভ দিকে।
মুখের আদল অসুখে ভরা। মুখের নাম বিষাদ। মুখের নাম আবডাল অথবা ঝরাপাতা।
ভালোলাগে একাকীত্বের করুণ সুর। পাখিদের গান বড় সুখ শায়েরি কিংবা
সুয়োরাণীর উচ্চাঙ্গের কবিতা।
তনহাই-এর সুর টেনে নিয়ে যায় কোডাই-কানাল পাহাড়ের পথে পথে
ইঞ্জিনের শব্দ বড্ড জান্তব মনে হয় ---- রাগেট গাড়ির নতুন ইঞ্জিন।
তনহাই বাঁচতে চায় পাইন বনে , নিরালায়।
গাড়ি গড়িয়ে দিই খাদে ,
বিষাদ বনে করুণ সুর বলে যায় : তনহাই থেকে জন্ম নিলো আরো একটি মুখ
যার আকাশ চুম্বী মনন ছুঁতে চায় সৃষ্টিশীলতার বেলজিয়ান দর্পণ !
তনহাই-য়ে লুকিয়ে আছে সহস্র রোদন। টেরাকোটা চিন্তন ।।।।

আমার বেঁচে থাকা

বেঁচে আছি মরা মাছি আর নীল মাছের সঙ্গে ,
ওদের আশ্রয়ে ।
মাছিটা মরে পড়ে আছে বাগানে আমার আর
নীল মাছ যার আজ টেনিস খেলার কথা ছিলো
শুয়ে আছে একাকী বাথটবে । মৃতপ্রায় ।
সমুদ্র থেকে সাঁতরে এসেছিলো আমার কুটিরে ,আমাকে বাঁচতে শেখাবে
বলে ।

সাহিত্য আজকাল

শব্দ গুলো আজকাল ভীষণ শক্ত মনে হয় ,
মনে হয় ছুঁড়ে মারলেই ভেঙে যেতে পারে এক একটি প্রাচীন কেল্লা –
আমার শব্দগুলো হারিয়ে ফেলেছে স্পর্শ ।
আমার মনে ভয় । প্রিয়জনেরা বুঝি আহত হয় ।
শব্দের আগায় তীর লাগাতেও ভুলে গেছি --- হয়ে ওঠেনা তারা
ধানকাটার গান । স্পর্শকাতর হিয়া ভেঙেচুরে খান খান --শব্দ হারানোর
বেদনায় ।
----একটি মিহি স্বর যেন বলে যায় ----- শব্দ দিয়ে গড়া সুসাহিত্য
নামক
রাজপ্রাসাদ আজকাল কাঁপে ঠকঠক । মানুষ পায়না ভরসা । লেখকেরা
ভদ্রমহিলাদের বলেন : এক একটি চীজ ।। আর নিন্দুকেরা বলে : ওঁরা
সাহিত্যিক নন এক একজন লেখনী লম্পট চেতনার রক্তবীজ ।

নুন ভাত

শ্যাওলা ধরা নুন ভাত খেয়ে খেয়ে আজ পরেছো রাজতিলক
কপালে লাল টিকা লাগানোর সাথে সাথেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঘোষণা করলে
: মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য শান্তি --- নাম ধাম নয়।
কচি ঘাসের ঘ্রাণের ধার ধারোনি এতদিন
হঠাৎ বলছো শেষ গন্তব্য সবুজ দেশ - শুনতে চাও শিশিরের শব্দ ------
যদি তাই হবে বিখ্যাত মশাই - এতদিন এতরাত নিরলস কাজ
ফুল সাজানো-------সেই পথে সবাই তো হাঁটতে চায় ----------
যদি শান্তিই লক্ষ্য তবে কেন বাজালে যুদ্ধের দামামা সৃষ্টির আদিকালে বসে ??
জগতের যত মানুষ আর পাখি সবাইকে ত্রিশঙ্কু করবার আগে কেন বিনাশ করলে না অহং রেণুতে গড়া তোমার দুন্দুভি ?? কেন দেখালে না নুন ভাতের সেই চিত্র যেখানে লুকানো আছে আনন্দ লহরীর চাবি ???????

পারদ

সৃষ্টিশীলতার পারদ যখন চড়ে , লেখা হয় মধুময়
সৃষ্টিগুলো দর্পণের মতন স্বচ্ছ ও নির্ভয়
পারদ নামতে থাকলে লেখা যেন নির্গুণ।
টালমাটাল , ঘিঞ্জি , একঘেয়ে -----
পাঠকের দফারফা।
আমি থার্মোমিটারের কোন আঙিনায় তারই হিসেব করি , প্রতিদিন।
ভ্রমর গোধূলীর লালিমা মেখে।

দেশান্তরি বেড়াল

বাড়িটার সুরগুলো এক এক করে গেঁথে নিয়েছি
আমার বড়শিতে।
বাড়িটার সব পজিটিভ ও নেগেটিভ
ব্যাথা , হাসি -----আর ইটের ও কাঠের কাহিনী
লেখা আছে আমার ক্ষুদ্র ডাইরিতে।
দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে একটি বেড়াল এসে বসে আপেল গাছের নিচে।
বেড়ালটার দুটো পাখা।
আমায় বলে : লেখা ছেড়োনা। বরং চোখের পাওয়ার বাড়াও।
বিকেলে দেখলাম বাড়ির ছাদে সেই বেড়াল। উড়ে গিয়ে বসলো।
ওকে কোনদিন কোণ ঠাসা করিনি বলেই বোধহয় ও এত অকৃপণ।
বাড়িটার চাল খসে পড়তেই বেরিয়ে এলো মিস্টার কিরির মুখ।
আমার বহুদিনের চেনা সভ্য ভদ্র কিরি তখন হাঁ করে ওর ছোট মেয়ের
জঙ্ঘা চাটছিলো। কিরির বৌ বুদ্ধিমতী। কিরির মেয়েকে ফেলে ও চলে
গিয়েছিলো
এই বলে : ও মেয়ে নয় এক প্রেতিনী।
এইসব প্রেতিনীরা যুগ যুগ ধরে কিরিদের বাধ্য করে নিচ হতে। বলে
গেলো সেই বেড়াল যার দুটো পাখনা , যে উড়ে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে
শুধু তাদের সন্ধানে যারা লিখতে পারে।
আর কেবলই বলে : লেখা ছেড়োনা।

মখমলের তোয়ালে

মখমলের তোয়ালেটা নিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে দেখি
চাপ চাপ রক্ত। বহুমূল্য ওয়াশিং মেশিনে কাচার পরেও রয়ে যায় রক্তবিন্দু।
একদিন সিয়েস্তা সেরে উঠে খুঁজে পেলাম রক্তের কারণ
বহুযুগের অপার হতে ক্ষীণ হয়ে আসা ভাষা ---- ব্যাকরণ
আমার সমস্ত অপকীর্তির বোঝা যার ওপরে চাপিয়েছিলাম সেই
রূপার মানুষ আজ কায়াহীন হয়ে খুঁচিয়ে বার করে চলেছে ক্রমাগত রক্ত।
চাপ চাপ রক্ত। বুঝলাম আমি চিরকালই অ্যানিমিক। তাই বুঝি গন্ডারের
চামড়ার মতন আমার শিরা উপশিরা বেয়ে রক্ত গড়ায় অনেক পরে। যখন
সব বেমালুম ভুলে গিয়ে আমি হতে চাই এক ঐশ্বরিক নরেশ - নিষ্কলুস
, নির্লোভ----প্রজাবৎসল।।

সিনেমা

সিনেমায় যেমন হয়-------
অ্যাক্‌শান হিরো , স্ক্রিপ্ট রাইটার , নায়ক , এক্সট্রা --দৌড় ঝাঁপ, কাট কাট --প্যাক আপ ----
প্রতিটি চরিত্রে ডুবে গিয়ে শান্তি পাই, আমি -এই আমি এক সিনেমাপ্রেমী - মিশে যাই । ভেসে যাই । হঠাৎ দেখি আমি নি:সঙ্গ বালুকাবেলায়
চরিত্রেরা হারিয়ে গেছে ---
আমার হাসি কান্না মান অভিমান কয়েকটি রেখা
আলোক তন্তু --- সিনেমায় যেমন হয় !
রূপালী পর্দার ফাঁসে দম আটকে যায় -সিনেমায় তো এমনও হয় !
ছায়াছবিতে ছায়ামিছিল , ব্যাথা , বোধের কথা -ডুবে যাই । ভেসে যাই ।
কড়ি দিয়ে কেনা বিনোদন , যবনিকাপাত- হেমলক করি পান , দু:খে ।
ছবি শেষ !! চরিত্র জীবন্ত করে নিই , চারপাশে ফিসফিস । গব্বর সিং , বাসা-ন্তী - বাবুমশাই --তারা এত সহজেই মিলিয়ে যাবে হাওয়ায় ??
সিনেমায় যা হয় , সিনেমাটিক -সিনে সেন্সেশান --তার কিছুটা কি এমনই নয় ??

আমার বাসায়-

আমার বাসায় পিপড়েরা , পাখিরা, পোকারা , মাছিরা
আর মাছেরা ----
আমার বাড়িতে সোফারা , মেহগনির টেবিলেরা , গোলাপকাঠের
আলমারিরা
আমার নিকেতনে ফুলেরা , ফলেরা , ঘাসেরা , প্রজাপতিরা ---
আমার গৃহে অতিথিরা , প্রেত-আত্মারা, শখেরা , আহলাদেরা
আমার ছোট কুটিরে সকলে মিলেমিশে একাকার !
কে বলে আমার সুখেরা ভ্যানিশ ??
আমি একা , এটা একান্তই আমার এইসব ছাইপাশ?
আমি বাড়িওয়ালি ---আছে সবাই মিলেমিশে এখানে , স্বর্গীয়
সিম্বায়োসিস্
-নয় এ কোনো নি:সঙ্গ চরাচর ।

ফাঁসুড়ে

ফাঁসুড়ের জীবনটা আটকে কত বড় ফাঁসে
এত যে বলি , ফাঁসি , নির্যাতন
ফাঁসুড়ে তোমার চোখে জল ঝরেনা ?
ফাঁসুড়ে তুমি ঘুমাতে পারো ?
লম্বা দড়ির ফাঁসে -একটানে যখন শেষ হয় এক একটি জীবন--
ক্রুকেড আঙুল যাদের , দাগী আসামী - কখনো বা ভুল বিচারের কোপে পড়া
ক্ষমাহীন হতে শেখা যাত্রী ! ফাঁসির কারিগর তুমিই কি অ্যাঞ্জেল ? ওদের দমবন্ধ হওয়া দিনের --মুণি অত্রি ?
ফাঁসুড়ে তোমার নয়ন তারায় বিষাক্ত ক্রিস্টাল
রাতের আঁধারে জ্বলজ্বল করে
দিন শেষে হয়ে ওঠো উন্মত্ত , মাতাল ---একটু ড্রাগস্ , হাসিস , মারিজুয়ানা
ফাঁসুড়ে --- ওরা তোমায় মন্দ বলে --- তা বলুক না !
ওরা তো জানেনা মানুষ মারার স্ট্রেস ! তাও পেটের দায়ে ।
মানুষ নিধন যজ্ঞ --- কখনো বা চূড়ান্ত নির্বাসন --- ফাঁসুড়ের জীবন --চাঁদনী রাতে ধানসিড়ির চরে -- যোজন গন্ধা প্রেতের হাতে - আবরণ উন্মোচন ।

সংবেদনশীল

আমি সংবেদনশীল , আমি সেন্সিটিভ । মাত্রাহীন ।
পোকাকে রাস্তা পার করিয়ে দিই ধরে ধরে - সরাই সাপের বাচ্চাদের যদি গাড়ি চাপা দিয়ে দেয় !
ওরা বারণ করে তারপরে রেগে যায় । ওরা লন্ডভন্ড করে দেয় আমার উঠোন
তবুও আমি তো সংবেদনশীল , আমি একমনে সরিয়ে যাই পোকাদের ।
ওদের একমুঠো বাঁচাতে । ওরা বোঝেনা । বড় অবুঝ ।
একদিন জোটবদ্ধ হয়ে , সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমার বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামে
সমস্ত রাস্কেল সাপেরা আর লুণ্ঠিত পোকারা ।
আমার বড় অন্যায় হয়েছে , ক্ষমা করো বাপু- নতজানু হয়ে কুড়িয়ে নিই
ভোরের শিশির -এমন সময় বিষাক্ত ছোবলে দেহ নীলাভ । ওরা আজ
ক্ষমাহীন সাপের দল । -----
------উপকার করাও বড় দায় ।
দায়বদ্ধ হওয়াও আজ বড় বিড়ম্বনা
ওরা শোনেনা --- পোকারা , সাপেরা । ওরা মরতেই চায় ।
মরিবার তরেই পাখা গজায় ----- এক এক করে সাপেদের ,
বাচচা ইঁদুর ও মাটির মানুষ -কেঁচোদের ।

মঙ্গলগ্রহ বৃত্তান্ত

ইনসানিয়াৎ ইনসানিয়াৎ করে শুধু চিল্লাও !
মঙ্গলগ্রহ থেকে যেই ডেলিগেটস্‌রা এসেছেন তাঁদের বলবে কী ?
মাঙ্গলিক শুনলেই তোমার মুখ ভার- একেবারে অপ্ !
ই-টি বললে বলবে : ওরা কেমন জেলি ফিশের মতন খেতে চাও গপাগপ
আর যদি বলি ওরাও মানুষ , বলবে : ধুত্তোরি ! ওখানে কী এইসব রসায়ন
আছে ?
এইসব অক্সিজেন না কী যেন , তোমাদের বিজ্ঞান ---
যদি বলি ওরাও চেতনা , কাঁদে হাসে , কলঙ্কে তোমারি মতন ফাঁসে
বলবে : মানা গেলোনা ।
ওরা আজব জন্তু না মানুষ নাসা জানেনা , নাসা খালি আকাশযান পাঠায়
আর মাঝে মাঝে দূষণের ঠেলায় মঙ্গলেদার হুমকি শুনে
কেঁদে ভাসায় ।
সুনীল গাঙ্গুলী বলে মঙ্গলগ্রহে মানুষ নেই -- ওখানে মানুষ নেই নেই
নেই!
এসব গুলতানি শুনে শুনে পচে গেলো কান । আছে এমন জীব যাঁরা অনেক
বেশী ইন্টেলিজেন্ট তাই হয়ত লুকিয়ে মঙ্গল এর গর্ভ গৃহে , অমঙ্গলের
আশঙ্কায় ---
কেবল মঙ্গল কন্যা রূপসী মঙ্গলা শনি জ্বলা শনানী রাতে, লুকিয়ে মানুষ
দেখে -
ইটির ন্যায় মিটি মিটি ----মিঠি মিঠি
ওরা জানে ,লুক্কায়িত বরফের খবর যা গলে হয় জল
তারপর বিস্ফোরণ ---- তোমরা বলো এসব ভালো নয় দায়িত্বহীন
মানুষের কারসাজি -তাতে দুনিয়া ভাসে ও ভাসায় , ভাষায় ভাষায় ---
মঙ্গলের মঙ্গু পার্থিব ম্যাঙ্গো খেতে খেতে বলে : তফাৎ যাও ভাইসব -দেখো
দেখি এলোপাথারি পড়ে আছে ভারী ভারী একগাদা জল---ইউরেনিয়াম
নেশার নাসায় ।

নক্ষত্রের কান্না

নক্ষত্রের কান্না – এর মানে কী ? জানতে হাজির হলাম
এক চাঁদভাসি রাতে বকুল তলায় ।
ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে পথ আর আমার কবিত্ব চেগে ওঠা মনে
আসেনা কবিতা একটিও , পুষ্প গন্ধার চাঁদ রেণু মেখেও ।
কবিতা না এলে এমন দিনে ভালোলাগেনা ।
আঁখিপটে শুকনো জল । ডালিম ঠোঁট কালো কাজল । ফুঁপিয়ে ওঠে মন ।
চুলে স্বর্ণ চাঁপার বদলে গ্রীষ্মের দাবদাহ ।
আর অঢেল অসুখের প্রবাহ ।
আজ বেলাশেষে কবিতার অক্ষর সন্ধানে খড়ের গাদায় ছুঁচের অভিযানে
গিয়ে বুঝলাম : একেই বুঝি মেটাফোরে বলে: নক্ষত্রের কান্না ।

চেতনা

চেতনা কুকুরবন্দী, বিড়াল বন্দী, চেতনা বাঘবন্দী। চেতনা মুক্ত হলে হয় আনন্দ -এসব সত্য নয় বলেন বিজ্ঞানী , এসব দুষ্টুলোকের লোকঠকানো ফন্দি।

আমি কবি মানুষ তাও অখ্যাত অতশত বুঝিনা
কুকুর হাতী বাঘ সিংহ অতশত খুঁজিনা।
আমার হিসেব অন্যরকম ---আমার হিসেব সোজা
অ্যালজেব্রার ফর্মূলা নয় সহজেই যাবে বোঝা।
চেতনার হরেক রূপ। চেতনা আসলে আলো।
উল্টে দেখাই ভালো।
বিজ্ঞানীর ভাষায় ইভোলিউশন , ব্যাকটেরিয়া , মাছ , সিংহ , মানুষ এইরকম
আজকাল এমনই হয় : কবি যা ভাবেন সেরকম ---
ইভোলিউশান বিপরীতমুখী :
মানুষ , বাঁদর , উল্লুক , বন্য সারমেয় , বনবিড়াল তারপর হায়না ---
-
আর শেষে একগাদা বারুদ , গোলাগুলি ও ক্যালশনিকভ্
কেন হয় -তার উত্তর পাওয়া যায়না।

সার্কাস

ন্যায়ের গলা যেদিন টিপে ধরেছিলে
সেদিনই বুঝেছি শুরু হয়ে গেছে সার্কাস।
রাজনীতি , খেলা , শিক্ষা , বিনোদন - সার্কাস সব ময়দানে।
ট্র্যাপিজের খেলা , জোকার বালখিল্যপনা এটসেট্রা এটসেট্রা
-- সার্কাস মন্দির প্রাঙ্গনে।

আজ শুধু বোধিসত্ত্বের জন্মদিন পালন করবো - এসো আমার সঙ্গে
যে বিশ্রী অসুখটা সবার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাকে
পুরোপুরি সারাতে ---করতে হবে অসুখনিধন যজ্ঞ ----
তাই বোধিসত্ত্ব। এর চেয়ে ভালো ক্যান্ডিডেট আর কেউ নেই।

ছোটবেলায় খুব সার্কাস দেখতাম। পার্ক সার্কাস কিংবা ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে।
গুরুজনেরা শীতের ছুটিতে দিতে বলেন পড়াশোনায় মন
-- রেগে যেতাম --- তাহলে সার্কাস দেখবো কখন ?
তখন তো বুঝিনি জীবনের বাকি পথ কেবলই
সার্কাসের ময়দানে ঘূর্ণন।

কফিন

কফিনের ভেতরটা দেখেছো ? ঢুকে দেখেছো ? নেমে দেখেছো ?
কোনোদিন ?
মনে করো তুমি কফিনের ভেতরে
বন্ধ হল ঢাকনা , তারপর --- তারপর রুদ্ধ বাতায়ন
কেমন দমবন্ধ পরিবেশ , একটুও আলো নেই , বাতাস নেই -
পালাতে চাও ? কীভাবে ?
কীভাবে পালাবে ? কী করে হবে মায়া হরিণী ?-----

পরিবেশটা কি বড্ড চেনা চেনা ? চিনতে পারছো ?
নয় কি সে তোমার একান্ত আপন স্ব- ভূমি ?

সাঁকো

যে কবিতাগুলি লিখতে চাই দেখি লেখা আছে কোনো না কোনো ভাষায়
কোনো না কোনো সভ্যতায় । যে গল্পগুলি লিখতে চাই সেগুলি নতুন কিন্তু
মূল ভাব একই । আমাকে কি তুমি বলবে -কপি ক্যাট ?
আর যদি সমস্ত কবিতাগুলি নিয়ে , তাদের রস ও সুর দিয়ে সৃষ্টি করি
একটি মহাকবিতা কিংবা মহাকাব্য ----তাকে তুমি বলবে কী ?
সাঁকো ?

ছাতা

নিউক্লিয়ার ছাতা নাকি ব্যাঙের ছাতা জানিনা
আমার হাতে একটি অদ্ভুত ছাতা !
যা দিয়ে রক্ষা করি নিজের অস্তিত্ব ।
আমি দেখেছি সামান্য ঘাসফুল তুলতে গিয়ে
নামিয়ে আনে জ্বলন্ত নক্ষত্র -অরুন্ধতী বিশাখা ,
একদল ভ্রষ্ট মানুষ ।
আমি শঙ্কিত । ত্রস্ত । জানি এবার হয়ে যাবে মানব সভ্যতা ভস্ম ।
ভস্ম ভস্ম ।
পড়ে থাকবে এক মুঠো ছাই ।
তাই লুকিয়ে আছি ছাতার তলায় ।
আমি এক ভীত নাগরিক ।
অস্তিত্ব হারানোর শঙ্কায় ।

সোপান

সোপানে তোমরা সবাই। কেউ ওপরের দিকে কেউবা নিচে। আমি পাদানিতেও নেই। এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় উঠে যেতে চাই ওপরের দিকে যতটা পারা যায়।

হলনা। হলনা গো ! তোমরা আমাকে পিষে দিলে , ঠেলে ফেলে দিলে মাটিতে। পুঁতে দিলে কালো গহ্বরে।

অথচ দেখো খঞ্জ মানুষেরা কীভাবে তরতর করে উঠে যাচ্ছে পাদানি বেয়ে।

একেবারে চূড়ায় উঠে তারা লম্ফ দিলো নিচে। পুলিশ বললো আত্মহত্যা। কিন্তু আমি জানি এ অযোগ্যতার শাস্তি। ক্রমশ অযোগ্য হতে হতে ওরা হারিয়ে গেলো।

লুটিয়ে পড়লো ভূমিতলে। তবুও দেখো আবার তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলেছে খঞ্জ মানুষের দল , ছুঁড়ে দিয়ে একমুঠো আগ্নেয়গিরির কালো ধুলো সন্ন্যাসী আনন্দমূর্তির পানে যেন উচ্চতর পার্থিব সিঁড়িতেই লুকানো আছে প্রকৃত মানসিক আশ্রয় !

মান হুঁশ

আইনের দর্পণে দেখো অপরাধের মুখ ২০০০ ড্যাশ ড্যাশ সনে।
তারপর ? অবিচার , ব্যাভিচার , দাঙ্গা।
নাঙ্গা সবাই নাঙ্গা , ছুটেছে আর্কিমিডিস হয়ে প্রতিটি মানুষ , আম আদমি
–
রাজপথের উল্টোদিকে। রাজপ্রাসাদ নামক সত্তা আজ প্রেত পুরী।
কারাগার রাজপ্রাসাদ।
আহারে পাইসা , বাহারে পাইসা ---- মন্ত্র জপের পরে নুয়ে পড়ো
মখমলের বিছানায় ---- যার পোষাকি নাম কারাগার।
বিবেকানন্দকে ফাঁসি দিয়েছো। শ্রদ্ধেয় , নমস্য চার্লস শোভরাজ
পেলেন পরম বীর চক্র উহুম উহুম -বিষম খেলেম পরমবীর চক্রান্ত।
এমন সময়ে যদি দেখো আইনের মুখ -সুদৃশ্য ওয়াইন গেলাসে
জানবে এই ভ্রষ্ট সময়ে জেগে উঠেছে মানের হুঁশ।

দাবার ছক

দাবার ছকে- তুমি
একদিকে সাদা মানুষ অন্যদিকে কালো
ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ---
সাদাদের জন্যে এনেছো একরাশ পদ্ম
কালোরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে।
তুমি বাদামী তাই মধ্যেখানে।
কখনো নতজানু তো কখনো ছাড়ো হুংকার !
দাবার ছকের বাইরে তাকাও -----
সাদা কালোর বাইরে দুনিয়াটা রঙীন
সেখানে রং এর নাম মানুষ অথবা লোহিত রক্তকণিকা ----
দাবা খেলা তো অনেক হল ----- এবার বাইরে এসো !
এই রঙ মিলন্তির হোলি খেলায় - কত ভুগবে ??

সমতা

মানুষের কথা বলবে বলে খুলেছিলে কমিউনিজম পাঠশালা ,
সেখানে আসে ধুলোবালি , ভেজাল
হারালো সাম্যবাদ -সমতা ।
ধর্মেও এনেছিলে মুচি মেথর আমার ভাই স্লোগান
এলো ঠগ , সত্য ঐ বাবা সেই বাবা
হারালো ধর্ম- সমতা ।
চিরভাস্বর সত্য কি জানো অমৃতের সন্তান ?
সমতা আনা সহজ নয় --সহজ নয় এই অমসৃণ দুনিয়ায় !
অমৃতের মাঝেই মৃতের বাস,
সাম্যবাদের ঢেউ কখনো-ই আসেনা ।
সমুদ্র বয়ে চলে নিজ খেয়ালে
ঢেউয়ের ভাঙাগড়াতেই সিনানরত-
দিনশেষের ক্লান্ত সিগাল ।

ম্াদাম কিউরি

মাদাম কিউরি--তুমি কি দেখতে পাচ্ছো ?
তোমার তেজস্ক্রিয়তায় কাৎ জাপানি !
তুমি কি শুনতে পাচ্ছ বোমার আওয়াজ ?
তেজস্ক্রিয়তার রাণী , কি দোষ করেছিলো জাপানি ?
অতীতে ও আজ
পড়লো পরমানু ও নিউক্লিয়ার বাজ
লন্ডভন্ড প্রজন্ম । ঘা , পচন ও দহন ।
মাদাম কিউরি-----ফুলের কুঁড়িও যে ছাড়ে বিষাক্ত ধোঁয়া ।
এ কোন বিজ্ঞানের মায়া ?
এত প্রজ্ঞা , ধী তবুও রেডিয়াম ল্যাবের দর্পণে
ভেসে ওঠে না শয়তানের মুখ ?
মাদাম কিউরি , এই জগতে একমাত্র তুমি-ই হবেনা
কস্মিনকালেও বুড়ি ।
ঝালসে যাবে চরাচর , গলে যাবে মরুভূমি
অবিনশ্বর হয়ে ওঠে শত শত অভিশপ্ত জাপানি
আয়ু:ষ্মতী ভব: তেজস্ক্রিয় বোমের রাণী !

খোলাম কুচি

গদিতে বসলেই হাত তালি -- খোলামকুচি ?
পুরস্কার পেলেই নতজানু --- খোলামকুচি ?
পদ্মভূষণ হলেই পদ্ম রাশি রাশি --খোলাম কুচি ?
মারাদোনার মতন খেলে দেখাও ,
তেনজিং নোরগে হও ।
হও বল্লভভাই প্যাটেল , রবীন্দ্রনাথ ,
সত্যজিৎ , টাবু , খৈয়াম --
তবেই সোনার আপেল বিচি ।
শ্রদ্ধা , ভালোবাসা, **worship**- সব খোলাম কুচি ?

মা বাংলা

সূর্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আর কত ছুটবে ময়ূখমালী ?
পুড়ে ছারখার সোনার বাংলা -ও বাঙালী , লোকে আজ তোমায় বলে কাঙালী !
মহামানব ও মেধাবীদের করে অপমান, তুমি পেলে কতটা সম্মান ?
কেন ভুলে যাও ওরাই সমাজের রক্ষক
মেরুদন্ড ভেঙে দিলে যুব সমাজের
আজ তারা রক ও বেকারত্বের ওড়না জড়িয়ে সমাজ ভক্ষক !
দেয় দিবানিদ্রা। অথবা অকর্মের ভারে শুদ্র -শুদ্রা।
ও বাঙালী ! নাকি কাঙালী ? গুড়িয়ে দাও মনুষ্যজাত কারাগারের লৌহকপাট !
গুড়িয়ে দাও জং ধরা লোহার সমস্ত হাত
তুমি তো ধানসিড়ির মেয়ে ,ওঠো জীবনের গান গেয়ে
মিছি মিছি পুতুল খেলা তো অনেক হল , এবার অন্যায়ের বোঝা তুলে দূরে - বহু দূরে ফেলো !
ও আমার তরুণ তুর্কি , আবার আনো রেনেসাঁ বঙ্গ জীবনে
আসুক নব নজরুলের লৌহকপাট ধূলিসাৎ করার বাণী !
হে বঙ্গ জননী ,
জাগো জাগো ---
দুরাত্মারা সবাই ভাগো ----
জাগো , জাগো
প্রতি ঘরে ঘরে , মহিষাসুর মর্দিনী - মাগো !

শব

মেহগনি কাঠের আলমারি আর টেবিল
কথা বলে আমার সাথে
অট্টালিকাময় সকরুণ নি:স্তব্ধতা---

লেখক কবিরা সত্য সন্ধানী
তাঁরা রক্ত মাংস ধুয়ে মুছে নিয়ে
বার করেন মানবতার কঙ্কাল।
সেই অভিযান সবচেয়ে ভালো হয় চারিপাশ নীরব হলে।
শুনেছিলাম বহুবার
বুঝিনি
আগে
বুঝলাম এই নিঝুমপুরীতে এসে

যেখানে কেউ আসেনি হয়ত বা কখনো , কুহেলিকাময়
নীরব মহল।
এখানে এসে
মৃত ফুল আর অমৃত ঘাস দেখে দেখে , তাদের কাহিনী শুনে শুনে---

নীরবতাও কথা বলে, বুঝলাম এখানে এসে।

তোমরা শুধু মানুষের কথাই শোনো , বলো
আজ শোনো সবুজের কথা
সবুজের নীরব কথামালা শুনে ,বুঝলাম কথার পরেও কথা হয় ,
কথার পরেও কথা হয় চুপিসারে , সে অন্য অভিসার , খেলাঘর হয়ে ওঠে বাঙ্ময়
তখন শুধু কথা আর কথা-কথা আর কথা

শেয়ার বাজারও আশ্চর্য নীরব ! তবু কথা ফুরতেই চায়না।

কথা কণা দিয়ে সৃষ্ট বিমূর্ত প্রতীক
বলে যায় : মৌনতাও এক ধরণের কথোপকথন বোঝোনি কেন আগে ?
শুধু শব্দের পেছনে ছুটে ,ঝঙ্কার কুড়ানোর নেশায়
স্বপ্নময় আঁখিদুটি হল চুরমার।

অবরোহী -বিশ্বের সমস্ত ড্রাগ অ্যাডিক্টদের প্রতি

ক্ষুধিত পাষাণ
টেনে নিচ্ছে রোমকূপ থেকে
প্রতিটি নি:শ্বাস তোমার

অসহায় তুমি
বয়ে গেছো ফল্গু ধারায়
হারিয়েছো নগর উচ্ছ্বাস !

বিলম্বিত লয়ে চলে
তোমার জীবনতরী।
শুধু এক বিন্দু শিশিরের আশায়
তোমার দিনযাপন !

এলো বরষা , সহসা
ভেজা মাটির সুবাস
নতুন জীবন
আহা - উত্তাল -- বিন্দাস !
ধান কাটার গানের অনুরণন
শিরায় শিরায় , প্রতি নিয়ত;

শুধু জানলে না ঘূর্ণির ফলাফল .....
আবর্তিত কি ভীষণ
এক বিষময় বাতাস রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোমার,
অন্তরে ক্ষতবিক্ষত বিবর্ণ শ্বেত পাথরের প্রাসাদ
শুধু মুখটা ঢাকা ফুলেল সৌরভে !
কোষে কোষে সর্বহারা তুমি

অণু পরমাণুতে ছেয়ে গেছে
মারণাস্ত্র ,
বয়ে চলেছে ধমণীতে ,সন্ত্রাসবাদ
ধ্বংসের বীজবাহী
চিরহরিৎ সুরেলা ড্রাগস্ ;
বিষণ।
শক্ত হাতে
তুলে নাও স্বর্ণ খড়্গ !
ছিন্নভিন্ন করে দাও
নেশাতুর আঁখিপল্লব,
অবরোহী চেতনা --
আর বিলম্ব নয় , এখনই !

অভিনয়

আমি সারাটা দিন মুখোশ পরে থাকি।
মুখোশের অনেক নাম --
ভালো মানুষ , ক্রোধী , দূর্বল, চঞ্চল, কেজো, বেহায়া --বিভিন্ন চরিত্র !
চরিত্রদের আমি ধারণ করি , লালন করি -
নানান ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি সারাটা জীবন।

সেই প্রথম আলো থেকে আজ অস্তরাগের লালিমা অবধি
শুধু অভিনয় , পাকা অভিনেত্রীর ভূমিকায়
এই আমার জীবন যাপন , এই আমার স্বপ্ন।
আমার জীবন সমুদ্র একটি নাটকের মঞ্চ।

তুঙ্গভদ্রা , অর্চিতা , তমসা -তোমাদের জীবনও কি অভিনয় নয় ????

কে নাট্যকার আমি জানিনা --
আজ জীবন সায়াহ্নে - গ্রীনরুম থেকে স্টেজ পেরিয়ে
বাস্তবে নেমে , কুয়াশা মোড়া উঁচু নিচু পাথুরে পথে
নানান মুখের ভীড়ে
শুধু খুঁজে চলি আমার শেক্সপীয়ার কিংবা বিজয় তেন্দুলকরকে !!

ভয়

ভয় । হয় । ভীষণ । ভয় ।
ভয় ভাবতে , ভয় কাজ করতে , ভয় চলতে ফিরতে ।
ভাবনায় যদি শুদ্ধতা না রয় , তাই ভয় , ভীষণ ভয় ।
কাজে ভয় , সহকর্মীদের পলিটিক্সের ভয়
অযোগ্য এগিয়ে যাবে , পিছিয়ে পড়বো আমি তাই ভয় ।
পথঘাটে দুর্ঘটনার ভয় । আমি সাবধানী তবুও পেছন থেকে এসে মারে ধাক্কা বেসামাল গাড়ি , তাই ভয় ।
ভয়ে ভয়ে আমি জুজুবুড়ি ।
উৎসাহ হারাই কাজে কর্মে
নিষ্পাপ পাখিরা কাছে এসে বলে : চলো , উড়বো আমরা একসাথে ।
উচ্চতায় যে বড় ভয় !
যদি ঠেলে ফেলে দেয় হৃদয় কমল সুজন -----
সারাবিশ্ব আজ প্যারানয়ার কবলে ---
সবাই পাচ্ছে ভীষণ প্রতিক্রিয়াহীন ভয়
ছিন্নমস্তা নরমাংস নিয়ে লোফালুফি খেলছে
আলোকিত রাতে সপ্তপদী সেরে উঠে ভয়ে কাঁটা নববধূ , অগ্নিদগ্ধ হবার ভয় !!

সন্দেহ প্রকাশের অবকাশটুকুও দেয়নি তাকে কেউ
ভয়কম্পে আজ ধূলিসাৎ ধরিত্রী ।
ফিরে আসে দগ্ধ আকাশে পুরনো গিটার
---*We shall overcome*, *we shall overcome*. *We shall overcome* some day. Oh, deep in my heart, *I do believe*. *We shall overcome* some day
আমরা করবো জয় নিশ্চয় –আমরা করবো জয় এই ভয় ।।

পালাও

পালাও --- ওরা আসছে
দলবেঁধে , সার বেঁধে
হাতে ইলেকট্রিক মশাল , পায়ে আলোক তন্তুর বেড়ি
ছিনিয়ে নেবে তোমার যা কিছু আপন
তোমার মান অভিমান , রং , তুলি , অনুরাগ , শিশিরের শব্দ , কচি
ঘাসের ঘ্রাণ
ইউক্যালিপ্টাসের মায়াবী আলো ।
ওরা আবেগহীন , বল্গাহীন , অমিত্রের বল্কল
ওরা মারে না - আঘাত করে , কাটে না- দেয় শক্
তারপর , আর তারপর ওরা ----- কী যে না করে ---
ভালো চাও তো পালাও , মানব জমিনের বাসিন্দা , পালাও
ওরা আসছে , ঐ ওরা
পাল পাল রোবটেরা ।

একটি পাখির গল্প

রঞ্জাবতী একটি মেয়ে যে পাখি হতে চেয়েছিলো
ময়না কিংবা দাঁড়কাক নয়
হতে চেয়েছিলো রাজহংসী।
গ্রীবা বেঁকিয়ে , পদ্ম শরীর কাঁপিয়ে
রঞ্জাবতী চলে।
দেখে বিভিন্ন শহরে মানুষ কৃপণ।
কৃপণ দয়া , মায়া , মমতা এইসবে
অকৃপণ , মারদাঙ্গা , লোভ , ঈর্ষাতে।
রঞ্জাবতী পাখি হতে চেয়েও শস্য খুঁটে খেতে পারেনি।
আকাশে যখন অনেক উঁচুতে উঠে গেলো
দেখলো প্রতিটি মানুষ কী ভীষণ গাছ হতে চাইছে
আর সবুজ বনভূমি কঁকিয়ে উঠছে , কৃত্রিম গাছের চাপে।
গাছ হতে হতে তারা একদিন হারিয়ে গেলো।
তাই শস্য পেলোনা রঞ্জাবতী।
পাখি জীবনেও অনেক কষ্ট।
খাবার খোঁজা , শিশু প্রতিপালন
এইগাছ থেকে ঐ গাছে
ঝড়ে ঝরে যাওয়া।
রঞ্জাবতী বুঝতে পেরেছে পাখি হওয়া সহজ নয়
বরং পাখি মানুষ হওয়া যায়।
এখন রঞ্জাবতী পাখিমানুষ
হালকা, দুলকি চালে চলে জীবন
প্রকৃত মানুষের মতন – দরিদ্রে অন্নবস্ত্র। অসহায়ের হাতটি ধরা এইসব
ছাইপাশ

আর পাখির মতন উড়ে যাওয়া , দূর দূরান্তে ।
মনটা খুশি খুশি করে ফিরে আসা
এক ঋতু হিম নিয়ে ।
গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর যুগে রঞ্জাবতী এখন হিম বিতরণ করে
জনে জনে । মানুষ আজ বড় উষ্ণ । সবাই একটু হিমের পরশ চায় ।
রঞ্জাবতী মানুষ থেকে পাখি থেকে পাখি মানুষ
এই মেটামরফসিসের নামই বোধহয় উত্তরণ ।

ভিখারি রাজা

ভিখারির পরণে বহুমূল্য পোশাক
রাজা বস্ত্রহীন।
ভিখারী দেয় নিরন্নে অন্ন
রাজা বিবেকহীন।
ভিখারী নম্র , ভদ্র , বিনয়ী
রাজা উন্মত্ত , অশালীন।
ভিখারি সংবেদনশীল আবার যোদ্ধা
রাজা বাতুল , নয় বোদ্ধা।
এরকমই কয়েকটি সিন অভিনীত হল
বাদল সরকার নাট্যমঞ্চে -২০১২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি।
আমিই ছিলাম সেই প্রাণস্পর্শী নাটকের একমাত্র দর্শক।
অভিনেতারা বলছিলেন: সময়ই বদলে দেয় সব হিসেব - দিন যত গড়ায়
শব্দ হয় প্রাণহীন , হয়ে ওঠে কালো কালো কতগুলি অক্ষর।
রবীন্দ্রনাথ কি কাদম্বরী দেবীকে ধর্ষণ করেছিলেন ?
এই প্রশ্ন ওঠে মানুষের মনে সময়ের লম্বা ব্রিজের ওপাশটায়
সমাজে চিহ্নিত এঁরা রবীন্দ্র বিরোধী রূপে।

বোম্মা

বোমা স্যালাদ , বোমা মালাই , বোমার জুস
বোমার বালিশ , বোমার কেক বোমার পুতুল
গাড়িতে বোমা , শাড়িতে বোমা চতুর্দিকে শুধু লক্ষ লক্ষ বোমা
আমার ইউনিভার্স গুলি জড়িয়ে যায়
অস্তিত্ব সংকট ? নাকি বাতুলতা ?
আমি কেন শুধু বোমা দেখি ?
এই দেখো না কম্পিউটারে এসে জুড়ে বসলো একেবারে হাইড্রোজেন বোমা
পাশের বাড়ির মিষ্টি মেয়ে শঙ্খশেলি কুপোকাৎ নিউক্লিয়ার বোমার
আঘাতে
পিকনিকে গিয়ে , বল ভেবে তুলতে গিয়ে !
এই দেখো আবার আবোল তাবোল বলে !
পৃথিবীটা গোল নয় বোমা কৃতি , আজ থেকে মনে হচ্ছে ---
আগামী শতাব্দীতে সমস্ত মানুষ কি হবে বোমা রেজিস্ট্যান্ট ? বোমা
অ্যান্টিবডি শরীরে ,
নাকি অ্যান্টিডোট এখন থেকেই ? বোমা নিধন যজ্ঞের আহুতি !!

মৃত্যু

মরণের পরে আমাকে সমাধিতে খুঁজো না , দিও না ফুলের কুঁড়ি , মালা , স্তবক -বলেছেন এক দার্শনিক । আমি তো আকাশে বাতাসে , নদীতে , মরুতে ---

আমিও ওঁর মতন বলি মৃত্যুর পরে তোমরা আনন্দ অনুষ্ঠান করো । গান গাও , হাসো , শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশন করো । কারণ আমি পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন করেছি । দেখেছি আমার পূর্ব জন্মের সিংহদুয়ার , প্রাণেশ , ফুলবন , স্টেটস্ম্যান ও ডিপ্লোম্যাটের সারি । আমি রাজদুলালী । এই জনমে ভিখারিনী ! শুধু শরীর বদলায় । বদলায় মুখোশ ও রং । শাঁস থেকেই যায় ।

তাই আমার মৃত্যুতেও তোমরা দু:খ করোনা । ঝরাবে না এক বিন্দুও মুক্তো ।

আমি বিরক্ত হবো ! আমার বিদায় বেলায় যেন বাজে আধুনিক জ্যাজ কিংবা সেতারের আনন্দ লহরী । এরকমই তোমরা করো । এই আমার জন উইল ।

খোলা চিঠি , শ্রাবণ ঘন আকাশে । আমি মরিনা , মরতে পারিনা । শুধু ছাড়ি খোলস । তারপর গ্রহ নক্ষত্রে , তারায় তারায় আমার বিচরণ , বিন্যাস ।

শাশ্বত চেতনা কখনই মরেনা ।

অবিনশ্বর , কায়াহীন আমি কিন্তু সব দেখবো , কথা রাখলে কিনা ।

পুজো

যখনই ভাবি নিজের ভালোগুলোকে সিনেমার পর্দায় নিয়ে আসবো ;হেরে যাই। মন্দের চাপে ভালো চিড়েচ্যাপ্টা।

ক্রাইস্ট চার্চে যীশুর মূর্তির পদতলে দাঁড়িয়ে আবার ফোরফ্রন্টে আনার চেষ্টা করি আমার ভালোদের। হেরে যাই। হেরে যাই বৈষ্ণো দেবীর সুন্দর অবয়বের সম্মুখেও। কেন যে ভালোরা আসেনা !

পথশিশু আর ভিখারীকে চাল দিলেই কী ভালো হওয়া যায় ?

বলে আমার প্রিয় বন্ধু বিবেক। আমার বিবেক , অন্তরাত্মা।

ভেবে দেখলাম - প্রতিবেশী সোসালেইট চিকিৎসক সুনয়না চন্দ্র বিলায় অনেক। আবার মুক্তহস্তে দানের আড়ালে লুটে নেয় অসহায় গরীবের ইজ্জৎ ও মান।

শহরের দামী পতিতালয়ের অন্দরে। যার নাম হাই ফাই স্পা।

আমি কমলালেবু গাছের রং বদলাতে দেখেছি , একইসঙ্গে দেখলাম এই শতাব্দীতে পুজোর সংজ্ঞা ঝরে যাওয়া। নিন্দুকে বলে ভবানী পাঠকেরা তো আগেও ছিলো , ছিলো কালীপূজারি বিশে ও রঘু ডাকাতের দল।

আর বন্ধু বিবেক বলে : মানছি , মানছি একবাক্যে -তবে তারা সমাজে ডাকাত হিসেবেই পরিচিত। ইন্তেলেকচুয়াল ও মানী দানী মানুষ হিসেবে নন !

রেডিও-অ্যাকটিভ সাঁঝে এমনই এক একটি মুখোশ দেখি ,ভাঙাচোরা আমি --মহাকালের সৈকতে বসে !

পিশাচ

তারাপিঠের মহাশ্মশানে হনুমান চালিসা
ঘোর অমাবস্যায় রাত একটা
অশরীরি প্রেতযোনি আর কালো ঘন মাতৃমুরতি
ভক্তের দল গায় ভয়নাশক গীতি
বলে : পিশাচ এলো ঐ ! পরো রক্ষাকবচ
চুপচাপ কেটে গেলো কালীপুজোর অমানিশা
পিশাচেরা করে শুভেচ্ছা বিনিময়
ভোরের আলো ফুটেতেই প্রসাদ নিয়ে ট্রেনে আমি ও গ্রামের মেয়ে কবরী
আমার স্টেশান শিবপুর ওর বাগদিপাড়া
নেমে গেলাম শালপাতার ঠোঙা নিয়ে , একা চলে কবরী
পরদিন প্রত্যুষে খবরের কাগজের পড়ি , কবরী করেছিলো প্রতিবাদ অসৎ
কর্মের -পিশাচ পুরী থেকে ফিরতি পথে , কবরী নিহত মানুষের হাতে !!
স্পষ্ট শুনি কানপেতে, আজ সাবধানবাণী প্রেতপুরীতে ---
ভাগো ভাগো ভাগো ভা--গো -আদমী আয়া !

এখন জঙ্গল

শহরে , আমার ঘরের কিনারায়
চরিত্রগুলো ভাসে ,
প্রাণবন্ত চরিত্ররা দ্বিমাত্রিকভাবে উঠে আসে মনের আঙিনায় ।
জলছবির মতন উঠে আসে
হাসি , কান্না , মান অভিমান ।

তারপরে কেউ গম্ভার , কেউ হিংস্র শ্বাপদ
কেউ ওরাংওটাং --কেউ বা নিরীহ হরিণ ।

আমার ড্রয়িং রুমে এসে বসে জলহস্তী , শ্বেতহস্তী
সিংহরা ।

আশ্চর্য কী জানো ?
বনকে ওরা ভুলে গেছে ।
বাঘ -সিংহ গাছ খায় । বন বিনাশ , গাছ বিনাশ করে । ওদের নাশকতার
নাম সবুজ হারানোর অভিযান !

মাংসাশী ওরা আজকাল মাইক্রোওয়েভে রান্না করে খায় ।
ইট , কাঠ ,কংক্রীট ওদের ঘরবাড়ি ।
হাতে র‍্যাডোর ঘড়ি , র‍্যাডোর ঘড়ি , আর র‍্যাডোর ঘড়ি -----!!
ওরা সবাই এক একটা লিভাইজ কিংবা নাইকি পরে নেয় !

জঙ্গলের আদিম গন্ধটা ঢাকতে গায়ে হালকা করে আর্মানি ছড়িয়ে নেয় ।।।
তারপরে টিভি খুলে দেখে সোপ অপেরা কিংবা কিউ কি শাস ভি কভি বহু
থি
বলেই ঘরের বৌটার গলা টিপে মেরে ফেলে শুধায় : পণ আনিস নি কেনে
??

খোসা

খোসার পরে খোসা , আমার পরতে পরতে খোসা --
জমেছে পলি , দুহাতে সরাই , শিলালিপি বার করতে চাই
বিফল প্রচেষ্টা ।
আমার আত্মজ যাকে তোমরা বলো কল্পনা
আজ সকালে ভেঙে গেছে ।
এ বড় বিড়ম্বনা ।
লিখতে চাই , ভুলে গেছি ভাষা , ব্যাকরণ ।
শুধু ভাবের সাজে কী করে সাজাবো সাহিত্য
বাংলায় মরচে ধরে গেছে -- এর দুটি মানে হয় ,
আমি নয়ত স্বদেশ
এইভাবে শব্দ খনন করে এগিয়ে চলি ।
যতদিন পারা যায় , নাহলে নেবো চীনা ভাষা ধার , যেখানে আবেগেই কাজ হয়ে যায় -----

মানুষ স্বার্থপর , ধান্দা বাজ , বদমাইশ এসব তো অনেক হল
গলায় নতুন রেকর্ড চাপাও --- বলে যায় পাশের বাড়ির ক্ষুদে ফ্লিন ।
সাইবার যুগে কবিরা ভাঙা কুলো --
কবিরা নষ্টের গোড়া --- কবিরা পাজি , কাজ করেনা মুঠিতে কেবল কাব্য ধরে
ছিপ ফেলে শব্দ ধরে ----
কবিদের গালাগাল দেওয়া হচ্ছে ------কবিরা সবাই চুপ । বিন্দাস ।
ঈশ্বরের মতন কবিরাও মারা গেছে তাহলে ---বলে যায় ক্ষুদে ফ্লিন ।
ফ্লিন আমার পাশের বাড়ির সাহেব ছেলে --- বাবা পলাতক , মা ডিসেবেল্ড্ ।
সরকারের পয়সায় খায় ।

আমার পয়সায় খায় । আমি ট্যাক্স দিই । এই আমি এক অখ্যাত কবি --
খোসার পরে খোসা , আরো খোসা আরো খোসা ---
ফ্লিন আর আমি দুহাতে খোসা ছাড়াই
কোকো ফলের ,
বেদানার , জয়িত্রীর ।
প্রাচী প্রতিচী , সেই একই রক্ত মাংসে ঢাকা
বদলায় শুধু মুখোশের রঙ
বাচ্চা , সরল ফ্লিনের মুখেও মুখোশ
আমি এবার প্রখ্যাত অক্টোপাস পলের মতন আট হাত পায়ে ফ্লিনের
মুখোশের খোসা ছাড়াই ।
করোটি স্পর্শের নেশায় ----------

মধুময় মধুস্নেহ

যারা বিরিয়ানি মশলা শুধু বিরিয়ানিতে দেয়
আমি তাদের দলে নই।
ফুলকপির ডালনাতেও বিরিয়ানি মশলা , আমার প্রণালী।

সুষমা সুষমার মতন , নাসির নাসিরের মতন
ডেলাইনা আছে ডেলাইনাতে , আমি আমাতে।
তবুও লড়াই লড়াই লড়াই -----
আমি উত্তম তুমি অধম ---সম্বল শুধু এই কথাটাই
সারাদুনিয়া জুড়ে চলেছে লড়াই
চলেছে ব্যাকটেরিয়া থেকে অমৃতের সন্তান অবধি।

আমার ডায়বেটিস হয়েছে।
হাই সুগার ----রক্তে শর্করার পরিমাপ ছাড়িয়েছে সীমারেখা
আমার চারিপাশে সব মিষ্টি মিষ্টি ,
ভোরের আলোর মতন মিহিন ,
পাখিদের কলতান ----মনে হয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত।
তাই আমি লড়াই করিনা।

ফর্মুলা শুধু ডায়বেটিস।
ভরে উঠুক চরাচর মধুমেহ রাগে ....
হোক না ব্লাডে সুগার
সায়েলেন্ট কিলার তবুও
কিছুটা সময় ঘনাবে পরম শান্তি।
সুলতান , পরভেজ ,আসলাম --চটজলদি মৃত্যুর মিছিলে সামিল হবেনা কেউ,

অস্ত্রাঘাতে তড়িৎ , বিলাস , পরমব্রত

হবেনা অবলুপ্ত
কিংবা হ্যারি, বিল, ফাদার অগাস্টিনেরা
হবেনা নির্জীব , পাতাঝরা।
ধূলায় লুটাবে শোষক শ্রেণী
কোলাকুলি করবে পাপিষ্ঠেরা।

ম্যাগপাই

সহস্র রঙা রামধনু আকাশের বুকে
একটি ম্যাগপাই সঙ্গী আমার
বুকে নিয়ে উড়ে যায় নিরুদ্দেশে
কোথায় যাবে , তারে শুধাই ।
সাত রঙে আছে জমানো আমার সব স্বপ্ন
ছুঁয়ে দেখবো এই গোধূলি বেলায়
এইটুকু আশায়- আমায় বয়ে নিয়ে চলে ম্যাগপাই ।
কালো বরণ , সাদা কারুকার্য
অবয়বটা নিপুন মনে হয় ।
উড়তে উড়তে নিই বিশ্রাম , মেঘের ভেলায়
গগনের কোণায় ।
বরফের মতন মেঘ , তুলোর মতন মেঘ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি
স্বপ্ন আমার মেঘে লুটায় ।
মহাজাগতিক পাখি ম্যাগপাই
আমাকে নিয়ে যায়
মেঘদূতের রাজ্যে ।
লাল , নীল , সবুজ, বেগুনি
বিজ্ঞানের স্পেক্ট্রাম
পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে বিচার করি
প্রতিটি রশ্মির ---
রঙের গন্ধ , কান্না , হাসির ।
দেখি রঙের মাঝে বাস করেন আমার পুর্বপুরুষেরা
যাদের দেখিনি বহুদিন কিংবা কোনোদিন ---

অশান্ত পৃথিবী থেকে এক মূহুর্ত চুরি করে
ছুঁয়ে দেখি ইন্দ্র ধনু ।

ফিরে আসি পরিপূর্ণ আমি ।
পূর্ণতার যেন নেই কোনো শেষ
ধন্যবাদ জানাই ম্যাগপাইকে
স্বপ্ন পরশের কারণে --
ডানার ঝাপটায় নিভেছে গলানো সোনার মতন রোদ্দুর তবুও
তবুও ভ্রমণের পরে
বুকে বিঁধেছে যে তীর
লুটায় ঘাসের গালিচায় ---নির্লিপ্ত , বিযুক্ত
স্বপ্ন চারিনী ,
সংরাগ সৃষ্ট -অবলা ম্যাগপাই ।

পাহাড়ের কিনারায়

খাড়া পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমি
নিচে গভীর খাদ !
যতদূরে চোখ যায় শুধু অতল গহ্বর।
আমার ভূত নেই, নেই ভবিষ্যৎ , বর্তমানের চাকায় আবদ্ধ
আমার ক্ষুদ্র সত্তা।
পেছন ফিরে দেখি হাহাকারের রাজ্য
সামনে গভীর খাদ
বিষাদ কন্যা হয়নি এখনও
এইটুকুই রেখেছে লাজ।
পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে একাকিনী
ঝুঁকে দেখি গাঢ় পাথর
নিঝুম পাহাড়তলি শন্‌শন করে ওঠে
--চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে , টাল সামলাতে পারবে না।
বেশি ঝুঁকে দেখো না।

অপেক্ষায় থাকি এক সুপার সোনিক জেটের
উড়িয়ে নিয়ে যাবে অলকাপুরিতে
হঠাৎ গানের কলি শুনে চেয়ে দেখি
খাদ বেয়ে উঠে আসছে সে।
সম্রাট তামাং --- উচ্ছল ,প্রাণবন্ত , খেয়ালি
আমার পাশ কাটিয়ে যাবার আগে দিয়ে গেলো
পাহাড়ি গোলাপ
মিষ্টি হেসে আপেল গালের রক্তিমা ছড়িয়ে বলে গেলো সহজ সঙ্গীত
খাদেও থাকে জীবন ,
পাহাড়ের কিনারাই নয় যবনিকা পতন।

গঙ্গা বক্ষে

পুণ্যতোয়া গঙ্গা বক্ষে একদিন সন্ধ্যায়
ভাসমান একটি নৌকায়
জীবনানন্দ কিংবা বিষ্ণু দে নয়
খোলা এক পাতা --যা প্রচন্ড গদ্যময় ---
পবিত্র জল মিশে যায় মরা মানুষের লাশে
মাছের হাহাকার , দূষণ , পলিস্তর
পিচ্ছিল ঘাটে মল মুত্র
পূর্বপুরুষের তর্পণে
নরক বিন্দু ।
মনে পড়ে বছর কয়েক আগে পিতৃদেহ দাহ হবার পর
বাড়িতে গুঞ্জন --- গঙ্গা এত নোংরা , নাভী খন্ড -নালায় ফেলে দিলেই তো হয় !
কোলাহল , শ্যাওলা , হতাশা সরিয়ে
পিতার নাভী ভাসিয়ে দিয়েছিলাম গঙ্গা বক্ষে
এক আশ্চর্য শান্তি বয়ে নিয়ে এলো
গঙ্গার হাওয়া । স্রোতের টানে ভেসে গেলো সমস্ত কালিমা ।
আজ নৌকায় বসে দেখতে পাই দুই কূল ,
চরাচর ভেসে যাচ্ছে তরল জোছনায়
সারি সারি আলোর বিন্দু দেয় অন্য নৌকার হদিস
বাতাসে নবকুমার -কপাল কুন্ডলার ফিসফিস ।
গঙ্গা এক নস্টালজিয়া , আমাদের কাছে
সভ্যতার নিষ্ঠুরতা পারেনি তাতে একটুও ফাটল ধরাতে
গঙ্গা জটাধারী মহাদেব , যেন
সমস্ত গরল পান করে হয়েছেন -অমৃতা ।
গঙ্গা অনিন্দিতা ।
রোবট রন্ডেভুতেও (Rendezvous) গৈরিক গঙ্গা
আনন্দ উর্মিমালায় প্লাবিতা ।

মধ্যদিনের গান

বাসট্রাম- ভিড় ভাট্টা -গরম হাওয়া
অসহ্য ঘাম- হল্লা- বিস্ফোরণ
তেজস্ক্রিয়তা- ঘরে ফেরা
চায়ের কাপ-টিভির রিমোট
অজস্র চ্যানেল-জ্বলন্ত লাভা
গা গুলিয়ে ওঠা-সঙ্গিনীর ঝঙ্কার- ছেলেপুলের প্যানপ্যানানি
ফ্ল্যাটের দরোয়ানের হুঙ্কার-আরেক কাপ চা
রুটি , পিৎজা , বার্গার-আন্তর্জাল
প্রবাসী বন্ধু-মেম সাহেব
লটঘট-প্রাইভেট মেসেজ-ওয়েব ক্যাম
কখনো নিষ্কাম প্রেম
চাঁদের আলো-ঢুলুঢুলু
বিদেশী সুরা-মৌতাত -কিক-মিসেস মিত্রার হাস্কি ভয়েস
সংরাগ-সেক্স-ঘুমপুরী
সূর্যোদয়-আকাশে আবীর-প্রাতহ্যিক কর্ম-নাভিশ্বাস !!
------হরি বোল হরি বোল ।
এইভাবেই কেটে যায় বছর , একদিন নিভে যায় অনাবিল ফানুস ।
মনের কোণে জমানো ব্যাথা ভাগ করে নেয়-পথের সঙ্গে , অফিসের
ডেস্কের সঙ্গে , ক্যান্টিনের সঙ্গে , বিষাক্ত ধোঁয়ার সঙ্গে
প্রতিটি সিন্থেটিক , স্পেস টুরিস্ট মানুষ ।।

নৃশংস

একটি কিশোর , নাম তার হাবিব মিঁয়া- আমাকে সহজ সরল প্রশ্ন করে :
নৃশংস বলো কাকে ?
পাকা ক্রিমিন্যালকে -যে নিরীহ লোক মারে আর জেল খাটে
নাকি বিদ্বানকে যে নিপুন চালে সবুজ পৃথিবীকে নিয়ে যায় অতল খাদে ?
কাকে বলবে দয়াহীন ? মানবাধিকার কমিশনের চক্ষুশূল , টাফ কপকে
? যে এনকাউন্টারে উগ্রপন্থী মারে ? নাকি চিকিৎসককে ? যে ওষুধ
কোম্পানীর দালালি করে মানুষ মারে ?
কাকে নৃশংস বলবে বলো তো ! হাবিবের চোখে জল !
আমাদের মুসলিমদের টেররিস্ট বলো না । আমরা সবাই মন্দ নই ।
যেমন তোমরা সব বাঙালী চুলে একগাদা তেল মেখে , এক পেট ভাত
খেয়ে ভেতো নও !
তোমরাও পর্বতারোহণে যাও , ট্রেকিং করো , স্পিডবোটে ভ্রমণ করো
সেরকম আমরাও ভালোমানুষ , শায়েরি লিখি , শুদ্ধ মনে নমাজ পড়ি ,
সেবা করি- এটসেট্রা এটসেট্রা -

মানুষ হতে চাওয়া অভিনেতা

সুপার ডুপার কমেডি কিং মানবেশ অভিনয়টা নাকি মোটেই পারেন না , বহুবার শুনতে হয়েছে বহু বিদগ্ধজনের কাছে ।
ফিল্ম ক্রিটিক ও পন্ডিতেরা মনে করেন গলার স্বর ও স্ক্রিন প্রেজেন্সই এনেছে যশ –
যশধরের । যশকে ধরেছেন উনি , ধরতে জানেন । তাই বিখ্যাত ।
এসব শুনে শুনে পচে গেলো মানবেশের কান ।
শববাহী গাড়ির সামনে মানবেশ । শায়িত পিতার চিতায় অগ্নি সংযোগ । শেষকৃত্য । কলাটা মূলোটা পুরুৎকে দেওয়া । শ্মশানযাত্রীদের আনন্দভোজন ।
সবকিছুর শেষে মানবেশ একটু ফুরসৎ পেয়ে –কাঁদছিলেন । লোকে হাসছিলো ।
লোকে ভীষণ জোরে জোরে হাসছিলো ! ভীষণ জোরে জোরে --------
কমেডি কিং মানবেশ ত্রিগুণ কাঁদছিলেন , তবুও ------ওরা হাসছিলো !
কেউ বলেনি আজ : উনি অ্যাক্টার ভালো নন , যশকে ধরে হয়েছেন কমেডি কিং ।

আরশোলা

আজকের দুনিয়ায় বাঁচতে হলে আরশোলা হও
ওদের মতন রেডিও অ্যাকটিভ সচেতন ও তেজস্ক্রিয়তা বহন
করতে শেখো। আরশোলা সব খায়। তুমিও খেতে শেখো।
খাবার দেখলেই তোমার ন্যাকামো ---!
এইভাবে বাঁচা যায়না ! ফড়িং ও চাতক না হয়ে আরশোলা হও!
ওরা শুধু একটু ঠান্ডায় কাবু , ক্যানাডা , নরওয়ে ওদিকে তুমি যেও না !
বলি দুনিয়াটা এত্তো বড় !
কতগুলো মরুভূমি আছে বলোতো !
আরশোলা হও, বলি ও মরুদ্যানের আবদুল্লা
আর বাংলার গ্রামীন রক্ত করবী , একটু আরশোলা হও !
অস্ট্রেলিয়ায় একটি বাঁদর আছে যারা আরশোলা খায় -
তাতে কি ? ওকে নির্বংশ করতে তোমার মুহুর্তও লাগবে না , আমি সেন্ট
পার্সেন্ট সিওর -আবার ইমোশনে নাকের পাটা ফোলায় দেখো - আরে
বাবা তুমি তো বাঁচবে।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম ---কাজে কাজেই !!

ওল্ড পিওপেলস্ হোম

সব পথ এখানেই শেষ হয়ে যায়; নেই আনন্দ উল্লাস
-শব্দ। শুধু নৈ:শব্দ।
দেবদারুর ঝরাপাতায় ঢাকা
সরু পথ , শুয়ে আছে অজগরের মতন।
বাইরে হাসি গান কলরব, অন্দরে হাহাকার।

এও এক সেতু ! জীবন আর মরণের মাঝে -
নড়বড়ে , শ্যাওলা ধরা
অতীতের সবুজমাখা দিন
সামনে ধোঁয়াশা; মাঝে একাকীত্ব ,
সেতুর ধারে কোনো রেলিং নেই।
কখনো কখনো বুঝি বা পা পিছলে যায়
তারপর সবই বেদনাময় ---

একগুচ্ছ ভোরের শেফালি আর সাঁঝ -বকুল কেবল সঙ্গী
জন্ম ওদের শুধু সুবাস ছড়ানোর জন্য
তারপরে পদপিষ্ট হওয়া;
ওল্ড পিওপেল্স্ হোমের বাসিন্দার মতন
মৃত্যুর দূতের প্রতীক্ষায় যাঁরা, গুনে চলে প্রহর

শীর্ণ , না খেতে পাওয়া দেহ, কালশিটে পড়া ,
সংসারের সব ঝক্কি নিতে নিতে অবনত -
ক্ষয়াটে রেখাচিত্র আজ শুধু কঙ্কাল হাসে
ব্যাথাতুর চাউনি

নিরালায় বসে মনে হয়
জীবনের অর্থ কী ? শুধু রহস্য আর কড়ি গোনা ?

রাত্রি আসে দিন যায়
বাঁশরিতে কখনো বেজে ওঠে
বিসর্জনের সুর !
তবু ময়ূখমালির লাল মেখে
রুটিন মাফিক পাখিরা আসে -দলবেঁধে
শুধু আসেনা একটাও কোকিল
কিংবা শান্তির বার্তাবাহী নিষ্পাপ কবুতর, একদিনও --
জগৎময় ছড়িয়ে থাকা ওল্ড পিওপেল্‌স্‌ হোমে ।

আমার তারারা

আমার তারারা চারিদিকে
শুধু গগনেতে নয়
আমার তারারা চারিপাশে
জীবন তারাময় ।

তারারা ফুটে ওঠে রাতের আকাশের বুকে
বুটিদার ওড়নার মতন লাগে তখন আকাশটাকে ।

তারা হতেই আমার শব্দ চয়ন
চাইনা আর কিছু
শুধু শব্দ আছে যেন
সঙ্গে কিছু বোধ
আর দর্শন মাথাপিছু ।

তারাদের ছুঁয়ে দেখি
জ্বলেনা তো আগুন !
এত কাছ থেকে তারা বুঝি কল্পনায় শুধু দেখা যায়
মনে রং লাগে- লাগে ফাগুন ।

তারারা উজ্জ্বল আঁধারের মাঝে
তারারা উজ্জ্বল নিকষ কালো সাঁঝে ।
তারারা নিজেদের মধ্যে খেলা করে
হাসাহাসি করে , কথা বলে উদ্ভট ভাষায়
তাদের দেখি আর ভাবি -কবে আমি তারা হব ?

এমন সময় খুব মিহিস্বরে কে যেন বলে যায় ----
তারা হয়োনা মেয়ে , অনেক তারাই আকাশ থেকে খসে পড়ে যায় !

বরং চাঁদের মধুরিমা হও , লাগে বেশ
ছুঁয়ে থাকে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড , নেই তার ক্ষয়
সেই আলো ভাঙে না , তাই নেই তার কোনো শেষ ।

তারারা আজ তাই মৃত আমার আঙিনায়
তারারা রুদ্ধ বাতায়ন ভেদ করে হারিয়ে যায়

আমি এক আঁচল চাঁদের আলো নিয়ে
উদাস মনে খেলা করি আমার শব্দচয়নের বাগানে
শব্দেরা ফিসফিস করে কানে কানে বলে :
আমাদের বাঁধো ক্ষতি নেই , ভাঙো ক্ষতি নেই
কিন্তু আমাদের অবলম্বন করে তারা হতে চেয়ো না !
কারণ তারারা আকাশ থেকে খসে পড়ে যায়--
খসে পড়লে বল্কল , আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে-----!!
আমাদেরও রক্ত ঝরে , লেখক হয়েও কেন বোঝোনা ?

দেওয়াল লিখন

বড় বড় দেওয়াল , ভাঙাচোরা পাঁচিল জুড়ে আলপনা আর আঁকিবুকি
নাম তার দেওয়াল লিখন –
কত স্লোগান , শিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, চিত্র
সব নিয়েই দেওয়াল লিখন ।
বসতির মেয়ে কাঞ্চনের অক্ষর জ্ঞান দেওয়াল লিখন দেখেই
রিক্শাচালক মনুর ছেলে ছবি আঁকা ধরলো সেই দেওয়াল লিখন দেখে দেখেই ।
আমরাও তো কত বিপ্লব , কত লড়াই , কত কান্না
সেই দেওয়াল লিখন দেখেই
ভস্ম হল শাস্ত্র , সংস্কার সেই দেওয়াল লিখন দেখেই

সরকার থেকে দেওয়ালে লেখা বন্ধ করেছে ,
শহর নোংরা দেখায়

আজ লেখা হয় বড় ক্যানভাসে ,

ডিজিট্যাল ক্যানভাস ।
জিরো আর ওয়ানে চলে ।

বিরাট ব্যাপার , অত্যাধুনিক সাজ সরঞ্জাম
পড়ার , জানার লোকও অনেক
তবুও অক্ষরগুলো যেন হারিয়ে গেছে !

সুসজ্জিত দেওয়াল আছে নেই শুধু তাকে জীবন্ত করার মসী
কথা ছোট হয়ে , ভেঙে , হারিয়ে গেছে
শহরতলির এক আধটা দেওয়াল শুধু জেগে আছে
বড় বাঙ্ময় তারা ,
বড় বড় চোখ মেলে কী বলতে চায় ?

লুপ্তপ্রায় প্রাণী আমরা
রয়েছি শুধু এক প্রত্নবিতের খননের অপেক্ষায় -----

নারীবাদ

দ্রাবিড় সুন্দরী তোমার ভ্রমর কালো কেশ , আর্যনীলা নারী তোমার বলিষ্ঠ বাহু বেশ
সে যুগের নারী তুমি কেবলই পুরুষের মন বিহারিনী নারীবাদীর মতে
ড্যাম চিপ- নারী ২০২৫ , তোমার হাতে রক্তিম মাইক্রোচিপ ----
নারী ২০৫০ তুমি বহুভুজা। তুমি পুরুষের রক্ষক। পুরুষ নয় তোমার ভক্ষক।
যদি গভীরতায় ফিরি , তুমি আজন্মই নারী -------
স্বপ্নচারিনী , মৃগনয়নী , পুরুষ তোমায় কামনা করে
বাঁধে অধিকারবোধের বাহুডোরে ---তবু তুমি এগিয়ে , পুরুষের চেয়ে।
তুমি যে মা -------পুরুষ তো মা হতে পারেনা , বলে আমার ডুন
স্কুলে পড়া বন্ধু রুদ্রজ -রাবাংলার পাহাড়ি পথে , সাহস করে সেদিন ধরে ফেলে আমার হাত। ছাড়িয়ে নিই -আমি যে ডানা খোলা মেয়ে , যদিও ডানা থেকে ঝরে লুকানো হিম মনের চোরাগলি বেয়ে ---এই কটি লাইন -ই তো নারীবাদ --- নয় ?
যদি নারীবাদী হও তাহলে বলবে জানি : এ হল একঘেয়ে পুরুষ সংবাদ। এক্কে বারেই মানাইসে নাই রে , ভাঙা রেকর্ড , হারিয়েছে সুর -তাল -লয় ।।।

কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত স্মরণে

শোনো না , ও মল্লিকা , শুনেছি তুমি ছিলে নামের মতনই সুন্দর , স্বচ্ছ , মেঘমন্দ্রিত নও
তোমার কবিতা বেশি পড়িনি , যেটুকু পড়েছি ছুঁয়েছে প্রাণ
অনেকে বলে তা রাজনীতি ঘেঁষা । আমার মনে তবুও বেঁধেছে বাসা ----
আমার এক বান্ধবী ছিলো , তাকে দেখতে তোমার মতন
মল্লিকা , তোমার ছন্দ পাঠে ফিরে পাই সেইসব দিন
যা বিগত ------বান্ধবী আমার হারিয়ে গেছে , তুমি দেহে নেই
আছো মননে , চিন্তনে ।
মল্লিকা , তোমার মতন আমিও খনাকে নিয়ে ভেবেছি
কিন্তু লিখিনি ----
ঈর্ষাপরায়ণ পিতৃতুল্য বরাহ
যুগ যুগ ধরে বরাহরা এইভাবে খনাদের মেরে
বসেন সিংহাসন জুড়ে
এইতো বলতে চেয়েছো ------- তুমি বলো মিহির, আমি বলি তার
পিতা বরাহ --- তবুও জানো আজও মল্লিকা ফুল ফোটে । সুবাস ছড়ায়
হাসনুহানারা -----
আমি তোমার কবিতা পড়তে পাই-আমি এক অখ্যাত কবি,
বরাহ যুগ যুগ ধরে শোষণ করেও পারেনি ধরিত্রীর বুকে ফুল ফোটা
করতে বন্ধ
এই তো প্রকৃতির খেলা , মল্লিকা , প্রকৃতি নারী -
বরাহরা কেবল শূকরশ্রেনী , ভাবা ভুল
বরাহও মানুষ ----পারোনা তুমি অমৃত মানবী হয়ে তাকে ক্ষমা করতে ?
খনার মতন তুমিও তাঁকে একটু ক্ষমার আলোয় ধুয়ো ,
মল্লিকা , শুনতে পাচ্ছো ? অশরীরি জগত থেকে ?

পাপড়ি জীবন্ত আছে এখনও , আমি জানি ---কর্কটের কামড় পারেনা তাজা ফুলকে ঝরাতে ,এত সহজেই । অমৃতা কবি , আনন্দধামে আনন্দে থেকো ---ওখান থেকে মিহির বরাহদের একটু আলোর হদিস দিও ।

আনারস

আমি সাজতে জানিনা , মেক আপ করে মন ভোলাতে জানিনা
আমি হাড় মাংস সম্বলিত এক মানবী কিংবা দানবী
যে ভুলেছে মৃগ শিকার , ভুলেছে খুবলে খাওয়া ।
আমাকে ছেড়ে চলে গেছে পিপাসারা , জিঘাংসারা, লালসারা --
সবুজ গোলাপ কিংবা হলুদ হেমন্ত । অথবা জরা কবলিত এক দানবী ,
দানবের ঔরসে গর্ভ রঞ্জিত । আমি সাজ সজ্জাহীন এক অবলা কুন্তী , এক
অভিশপ্ত জীবন -যার ভূষণ শুধু বাইরের খোসাটা , হারিকেন ঝড়ের
পরশে শুকিয়ে গেছে অন্তরের আনারস । আমার মতন সহস্র নারীদের
ভিড়ে দম আটকে গেছে সোনার বাংলার । অন্য জগতের মণিরত্ন মেয়েরা ,
তোমাদের নরম আঁচলে আমাদের একটু জায়গা দিও ।।

বিভেদ

বারাক ওবামা পারবেন না ঘোচাতে কালোদের কালো
কালো মেয়ের জঠরে জ্বলবে না সবুজ আলো।
বলে যায় বাঙালী ওয়েবজিনের জ্ঞান ভিক্ষু এক সম্পাদক।
আমি মনে মনে ভাবি এই সম্পাদক কি কোনোদিন হাঁটেননি কলকাতার রক পথে ? যেখানে বেকারের দল বসে টিটকারি দেয় কালো নন্দিতা দাস কে ? অথবা বাঙালী নাক উঁচু পাত্রপক্ষ ঢেলে যায় বিষ -বধূর আঙিনায় এই ২০০০ সনেও।
বারাক ওবামা তো পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে
আর তাঁকে নিয়ে কফির কাপে তুফান তোলা আঁতেল বাঙালী সম্পাদক আগে নিজের দেশের কথা ভাবুক , যেখানে অ্যাফ্রিকান দেখলে রাস্তায় ঢিল ছোড়া হয় ------আর আমেরিকায় বাঙালী বাবুর মেয়ের গা থেকে গন্ধ আসে বললে
সম্পাদকের চোখে আগুন ---
মহামান্য একটি ওয়েবজিন খুলে বিষ ঢেলে যান সব পেয়ালায়

যুদ্ধবন্দী

যুদ্ধবন্দীদের জন্য কবিতা লিখে ফুরায় কালি
কখনো কি ভেবে দেখেছো তুমি নিজে কি স্বাধীন ?
আমাকে লোকে বলে আমি লেখক/কবি সেরিব্রাল কাইন্ড
আমার কথার জবাব দাও , মুখ ঘুরিয়ে থেকোনা , পাশ কাটিয়ে যেওনা
ওহ্ , বলো না ! তুমি কি স্বাধীন ?
রাগ , ঈর্ষা , লোভের জালে
তুমি বন্দী । ওগুলো বাদ দিলেও আসে হরেক চিন্তা
কোনটা রঙীন কোনটা জোলো
তুমি বন্দী কমল ---ভাবনার জতুগৃহে ।
যদি মণিকর্ণিকার ঘাটে যাও হবে চিন্তা মুক্ত ।
আমি নিশ্চিত জানি । কিন্তু যাবে কি ?

লোকে বলে আমি লেখক / কবি সেরিব্রাল কাইন্ড
একবার যাওনা , গিয়েই দেখো দেখি
সেরিব্রাল হবার কি সত্যি আছে আমার অধিকার ?

স্খলিত বসনা

আকাশের সিলিং থেকে ঝুলছে দ্রৌপদীর নিথর দেহ।
আত্মহত্যা। লাজে। পুলিশ বলছে।
পুলিশ আরো বলছে : দ্রৌপদীকে এত শতাব্দী ধরে কেউ পতিতা বলেনি।
আজ এক বাঙালী আঁতেল পতিতা বলাতে উনি বেছে নিয়েছেন
আত্মহননের
পথ। দ্রৌপদী ওরফে কৃষ্ণা আজ মৃতা।
আমি বলি কি : হে দ্রুপদ রাজদুহিতা , যা করবে রেখে ঢেকে করো।
পঞ্চ স্বামী নিয়ে ঘর , নিকষ কালো আঁধারে দেহে বিভিন্ন ছোবল ----
মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়েও তুমি নিরাবরণ হয়ে থাকো , ও কৃষ্ণা
লোকের মুখ বন্ধ করা কি আন্তর্জালের যুগে এতই সহজ ?
দ্রৌপদী , তোমাকে সাবধান হতে হবে।
সেই যুগে যা ছিলো গুপ্ত গুপ্ত আজ তা হাটেবাজারে ,
জনে জনে চর্চা হয়। সাজানো রয়েছে মীরজাফর স্তরে স্তরে , থরে থরে।
দ্রৌপদী আর নয়।
এবার বসন পরো , বসন পরো বসন পরো , আমি জানি নীল জিন্সের
প্যান্ট ও চকমকে কুর্তায় তুমি মোহময়ী ---- ও দ্রৌপদী ! স্খলিত বসনা
আর নয়।

টুনি মাসি

টুনি মাসি যা বলেন মিলে যায়
টুনি মাসি গণৎকার নন।
টুনি মাসি যা বলেন , পরেরদিন খবরের কাগজে বার হয়
টুনি মাসি আপ্লুত হন।
টুনি মাসি সবার ঘরে ঘরে থাকেন
টুনি মাসি বিপদে আপদে একে তাকে ডাকেন
টুনি মাসি একদিন দিলেন আমায়
এইডসের ওষুধের সন্ধান ,
শিকড় বাকর ঘেঁটে।
বুঝলাম এরকম টুনিমাসিরাই বাঁচিয়ে রেখেছে সভ্যতা
নাহলে লজ্জার মাথা খেয়ে কি বলতে পারতাম
আমি এইডসের মতন এক ব্যাধির শিকার ?
টুনি মাসি কোনো হাইপথেটিক্যাল চরিত্র নন
আছেন অলিতে গলিতে , মানবজমিনের মাঝে
শুধু একটু দেখে পা ফেলো।

কোয়ান্টাম জাম্পিং

নতুন জিনিস শিখলাম- শীতের দুপুরে
ল্যাপটপের হাত ধরে , সিলভার ওকের গন্ধ মেখে।
ঘাসের সবুজ আদরে জেগে উঠছি নতুন আসরে।
এখানে যা হয়না , যা পাওয়া যায়না
পাবো ভিন গ্রহে , অন্য বিশ্বে।
বলছেন ভাবুকেরা ,
--কোয়ান্টাম জাম্পিং ,
ধ্যান , সমাধি এইসব তত্ত্ব --- আমি তো মনে মনে জাম্প করছি কত কাল ধরে
কেউ শোনেনি , ভেবেছে পাগলিনী , কি বলতে কি বলে ----!
আজ যখন বই বেরোলো তখন আমায় পুজো দিতে এসেছো !

আমি তো অনেক আগে থেকেই এক বিশ্বে কবি তো অন্য বিশ্বে ছড়াই দুর্বা কিংবা জলছবি। হই যোদ্ধা অথবা কোনো মহাবিশ্বে বাকরুদ্ধা
অনেক আগে থেকেই এইভাবে আমি সাজিয়েছি নিজেকে
এই দেখোনা এইমুহূর্তে আমি একা এখানে , অস্ট্রেলিয়ায়
সমুদ্রের গাঢ় নীলে বসে নিচ্ছি মারক ইনসুলিন পাম্পিং ,
আর ওদিকে সেই অনবরত কোয়ান্টাম জাম্পিং।

সমাধান

সমস্যার সমাধান কি সত্যিই চাও ? দেশের মঙ্গল কি সত্যি চাও ?
মনে হয়না । সবকিছুর সমাধান হয়ে গেলে লুটপাট , অরাজকতা
এইসব না বলা সত্য গুলো হারাবে মাহাত্ম্য । অবোধ দিকগুলির কথা কেউ
জানেনা , তাই ভাবে তোমরা সমাধান খুঁজছো । নিয়ে আসে পুঁথি , তত্ত্ব ,
ইস্তেহার
ওরা বোঝেনা সমাধান খুঁজলে তা পাওয়া এই শতাব্দীতে মোটেই তেমন শক্ত
কাজ নয় ।

সমাজ ভাঙে আসে নব সমাজ , নব যুগ । তোমরা সমাধান দাও তবুও
ওরা সমাধান খুঁজে চলে । বলে : অন্যরকম খুঁজছিলাম ।
ওলিগোপলি , মনোপলি , অনেক খেলোয়াড় সব ঝুটো কথা ,
ঝুটো মুক্তোর মতন । অনেক খোঁজার পরে পেলে যে ঝিনুক তাতে মুক্তো
থাকেনা ।
তাই সমাধান খুঁজেই চল যুগযুগান্তর , অঙ্ক কিংবা হিসেব - মেলেনা ।

পুলিশ

পুলিশ , তোমায় দেখে মনে হয় ভীষণ ফুলিশ
উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে , পুলিশ তুমি শুধুই ফুলিশ
নিরপরাধকে ধরা আজ তোমার ফেটিশ
পুলিশ তুমি কী চাও ? তেল মালিশ ?
নাকি লোহার বালিশ ? করোটি হবে চৌচির বালিশে শুয়ে দিন গুনলে !
পুলিশ এনকাউন্টারকে করো রেলিশ , হও ফ্যাসিস্ট , রেপিস্ট ---
ও পুলিশ , ও-ও পুলিশ
এইসব বদাভ্যাস চটপট বদলে ফেলিস ।
নাহলে জনগণমন অধিনায়ক মূর্দাবাদ
এইসমস্ত বুলি শুনে প্রজাতন্ত্র দিবসে রাগে ফুলিস ।
আচ্ছা দেশি পুলিশ , ইন্টারপোল কি সত্যি ব্ল্যাকহোল ?
নিন্দুকে বলে , নাকি তারা কেবলই জ্বলে ??

চাই না আর চাই

Surgeons are not known for compassion -------
হাসপাতালের কোণায় কফির কাপ হাতে
একটি রিপোর্টের প্রতীক্ষায় ।
সার দিয়ে বেড , সবুজ চাদর , নীল আলো ।
থরে থরে নিথর চেতনা । কসাই রূপী সার্জেনের নানাবিধ যন্ত্র নির্মম ভাবে ঢুকে যাচ্ছে এক এক করে মানুষের পদ্মপাপড়ি উষ্ণ শরীরে ।
ওরা বলে : দিয়েছি ক্লোরোফর্ম - তবুও যেন আমার কবিমন অনুভব করতে পারে ব্যাথা ।
কোষে কোষে শিরায় শিরায় ওদের বেদনা , নসিয়াটিক ফিলিং আমাকে ক্লান্ত করে ,
চিৎকার করলে ওরা আমাকে পাগল ভাবে , ঝট করে পুড়ে দেয় সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডের খাঁচায় ।
আমি কী করে বোঝাই কবি হওয়া সহজ নয় । সংবেদনশীল হওয়া বড্ড শক্ত !
আমাকে ওরা পাগল ভাবে , আমি কেঁদেই চলি , চিল্লাই !
ওরা আমাকে শক থেরাপি দেয় । সাইকো সোমাটিক ড্রাগে আঁধার হয় আমার ব্যালকনি
আমি চিৎকার করবো , করেই যাবো । বন্ধ করো চিকিৎসার নামে অত্যাচার , সভ্য মানুষ !
পাগল করে ছেড়েছো আমায় অনেক আগেই ------তবুও পরজন্মে আবার নিঃস্ব কবি হতেই চাই , বহুমূল্য ক্রেডিট কার্ড ধারী , কসাই সার্জেন হতে চাই না !!

জন্তু সম্বন্ধীয়

কার্তিক একাদশী থেকে কার্তিক পূর্ণিমা , পুষ্কর জলরেখায় জলকেলি
রাজস্থানের পুষ্করমেলায় একলা আমি
হাতে ঝলমলে রঙিন গহনা , লম্বা গোঁফ দাঁড়ির প্রদর্শনী --আর
উটেরা এসেছে মালিকের কোলে চড়ে। অনেক অনেক উঁচু উট নাকি
উষ্ট্র !
মুখ লম্বা , চোখ বাঙ্ময় , কোমড় সরু !
সূর্য ঢলে পশ্চিমের পশ্চিমে , মালিকেরা ব্যস্ত রন্ধন কলায়
মোটা রুটি আর বিবিধ আচার , রাজস্থানের পুষ্করমেলায়
দিল হুম হুম করে গানের কলি ,কালো ঠোঁটে আমার , আমি কালো মানবী
মাটির মানুষের কথা লিখি , এটাই আমার পেশা। নেশা -পুষ্করের মত
যত্তসব এলোপাথারি মেলা।
শুনলাম উটের নিলাম হবে এই মেলায় ,
লাল নীল সবুজ রং এর গালিচা পাতা মেলায় হতদরিদ্র মালিক একটু
কড়ির আশায়
ফেলে চলে যাবে ওদের নতুন দিশায়।
ওরা তবুও দেখো কেমন হাত পা ছড়িয়ে মালিককে আদর করছে ,
অটুট বিশ্বাসে চেটে পুটে খাচ্ছে শস্যকণা !
অস্তরাগের শিখায় দেখলাম একটি উটের চোখে হীরক দ্যুতি
সোজা বাংলায় --- স্বচ্ছ জল -নির্ভেজাল এইচ টু ও, যাকে বলা যায়
বিষাদ স্ফিতি...
উটেরা কাঁদছে , জানো ওরা না খুব কাঁদছে ! মেলার আড়ালে , বৃষ্টির
আদলে - কাঁদছে !!

পাগল সাজিয়ে

দুষ্টলোক তুই , অসহায় বাউল মন কেতকীকে করেছিস ধর্ষণ ,
যখন ও পাগলাগারদের আড়ালে হেসে লুটোপুটি ।
বলেছিস: ও সম্মতি দিয়েছে তাই এ সুখমিলন , নয় বলাৎকার !
শাস্তি পেলি না । রক্তাক্ত পাগলিনী ভুলেছে জীবনের পথ ।
ধর্ষণ ধর্ষণ ----ওহে দুষ্টলোক ! আজ করবো তোর মুন্ডুতে বিষাক্ত হলকর্ষণ !
ধর্ষণ ধর্ষণ ----তোকে রুটিন মাফিক চাবকাবো ,
ববিটাইজ করে ,দেবো দেহে যৌন সুড়সুড়ি !
ধর্ষণ ধর্ষণ -ওরে পাষন্ড! তোর শরীরে করবো গোলাবারুদের বর্ষণ
ধর্ষণ ধর্ষণ ---- হোক তোর অপরাধের শাস্তি , এখনই--
ছুঁড়ে ফেলে দেবো তোকে মহাশুন্যে , ঘুরবি চরকিবাজির মত গ্রহের
চারপাশে- ঠাঁই দেবেনা কেউ ----- পরাজিত হবে মাধ্যাকর্ষণ !

খুলো না কবচ কুন্ডল , অনির্বাণ ...

খুলো না কবচ কুন্ডল তোমার অনির্বাণ ,
তুমি তো নির্বাণের পথে ।
জানো মানুষ কি ভীষণ জঘন্য হয়ে উঠেছে ,
তোমাকে পিষে ফেলবে নিকটজনেরাই ।
যারা তোমারই খেয়ে পরে আজ নিজ পায়ে ---
অনির্বাণ , মানুষ লজিক্যাল জীব নয় , যেমন তুমি ভাবো ,
ওরা কুটিল , জটিল , মায়াকান্নায় অভ্যস্থ ।
মেশিন লজিক্যাল , তাই রোবট জগতে নেই খেয়োখেয়ি , টেররিজম ...
শুনেছো কখনো ভালো কাজ করছে বলে এক মেশিন আরেকজন কে
বিষপ্রয়োগে হত্যা !
নাহ্ অনির্বাণ , তুমি শুধরাবে না । এত ইনোসেন্ট হয়ো না , হয়ো না ---
-
অগ্নি শলাকায় শেষ হোক তোমার দিন আমি চাই না
কবির সাবধানবাণী শোনো , একটু , প্লিজ
প্রিয়তম অনির্বাণ ---মানবজমিনের সখা আমার !

মাতৃহীনা

আরো কতবার যে মাতৃহীনা হবো ,
আমার যে বহুমাতা
রেবেকা মা , আখতারি বাঈ মা , মালবিকা মা ।
চিন্ময়ী মা , মৃন্ময়ী মা ।
জগতের কোণে কোণে মায়েরা
আঁচল বিছিয়ে ----
মমতাময়ী প্রতি সেকেন্ডেই বৈতরনী পার
পতিতা মা, পাষন্ড মা , ভিখারিনী মা ---------
একটু মা বলে ডাকো ওঁদের !
একটু স্নেহের ছায়ায় বসো ওঁদের ,
মাতৃস্নেহ কাঙাল সবুজ গ্রহবাসী ।

জীবন

কেন অল্পেই ভেঙে পড়ো ?
জীবনের কথা একটু মনে করো।
ওকে তো কত বোঝা বইতে হয় ,
ঐশ্বর্য রাইয়ের গোদ ভরাই , পাখিদের মিহি ভোরাই
হতদরিদ্রের কান্না , ভজহরি মান্নার সুস্বাদু রান্না
জীবনের কাছে সবাই নত, পরাজিত।
জীবন একা এই ভার টানে
যুগ যুগান্ত
তবুও বৃদ্ধ হয়নি সে , বৃদ্ধা ধরিত্রীর মত।
চরণদাস –তুমি কেন হবে চরণের দাস? কে তোমায় বলে কাঙাল ?
পুরো মহাবিশ্ব তো তোমার !
কে বলে অসুন্দর ? সমস্ত সুন্দরতার খনি তুমিই।
সবকিছুই আছে অন্তরে তোমার
শুধু পাখির পালকটি খুঁজে দেখো , অলস দুপুরে , মিঠে নূপুরের তানে
আর জীবনের জীবনমুখী গানে।

এক পশলা বৃষ্টি

এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে দাও ধর্ষিতা ছাত্রীর রক্ত
এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে ধুলে ভিখারিনীর দেহ পোড়া অংশ
এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে মুছে দিলে মিশরের মমির গহনার বাক্স
এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে সাফ করলে রাজার রক্তাক্ত হাত।
বলি ওহে ধরিত্রীপুত্র ! এক পশলা বৃষ্টিতে কতটুকু জল ?
আর কী কী মুছবে তুমি ?
সবুজ গ্রহে আজ জলের বড় টানাটানি
ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট কোর্স আর স্টেজ ফোর - ফাইভ ওয়াটার
রেস্ট্রিকশান -
যে জল ছিলো কাকচক্ষু আজ ভাসে মরা মাছ ,
এক পশলা বৃষ্টি দাবদাহে মরুদ্যান , -- হে ধরিত্রীপুত্র !
আর কত কী ---শুধু এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে ??
বৃষ্টির সন্ধানে আজ উন্মত্ত মানুষ , ভেঙে ফেলে সংস্কারের কপাট।

ভালোবাসার রং

আকাশে আজ মায়াবী রং
নববধূর সিঁদুর মেখেছে গগন
আকাশ ভালোবাসায় পাগলপারা।
কৈশোরে ভালোবাসার রং -কুচি কুচি সলমা চুমকি তারা।
মধ্যদিনের গানে ভালোবাসা বাউল , ছন্নছাড়া
দৈনন্দিন জাঁতাকলে পিষে যায় ফুলমন
একরাত তিতলি সুখ পেলোনা দিনযাপন।
ভালোবাসা ফ্যাকাসে হয় ,
মধুময় আর নয় --------
একঘেয়ে লাগে সানাইয়ে , মায়েস্ট্রোর সুর -ভালোবাসা গুটিপোকা।
ভালোবাসার পাঁজরে বিষাক্ত তীর ?
মড মিশেল ও ডিউড অগাস্টিন খুঁজে ফেরে মায়ামৃগ , গোয়ার নির্জন সৈকতে --
যখন কুব্জ ও ন্যুব্জ, ভালোবাসা যেন ময়ূরের পেখম , দেহ হতে চায় লাজে রাঙা কনেবৌ --আবার শেষ থেকে শুরু , শুধু অমৃত কেউ নয় , তাই ভয় ,
ভালোবাসারা-ই কারণে নবজন্মের প্রলোভন , ইশারায় ডাকা তাকে কাছে ,
এক একটি সোনালী মোম দর্পণে তখন , ভালোবাসা ধূসর নয় চিরন্তন।

ঘাতক মেঘ

আমাদের জীবনময় ধাওয়া করে মেঘ কালো --
বললো ক্ষুদ্র ঘামে ভেজা শিশু শ্রমিক।
পরাগ রেণু দিয়ে ধুইয়ে দিই ওর ছোট্ট শরীর।
বেলুচিস্তানের ভ্যানিলাবনে।
মৃত্যুর পোশাক সঙ্গে নিয়ে ঘোরে সে,
পুষ্পরেণু যেন সংহারের অস্ত্র
শৈশব হারা শিশুর দল
শুধু কাঠ কাটে, পাথর ভাঙে,
তোমরা এ-সি ঘরে বসে ওয়েবসাইটে ওদের ছবি দেখে
কেঁদে ভাসাও ----
ওরা আমার কানে কানে বলে : কারা কাঁদে গো ? কাঁদে কারা ?
বাঁকুড়ার শক্ত ঘোড়ার পদতলে ওরা
লুটিয়ে পড়ে গোলা বারুদের আগুনে
আজ যদি ওদের নিঠুর বেদীতে লেপে দিই সিঁদুর
অথবা জ্বালাই একটি অপরূপ দিয়া
তাকেও কি গ্রাস করবে এসে
সাইপ্রাসের ঘন আকাশের
থ্রিলার রূপী কালো মেঘ ?

অক্ষর মালা

ছেলেবেলায় শিখেছিলাম ক খ গ ঘ এইরকম –
বুড়োবেলায় দেখছি সব বদলে গেছে।
বুড়োবেলা অবধি আসতে গিয়ে খুইয়েছি অনেক ,
পাইনি এক বিন্দু জল।
চাতক হয়ে চেয়ে আছি শবদাহ করা কাঠের দিকে।
হঠাৎ একটি লাল মুনিয়া কানে কানে বলে যায় ----
ভুল করেছো গোড়াতেই রাজকন্যে ,
বইতে যা পড়েছো বাস্তবে কিছুই হয়না।
বাস্তব অক্ষরমালা সাজালাম ; সময় পেলে দেখো।
একটি পালক খসে পড়ে পাখিটির।
কুড়িয়ে দেখি সযত্নে লেখা আছে : ঘ গ খ ক।

রেস

আমি ছুটে চলি ধান মাখা পথ ধরে , ছুটতে ছুটতে জুটিয়ে ফেলি ধূলিকণা ।
আমি চলমান ট্রেন ।
যাত্রী ওঠে , নামে । ওঠে , নামে ------- হাতে তাদের পদ্মপলাশ ।
যাত্রা শেষ হয় পূর্ণিমা রাতে , কাশের বনে ।

আমার হাত শুন্য , পড়শীরা শুধালে দিতে পারিনা কিছুই
নগর থেকে কিনে আনা বাসী পমফ্রেট বাড়িয়ে দিই ।
ওরা বলে : পমফ্রেট তো অনেক খেলাম , তিমি -টিমি দাও !!
অবাক চোখে দেখি যারা আমার স্কন্দে চেপে , বিনাপয়সায় পৌঁছে গেছে গন্তব্যে
তারাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে -
হাতে এক একটি জ্যান্ত তিমি মাছ নিয়ে , কেমন দূষণহীন হাসছে !!

রাজনীতি

শত শত বছর ধরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছো মাতৃভূমি।
ভেঙে ফেলেছো এক-একটি গোটা প্রজন্ম
কুর্শির লোভে পদ্মবনে মত্ত হাতী--
আজ যখন ইতিহাস লেখা হবে বলে দরবার হচ্ছে দিল্লীর পাথরের কেল্লায়
তখন কেন এসে পৃষ্ঠা নম্বর একে উল্লেখ চাইছো ??
কী চাও ? শুধু নাম নাকি সমস্ত অপকীর্তির দিনলিপি - ছাপার অক্ষরে ?

মস্ত মস্ত ভুল

ওক গাছের জঙ্গলে বসে , কাঠ কেটে বানাই চেয়ার টেবিল আলমারি
ঘুরি দেশ থেকে দেশান্তর ।
কাঠ কেটে বানাই বেঞ্চ , কফিটেবিল ও পিয়ানো স্ট্যান্ড
বানাই অনেক অনেক- অবান্তর ।
ঘুরতে ঘুরতে গেলাম নীলনদের পাড়ে ,
দেখলাম রঙীন সূর্যাস্ত
ঘুরতে ঘুরতে গেলাম আগ্নেয়গিরি ধারে
হলাম বুঝি পরাস্ত ।
মরে গেলাম আমি মরে গেলাম ,
দেহের বাইরে থেকে দেখি লাশ কাটা ঘরে পচা দেহাংশ
পোকা মাকড়ের বাসা হল
হলনা কবর দেওয়া ।
করপরেশানের লোক বললো : ওহে কাঠুরে এতসব কারুকার্য করা বাক্স প্যাটরা গড়েছো
গড়নি নিজ কফিন । শবাধার ।
ধূলায় লুটায় বৈশাখের জ্বলন্ত আগুনে
রক্তে ভেজা নির্লিপ্ত লাশ তোমার ।
কান্না ভেজা আঁখি মুছে এবার সমস্ত মস্ত মস্ত ভুলের মাশুল দাও ------
সঞ্চিত হোক নব মিথকথন ।।

দিগন্তে

একধারে সৃষ্টিশীল অন্যদিকে যুক্তিবাদী , কেবলই লড়াই করে।
আমি উত্তম তুমি কাঁচকলা, তুমি পোড়া কাঠ আমরা রঙীন ফুলমালা --
-
এইরকম গ্রীনরুমের অন্দরে। আমি অর্বাচীন --- নীরবে বলি :
বই পড়লেই ভালো মানুষ হওয়া যায়না , চাই স্বচ্ছ চিন্তা বলয়।
লেখালেখি করলেই হওয়া যায়না সংবেদনশীল
চাই এক ভাঁড় উষ্ণ হৃদয়।
তোমরা আমাকে এত ভেঙেছো এত ভেঙেছো
যে আজ আমি একরাশ বালুকণা।
এত মেরেছো এত মেরেছো
যে আমি এক গুচ্ছ নরম তুলো -----
এত ছিঁড়েছো এত ছিঁড়েছো যে
কিছুতেই কিছু যায় আসেনা আমার -- আমি আজ শুধু একটি অস্তিত্ব নই
এক আঁজলা উপলব্ধি -----
সমস্ত কবিতার শেষ সিন --- যেখানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে
রাশি রাশি সৃষ্টিশীল ও যুক্তিবাদী , এই অন্যপিঠ মহাপীঠ -
মানব সভ্যতার অন্তিম রামধনু , সাতরঙে রঙীন।
কিছুই তো হারায় না , ফিরে আসে অবোধ বালক হয়ে ,রাত্রিদিন , দিগন্তে বিলিন।

আতসকাচ

আতসকাঁচের নিচে রেখে দেখার আগে পরিবেশটা বিবেচনা করো।
নীলনয়নাকে দেখো ভূমধ্য সাগরেই।
কালোমেমের বাস কিলিমানজারোতে। ওকে ওখানেই ফেলে রেখো।
চোখ ছোট , হলুদ বরণ জাপানী আছে নাগাসাকিতে।
আছে মাছুপিচুতে রূপসী ক্লদিয়া ---
ওরা ওদের মতন। ওরা কাঁদে ,হাসে , ভালোবাসে।
ওরা ওদের মতন বাঁচে। কারো জীবন ,যুদ্ধে কাটে -কারো কারো হাটেবাটে।
কেউ মন্দ নয়। মন্দ যা কিছু আছে তোমার কুটিল মনে।
যদি মনকে আয়না ভাবো দেখবে চামড়া সরালেই অনাবিল আনন্দ ওদের কোষে কোষে ,
তোমার আত্মজ যারা , ওরাও যেন তারা -------
আজকাল ভাই বোনও পেছনে ছুরি মারে ----কে আপন কে পর চেনা দায় ! তাই আতসকাঁচটা স্পিরিট দিয়ে মুছে নাও -দু হাত বাড়িয়ে শ্বেত কপোতী ক্লদিয়া আর পক্ক বিপ্লোষ্ঠী নিকোলকেও আপন করো।

কবির শয়তানি

গুলতানি নয় খোদ কবির শয়তানি
এরকম শুনলেই লোকে চমকে ওঠে ,
কবিরা যে এতসব সুন্দর সুন্দর শব্দ বঁড়শিতে গাঁথে
ঠাকুরমার ঝুলি আঁকে
তবুও ওদের গ্রামে এত যুদ্ধ কেন ?
সেখানে তো কেবল কবিরা বাস করে !
ধূ ধূ মরুভূমি আর বালির জাহাজ উট
ওদিকে পাকিস্তান ,হাতে উটের দুধের চা
সোনার কেল্লা বায়াস্কোপ নয় জ্যান্ত বাস্তব আমার মুঠিতে
কবর ফুঁড়ে উঠে আসেন এক আদিম মহামানব
বলেন এক অণুগল্প ---
দুই মদ্যপ চলে পথ বেয়ে, দেখে এক ব্যাক্তি পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে।
উনি অসুস্থ কবি।
পেছন পেছন আসছে আরেক কবি।
মদ্যপদ্বয় সেই ব্যাক্তিকে তুলে পথের ধারে গাছের নিচে শোয়ায়।
একটু দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দেখে কবি তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে পথের কিনারায়।
গর্তের মধ্যে। এরকম একটি নয় একঝাঁক কবি করে একই ব্যবহার।
গল্পটি বহুযুগ আগের।
সব দেখে শুনে মদ্যপ বলে : নতুন শতকে পাশাটা উল্টে গেছে রে !

বিদ্রোহী পাখিগুলি

বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া গেছে বলে শোরগোল তুলেছে মিডিয়া ,
মাউন্ট ডোনাটেল্লার বুকে ।
গেছি বহুবার মধুর ভ্রমণে ,
ছোট ছোট কিছু ঘর , অর্চার্ড , স্ট্র বেরি ও কমলাক্ষেত ।
মিসেস ডন স্টিংবার্ণ ও তাঁর স্বামী
চালান অর্গানিক ফার্ম ও কাফেটেরিয়া
ওখানে আমার আঁকা ছবি আছে , বিশাল বড় বড়
দাঁতাল হাতী , নিরীহ ময়না কিংবা আঁকিবুকি
সব বিক্রির জন্য ।
শুনলাম আজকাল ওখানে খনি হবে, হবে কয়লা নিষ্কাশন ।
পথে দেখি দলে দলে মানুষ , হাতে লাল পতাকা , বিদ্রোহী তারা সবাই ,
তফাৎ যাও স্লোগানে মুখরিত শান্ত সিগ্ধ –মাউন্ট ডোনাটেল্লা
কয়েক শো মাইল পিছিয়ে দেখি একই সুর আকাশে বাতাসে;
নর্মদা আন্দোলন , শক্তি বিভাজন – সেই একই মানুষ একই ফেস্টুন
শুধু গা তাদের বাদামী অশ্ব ও শ্রাবণমেঘ – ধোয়া
-----বিদ্রোহীরা চিরন্তন ।।
বদলায় নাম ,বদলায় জিওগ্রাফি –রয়ে যায় মানুষ একই
ছাঁচের আকৃতি যেমনই হোক আসলে সে এক ফাঁকি ।।

চির হরিৎ জীবন

কে বলে মরণের পরে সব শেষ ?
তুমি কিছু জানো না ।
মৃত্যুর পরে আছে স্পিরিট দুনিয়া ।
ওখানে দেহ হালকা , বায়বীয় । দেবদূতের মতন ।
পরম শান্তি , সুখ ।
নেই ঈর্ষা , রাগ , জ্বালা যন্ত্রণা ।
সবাই হাসে, উপকার করে , ভেসে ভেসে চলে অথবা উড়ে উড়ে ।
আছে একটি ধর্ম , এক ঈশ্বর ।
মরণের পরে তোমাকে দেওয়া হবে আলোক রশ্মি দিয়ে স্নিগ্ধ হিলিং ।
যাঁরা এই দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় খুব কষ্ট পান যেমন কর্কট রোগ ,
দূর্ঘটনা , বিষাদ বেদনা । তাঁরা হিলিং পেয়ে চাঙ্গা ।
ওরা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন , সুখী ।
যার যা ইচ্ছে করতে পারে , ভাবতে পারে ।
নেই কথা , ভাষা ।
ওরা চিন্তারেখা ব্যবহার করে ।
ইন্তেলেকচুয়াল ভাষায় থট প্রজেকশান ।
টেলিপ্যাথি ।
কেউ কেউ আবার আসেন ধরাতলে । আসার আগে তাকে অনেক গুলি
জন্মের চয়েস দেওয়া হয় । সেই বেছে নেয় কোনটা নেবে ।
কেউ ওখানেই কাটায় সহস্র বছর ।
অ্যাস্ট্রাল দুনিয়া মায়াময় । দেখা হয় পূর্বজদের সাথে । মৃত বন্ধু কিংবা
স্বজন ।
একসাথে থাকে তারা দলবেঁধে । ওখানেও আছে বড় বড় হল , লাইব্রেরি ,
বাগান ।
মধুমাস চিরস্থায়ী । উজ্জ্বল ফুল পাতা রং ।
ঝড় বৃষ্টি নেই । নেই ক্লেদ , দু:খের আচ্ছাদন ।
স্পিরিট বা প্রেত যাই বলো ওরা মানুষের উপকারে আসে ।

নানান তথ্য ও জীবন দর্শন দিয়ে জানান দেন নিজ অস্তিত্বের।
একবার ওখানে থিতু হলে চেতনা শান্তি পায়।
নেই যুদ্ধ , ইগোর লড়াই।
তবে যাকে বলো নরক সেখানে সবই আছে। আরো ভয়ানক। বিষাদময়।
ঘোর আঁধারে ভরা চরাচর। হিংসা , ভয়ের দেশ।
পন্ডিতেরা বলে ওগুলো মানুষেরই সৃষ্ট। তাদের কু কর্মের নেগেটিভ ভাইব্রেশান।
লিঙ্গ শরীর বড্ড ভারী। তাই পারেনা ওরা স্পিরিট জগতে থাকতে সুখে।
ওরা পুজোও করেনা। করলে পরমেশ্বর ওদের তরী পাড়ের সুযোগ দেন।
জেনেও ইগোর প্যাঁচ খোলেনা কেউ। ভোগে যুগযুগান্তর।
শুধু একটু প্রার্থনা। বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু এই গান তাতেই খুশি ভগবান।
ঘোর কলিতে যতই অবিচার অনাচার করো এই ধরায়-
মরণের পরে সব সুদে আসলে , স্পিরিট দুনিয়ায়। এই কসমিক মাদারের কসমিক নিয়ম।
যদি জাল ছিঁড়ে বেরোতে চাও একটাই পথ : আত্মজ্ঞান লাভে নিও যতন।
জন্ম মৃত্যুর এই যে চক্র , ঘুচে আসবে পরম শান্তি। মন কে মেরে ফেললেই নেই ভোগান্তি। চির ভাস্বর সূর্যের মতন শান্তি বিরাজমান প্রতিটি অ্যাস্ট্রাল কোষে কোষে।
চেতনার চৈতন্য রাগে; রাশি রাশি **Bliss** বিভূতি।

কলকাতা ২০২৫

এসেছে সোনারঙা নামের একটি মেয়ে ভিনদেশ থেকে।
মেয়েটি যেখানে যায় সময় থমকে যায়!
একবছর যেন কাটেই না। এসেছে কলকাতায়, ভয়ে ভয়ে, কি জানি কী হয়।
শুনেছে কলকাতায় সময় অলরেডি থমকে। লোকে বলে, এখানে মানুষ চলেছে পিপীলিকার মতন, মেটে সিন্দুর পরা বিহারী, ফুলের সাজি হাতে ওড়িয়া মানুষ স্থানীয় বাঙালী বলে : ওরা চলে উড়ে উড়ে ----
আর অজস্র পথভ্রষ্ট যুবক দল বেঁধে চলেছে।
মিছিল নগরী, জাদুহীন লৌহ কারাগার। নতুন বসন্ত আসেনি। শীতের পাতাঝরা গানই বয়ে চলেছে চারিদিকে। ইডেন গার্ডেন কবরখানা। কবরখানায় সাবধান।
পা হড়কে পড়বেন কফিনের ভেতরে। লাল আবীরে ঢাকা ময়দান। আবীরে ফসল হয়না তাই বাংলা আজ খরা ভরা রাজ্য।
সোনারঙা এসেছে সোনার কলস নিয়ে। কলস ভরা জল, মধুঋতু, অরণ্যের ঘুঙুর গান, মেঘবৃষ্টির সন্ধিক্ষণ --------এ এক আশ্চর্য কলকাতা ----
সোনারঙা চমকিত। কলকাতা বদলে গেছে। কর্মী মৌমাছির মতন মানুষ ছুটে চলেছে পথ বেয়ে। পথ নয় রাজপথ। সুন্দর, মসৃণ রাস্তা। দুইপাশে সবুজ গাছ ও সুচারু ফুটপাথ। মানুষজন ব্যস্ত, ত্রস্ত নয়। ঝালমুড়ি, আলুচাট যে যেখানে থাকুক নিয়ম করেই আছে। ফুচকায় লেগেছে আগুন। ফুচকা জ্বলছে। নব ফুচকা। দোকানের নাম ম্যাকডোনাল্ডস্। বিদেশী ভেলপুরি তৈরি ও বেগুনী ভাজা হচ্ছে।
নকশাল আন্দোলন হয়েছে মাওবাদ কিন্তু আজ তাও খতম করেছেন কলকাতার মানুষ। সমস্ত চাওয়াপাওয়া মিটে গেছে দরিদ্র মানুষের। কারো হাতে নেই বন্দুক। শুধু কলম কিংবা ফুল। পুলিশ বলেও কিছু নেই। এখানে নেই আইনের কড়াকড়ি কারণ কেউ আইন ভাঙেন না। মানুষ এর বিপদে আপদে ছেলেপুলেরা ---দাদা- দিদি বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হাসপাতাল যেন স্বর্গপুরী। স্বর্ণ পলাশে ঢাকা শিয়ালদহ স্টেশান। হাওড়া স্টেশান। নিয়মিত রেল চলে, বাস চলে। অটো হয়েছে আরো আধুনিক। অটোওয়ালা বন্ধুবর। আগের মতন নয় হিংসাপ্রবণ।
কমিউনিস্ট পার্টির আমসি মুখো মিথ্যুক দাদা-দিদিরা গেছেন শীতঘুমে। ভদ্রলোক আজকাল ভদ্রভাবে পথেঘাটে চলতে সক্ষম। উজ্জ্বল দিনকাল। ছাত্র ছাত্রী ভিনরাজ্যে দেননা পাড়ি। পড়াশোনা এখানে যথেষ্ট উন্নত। বিশেষ কিছু ফিল্ডে নতুন দিশা এনেছে বাঙালী মগজ। ইন্তেলেকচুয়ালরা সত্যি বিদ্বান, আঁতেল নন।
সবাই কাজ করেন, সময় মতন। সময় জ্ঞান সবার প্রখর। মানুষের কথা সবাই ভাবেন। পণ প্রথা ও গায়ের রং দেখে বধূ নির্বাচন আজ ইতিহাস। মেয়েরা চলেছে ছেলেদের সঙ্গে পা মিলিয়ে। শ্রমিক ভাইয়েরা আজ পেয়েছেন উপযুক্ত সম্মান। তাঁদের শ্রমের ওপরেই তো দাঁড়িয়ে সমাজ -মুসলিম ভাই বোনেরা হিন্দুদের সঙ্গে ভাগ করে নেন পূজোর থালায় প্রসাদ। নেই দাঙ্গা, রাজনৈতিক উন্মাদনা। এ এক অপূর্ব কলকাতা। এখানে সবাই মানুষ।
সমস্ত বাদ ও পন্থার শেষে আলোর পাখি। মানুষ আজ হাসছে, ভীষণ হাসছে।
ধানশিষের গান শিশুদের মুখে মুখে। এসেছে সবুজ বিপ্লব, নবরূপে। জীবনানন্দ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এসেছেন ফিরে। ভুলেছে মানুষ চটুল যৌন কবিতার কলি। আর কত বলি?
কলকাতা আজ পরাগরেণু নয়, জীবন্ত ফুলের কলি।
মায়ামাখা, ছায়ানীল পথ ধরে কুয়াশা ভরা প্রাচীন কাছিম -কলকাতা এগিয়ে চলে নতুন যুগের দিকে, চক্রাকারে ---- যেতে যেতে কুড়িয়ে নেয় শিশির বিন্দু -- বসাতে হবে যে তাকে, নির্মল পদ্ম কোটরে।
কলকাতা ২০২৫, বিজ্ঞান, টেকনোলেজি, ওয়্যারলেস দুনিয়ার নতুন ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক প্যারাডাইম। ফাইনম্যান ও কবি জয়ের উত্তরসুরী সবাই এখানে ফাইন।
সোনারঙার চোখ বুজে আসে, ভালোলাগায়। চোখের পাতা বেয়ে পড়ে অশ্রু ---------বেদনার নয় মনে রঙ লাগার। প্রেমিক এক রোবট।

তৈরি করেছেন বাঙালি প্রযুক্তিবিদেরা। এই রোবটই দুনিয়ার প্রথম যন্ত্র মানুষ যে চিন্তা করতে পারে ও পারে হৃদয় উথালপাতাল করা ভালোবাসার নায়ে ভাসতে।

ভালোবাসাই রেখেছে বাঁচিয়ে মানব সভ্যতা। ভালোবাসাই সবকিছুর মূলধন। কলকাতা চিরন্তন, ফাটল ধরেনি তাতে একটু-ও, শুধু শীতঘুমে গিয়েছিলো, তাই ছিলো বাহ্যিক অনশন, আলোর জটিল সমীকরণ।

আইনস্টাইন বলেছেন : গড ডাজ নট কেয়ার আওয়ার ম্যাথেমেটিক্যাল ডিফিকালটিস, হি ইন্টিগ্রেটস্ এম্পেরিক্যালি।

সোনারঙা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বলে :

কলকাতা ডাজ নট কেয়ার আওয়ার ম্যাথেমেটিক্যাল ডিফিকালটিস, সি ইন্টিগ্রেটস্ এম্পেরিক্যালি।

জীবন যাপন

যখন নিজেকে ভীষণ লম্বা মনে হবে
মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে দেখো।
যখন নিজেকে সেরা মনে হবে
ফেলে আসা পথে চোখ রেখো।
জানবে, যে বিষ ঢেলে এসেছিলে অতীতে তোমার
উপচে উঠবে চায়ের পেয়ালা
একদিন সেই বিষে।
তারাদের খসে পড়া দেখে হেসো না।
কে বলতে পারে কালপুরুষের কোপে
কাল তোমার শক্ত আঙুল পিষে যাবেনা
বুলডোজারের নিচে ?
জীবন শুধু স্বপ্ন নয় , জীবন ভাঙাগড়ার খেলা
এইটুকু মেনে নিয়ে ভাসিও , জীবনের ভেলা।
বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের তিনসত্যির নাম পরিবর্তন , মৃত্যু ও পাইসা /ইনকাম ট্যাক্স
আর সবই মিথ্যে , শুধু নাম বদলায় মিথ্যাচারের --------
কখনো মিসাইল , কখনো ইমেল কখনো বা নিরীহ ফ্যাক্স।

নিলি বৌদি

বিকিনি পরা নিলি বৌদি, ৫০ লাখি ফ্ল্যাটের কিচেনে একমনে কাজ করে।
ছেলে মেয়ের অণুশাসন , সংসারের বিচ্ছুরণ , বাজার হাট
সংসারে আলোর বাণ ডেকেছে , একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট ঠিকঠাক সব ---
মোবাইল বাজে টুং টাং ----- নিলি বৌদি চোস্ত ইংরেজি -- সব ড্যাম
কেয়ার-মাই ফুট , সিঙ্গাপুরী চপপ্‌ল ফটাফট , চাকরকে গালি দেয় : ইউ
ব্লাডি বাফুন ----------
নিলি বৌদি আজ বিশ্ব নারী , নিলি বৌদি মহাকাশচারী
রাতের আঁধারে বুনে চলে লাল সোয়েটার
সিনসিয়ারভাবে , ঢিমেতালে।
শিথিল যোনি --নিলি বৌদি শয্যায় প্রিয়ঙ্কা চোপড়া --- চোপরাও ! শাসায়
স্খলিত স্বামীকে ----
আজ বৌদি আন্তর্জাল প্রেমী , স্বপ্নচারী , কামার্ত ভেজা বেড়াল নয় , গলা
ফাটিয়ে নিজ ভাগ আদায় করে নিতে সদাব্যস্ত , নিলি বৌদি ওয়াশিং মেশিনে
কাপড় কাচে
আর হাঁচে , হ্যাঁচ্চো ---------
ওয়াশিং মেশিন ভেঙে খানখান। নিলি বৌদি এবার হাতে কাচে যাবতীয়--
--
বৌদি আবার মানুষে ফিরেছে।

উড়ে খোট্টা বং বাদ

সমুদ্রের নীল ঢেউ , পান্ডা ,ধাই গিরি গিরি
জগন্নাথজীর কালো মূরতি
ভদ্র বলভদ্র , শুভ সুভদ্রা ---- প্যারা
রঙীন ধুতি ,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মানুষ
সার বেঁধে দাঁড়িয়ে , ভুলে সব ভেদাভেদ
উড়ে, খোট্টা -বাঙালীদের বং- এসব বলা বারণ , এখন ---
শুধুই জগন্নাথের ডান্ডা আর গাদাখানেক মন্ডা
মিঠাই -চাঁই চাঁই
নয়ত বলভদ্রের চোখে আগুন
সুভদ্রার জিহ্বায় নির্গুণ
জগন্নাথ একই রকম ------
রথ দেখা ও কলা বেচা আমার , প্রতি বছর
জগন্নাথের মন্দির প্রাঙ্গনে
দোল পুর্ণিমায় , ফাগুন মেখে একটিবার আসবই ---
এখানে পথ ভুলেছে সমস্ত খোট্টা উড়ে ও বং বাদ
অমানুষ কেউ আসেনা কখনো ,
আসে মানুষ , দল বেঁধে জগন্নাথের কালো পাথরের
জীবন্ত মন্দিরে -সমুদ্র কিনারায় ------প্রতি প্রহরে ।
আজও আসে নীল সবুজ ও গেরুয়া মানুষ -দলবেঁধে ,
আশা রাখি , আসবে ত্রেতা , কলি ও দ্বাপরে ।

চূড়া

চূড়ায় ওঠা সহজ নয়। স্রোতের বিপরীতে হাঁটা সহজ নয়।
তোমার শুধু তুষারে ঢাকা শৃঙ্গই দেখো ,
দেখো তার শোভা, রূপ , আলোর বিচ্ছুরণ !
কিন্তু যে পথ পেরিয়ে এসেছি আমি তা পিচ্ছিল , বরফে ঢাকা ,
বারবার পা হড়কে , কত অসম্মান , কলহ , বেদনা ----
তোমরা সেসব দেখোনা। দেখো শুধু শ্বেত শুভ্র তুষারকণা ,
হিমঝরা বাতায়ন , হীরের শ্যান্ডেলিয়ার ----
আমি শৃঙ্গ জয় করেছি বলে কত লোকের অশুভ কামনা -
জারজের অভিশাপ ---
আমার যে কত দিন কত রাত্রি কেটেছে ভুখা , নাঙ্গা , শীততাপ অনিয়ন্ত্রিত
তোমরা তার খবর রাখোনা।
তোমরা শুধু তুষারে মোড়া চূড়াটাই দেখো
পদতলের হাহাকার , বিষাদের ধারও ধারো না।

আত্মহনন

শব্দেরা দাঁড়িয়ে সার বেঁধে ,
কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায় --- শব্দ কুড়িয়ে ফতুর আমি
শব্দ সাজিয়ে ভুগি মস্ত এক অসুখে।
মানুষের কথা বলা কবির কাজ ,
আমি যে মানুষই দেখিনা ,
কেবল কুয়াশায় মোড়া চরিত্র , কতগুলি
মুখোশের আড়ালে কাম ক্রোধ আর হিংসার বুনন
অদৃশ্য মাকড়সার জালের মতন।
রাজনৈতিক অস্থিরতা , মৃত্যুর শীতলতা , যৌন পদচারণা
কবিতার কাঠামো এখন।
আমার শব্দেরা বিষহীন , মেক-আপহীন
নেই রণসজ্জা।
তাই বুঝি অন্তরের কবি আমার বেছে নিয়েছে
আত্মহননের পথ।
যা লিখি , কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর মতন
তাকে আজকাল কবিতা বলতেও ভয়।
শব্দেরা দাঁড়িয়ে সার বেঁধে ,
শুধু কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায় ---
ফুল কুড়াবো , ফল কুড়াবো , পেট ভরবে, খেতে পাবো
শব্দ কুড়ালে ডিজিট্যাল যুগে -একদম মারা যাবো।
---------- হল শব্দ গুচ্ছের বিস্ফোরণ
নবীন কবির আত্মহনন ।।

স্পন্দন

ওরা যে বলে যায় তুমি অণু পরমাণুর সমাবেশ ,
রক্ত মাংস চর্বির পাহাড় ,
কঙ্কাল ও শিরার মহাকাব্য -
তুমি বিশ্বাস করো ?
বিশ্বাস করো রক্তিম , পুষ্পিতা , আরবাজ -- তোমরা ?
রক্তিম তোমার কী আছে
পুষ্পিতা তোমার কী নেই
যার জন্য তোমরা আরবাজ নও !
হিংসা বীজ রক্ত বীজ কাম ক্রোধ মোহ
অণু পরমাণু - রক্ত চর্বি শিরা উপশিরা
সৃষ্টি করেনা চেতনা , চেতনা স্বয়ম্ভু
পূর্ণ কুম্ভের মতন।
চেতনা বিলুপ্তির পথে
তাই আজ বেছে নিয়েছে মল্লভূমি
সায়কেরা --
যারা আজও বিশ্বাস করে তারা কেবলই অণু পরমাণুর সমাবেশ। মুক্তির
পথে যাওনা কেউ - বড় বড় বুলি কপচাও
বই লেখো , চিন্তাশীল রূপে চিহ্নিত হও
তবু মল্লভূমিতে পা দিলেই ভুলে যাও
সবই অণু পরমাণুর খেলা ---ক্লোরোফিল ও প্রোটনের প্যাটার্নের
অলীক বিচ্ছুরণ , নেত্রহীন অন্বেষণ।

বিজ্ঞানের জালে জড়ানো জীবনে থাকে না কি স্পন্দন ??

গীর্জার চূড়ায়

গীর্জার চূড়ায় লেগেছে রঙ। লাল , নীল , হলুদ, বেগুনী ----
সবুজ রঙ এসে ভেঙে যায় পদতলে আমার ,
গীর্জা কথা বলে , বলে ধর্ম পালন কি করেছো মানুষ ?
তাহলে কেন এত অবিচার ? অত্যাচার ?
পাদ্রী আজ লোলুপ হায়না ---- রাজা পান সাজা
শত শত নিরীহ মানুষ ছুটে চলে জীবন ভোর যেই সুখপাখির আশায়
তারই গলা টিপে ধরেছে পাদ্রী। সত্যের জাল ছিঁড়ে দেখা দিয়েছে ভয়নাক
অসত্যের কালো মুখ। হা করে গিলতে আসছে সভ্যতা। অনাথ শিশু
বলির পাঁঠা।
গীর্জা তবুও আলো ছড়ায়। অদ্ভুত মায়ায়। পিয়ানোর পুরনো সুর ভেঙে
খান খান। ধূলো মাখা গানের খাতা ও স্বরলিপি জলের অভাবে টানটান ,
বুঝি ঝরে পড়ে ঝুর ঝুর করে , গম্বুজের শিখরে। গীর্জার চূড়ায় এখন
ফ্যাকাসে রং।
ছাই রঙ এসে ভেঙে যায় পদতলে আমার ---- গীর্জা কথা বলেনা আর ,
শুধু কোঁকায় ---বলে অধর্মের চাদরে ঢাকা এই দুনিয়ায়- ধর্মের
ধ্বজাটাই ছিঁড়ে ফেলে দাও এবার। হও মানুষ , ধর্ম হোক মানবতা -হয়ে
ওঠো অশ্বমেধ আতর মাখা অমৃতের সন্তান।

শেষ ধাপে

জীবনের শেষ ধাপে এসে বুঝি
কে কত জানে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়
কে কত আনন্দে আছে তার মূল্যই বেশি।
জীবনের শেষ ধাপে এসে দেখি
যুক্তি তক্কো বাদানুবাদ
রেখে যায় না পদচিহ্ন ,
ক্ষমা আঁকে ছায়ামানুষ , পৃথিবীর বুকে
সহনশীলতা আজকের দিনে ত্যাজ
নিয়েছে স্থান উগ্রবাদ
আমি শেষ ধাপে এসে স্পষ্ট দেখতে পাই
সমস্ত বাদের শেষে উজ্জ্বল আলোক বিন্দু
যেন হেসে বলে যায় : তোমরা আলোয় থাকো।
জীবনের প্রথম ধাপে কথাকলির প্রতিভাকে চেপে দিলে
নীরাকে দিলে অন্ধত্ব। নীরাকে নিয়ে কেউ এক লাইনও লিখলো না
নীরার যে কেউ নেই ----
আমার রোদ গড়ানো উঠনো এসে বসে চড়ুই পাখি
খবর দেয় দূরদেশের ,
শুনি সেখানেও আজকাল কেউ ভালোবাসেনা ---লড়াই শুধু কে কত
জানে।
জীবনের শেষ ধাপে এসে যা দেখেছি বলে গেলাম সহজ ভাষায়
মনে ধরবে না আমার কথা জানি
আমার ভাষায় যে প্রতিশোধের নয় ,
জোছনা মাখা অহিংসার , অবিনশ্বর ভালোবাসার !

আরো মারো

বেহুলাকে মারো , আরো মারো
মেরে মেরে দেহে কালশিটে ফেলে দাও ।
ও যে বোবা ।
রুমেলাকে মেরেছিলে বলে জেলে গিয়েছিলে ।
আমি সেখানে বিছিয়ে দিয়েছি কাঠ গোলাপের ওড়না ।
আমাকেও মেরেছো লোহার রড দিয়ে ।
হাত ভেঙে গেছে ।
প্রশ্ন করলে বলেছো : আমি তো আমার মা কেও প্যাদাই ।
কিন্তু আর নয় ।
এবার আমি চীৎকার করবো , তোমাকে শাসাবো ।
তারপর-
তারপর যদি না শোনো
পরীদের দেশ থেকে পেড়ে আনবো এক মুঠো অঙ্গার
তোমার দুই চোখে ছিটিয়ে দেবো -----
যাতে অন্ধ হয় তোমার পুরুষত্বের অহংকার ।
আমাকে যত ইচ্ছে গাল দাও , মন্দ বলো ,
ভুলেও দূর্বল , মেয়েমানুষ - বলোনা ।

নাবিক

জাহাজে জাহাজে করে ভেসে যায় নাবিক
নোঙর খুলে , পাল তুলে
ভেসে যায় দূর অজানায় ।
পাহাড় তলি , বরফের দেশে ।
পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভেঙে ভেসে যায় জাহাজ ---
ভাসছে বহু যুগে ধরে । আজকাল দেখে সরল লাল ,পাহাড়ি মানুষের জিভ লম্বা হতে হতে ছুঁয়ে ফেলেছে আকাশ । গড়িয়ে পড়ে বিন্দু বিন্দু জল , তারপর মহাসমুদ্র --------
তবু চূড়া থেকে আকাশ ছোঁয়া সহজ নয় ।
আসে ভাঙন । পতন । ছায়া ছায়া রডোডেনড্রন সারি হঠাৎ ঘুম ভেঙে কঁকিয়ে ওঠে । খসে পড়ে মনাস্ট্রির ঘন্টা । চূড়ান্ত এক বিশৃঙ্খলা নীল পাহাড়ের গায়ে ।
নাবিক উপদেশ দিয়ে যায় : পাহাড়ি মানুষ পাহাড়েই থেকো
জলে নেবো না । তলিয়ে যাবে । আমি তো দূর দেশে ভেসে ভেসে যাই
দেখেছি মানুষের পায়ের পাতা থেকে ধারালো নখ । সৃষ্টির আদিকাল থেকে দেখে আসছি জলের ব্যাকরণ ----
তিমি মাছ জন্মৎ দেখাবে বলে নিয়ে যাবে
যাত্রাশেষে দেখবে শিকল দিয়ে হাত পা বেঁধে তোমায়
ফেলে রেখেছে লৌহ কপাটের আড়ালে ---
পাহাড়ি মানুষেরা জলের ব্যালেন্স শিট কোন কালেই রপ্ত করতে পারেনা ।
মরাল সায়েন্স : জলে নেবো না ।

আবছা হয়ে আসো

ট্রাউট মাছ খেতে খেতে তোমাকে দেখি
একটু দূরে দাঁড়িয়ে তুমি অ্যাব অরিজিন রেস্তোরাঁয়
ধীরে ধীরে তুমি আবছা হয়ে যাও ,
ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলে সমস্ত শরীর , যখন তুমি বিভেদের কথা বলো।
তোমার বিশ্ব কাটা ছেঁড়া করে চলে মানুষ
শব ব্যবচ্ছেদের মতন।
ও হিন্দু ও মুসলিম ও খ্রেস্টান ও পার্শি ও মন্দ ও বেঁটে
আমার বিশ্বে শুধুই রাগ অনুরাগ
ধীরে ধীরে তুমি আবছা হয়ে যাও
অথচ এসেছিলাম একসঙ্গে শুকে নিতে স্যমন ও ব্যাসা মাছের কাবাব
তবুও আবছা তোমায় হতেই হবে যদি বিভেদের কথা বলো
আমি হৃদয় দ্বারা চালিত বলেই ট্রাউট মাছ খাই
মগজের খাবারে আমার কোনো উৎসাহ নেই।

মাটিতেই

যতই ওপরে ওঠো না কেন
মাটিতেই থাকতে হবে।
যতই হীরে মুক্তো কুড়াও না কেন
রাস্তায় হাঁটতে হবে
চারপাশে সোনার জাল বুনলেও
বাতাস আসবেই , বাইরে থেকে –
সঙ্গে নিয়ে আসবে ধূলো বালি কাদা।
থাকতে হবে মাটিতেই যতই হও না মারাদোনা
চায়কোভস্কি , নীল আর্মস্ট্রং
বাঁচতে হবে নিয়ে অশুভ , বিরল অসুখ ,
ভ্রূ পল্লবে কুঞ্চন।

প্রাকৃত

জ্যোৎস্না মেখে দাঁড়িয়ে আছো, বনলক্ষ্মীর মতন
কে তুমি জটাসুন্দরী ?
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণা , রুদ্রাক্ষের মালা –
তুমি কি কপাল কুন্ডলা ?
নি:সঙ্গ নদী তীরে জলোচ্ছ্বাস স্তিমিত হবেনা জেনেও
অস্পৃশ্যতার চাদরে ঢাকা পড়েও
প্রহর শেষের অপেক্ষায় একাকিনী তুমি কার
প্রতীক্ষায়
গুনে চলেছো
অশ্বিনী ভরনী কৃত্তিকা রোহিনী ?
গৈরিক বসন ধূলায় লুটায়
উদাসী মন ধেয়ে যায়
বিশুদ্ধ মন্ত্রের পথ ধরে
কোন সে নবকুমারের আশায় ?
ক্লান্ত আঁখি মেলে পুঞ্জ ছায়ায় , নিষ্পত্র শরীরে
কার জন্য করছো স্তব , হে সমর্পিতা !
নবকুমারেরা তো চিরদিন চলেই যায় ।
নক্ষত্র উদ্যানে তাদের খুঁজতে গেলে
কাপালিকের ত্রাসে , ধ্যানের লঘিমায়
ভ্রষ্ট যোগিনীরা অতলে তলিয়ে যায় ।

ফণা

আগে চেনা যেত
কোনটা মুখ , কোনটা মুখোশ
কোথায় ফুল কোথায় কাঁটা
কোনদিকে স্বর্গ কোনদিকে নরক
এখন তফাৎ করা যায়না।
গোলাপ তুলতে গিয়ে বিষাক্ত ছোবল
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে হাঁটতে হাঁটতে সোজা বেশ্যালয়
আর পরীর গাল টিপতেই বেরিয়ে পড়ে বন্য
কুকুরের মুখ।
ভেঙে ফেলো সময়
দেখবে বাঘের থাবাগুলো হয়ে যাচ্ছে সোনার ফসল
বিষাক্ত ফণা থেকে চুইয়ে পড়ছে পদ্মপরাগ।
স্বপ্ন বিলাসী তুমি , তাই জানো
নতুন নক্ষত্রে ভুবন আলোকিত হবে একদিন আবার
শুধু ক্ষণকালের জন্যে ,
নিভৃত হিয়ায় ,মেঘের মালিন্যে
কালো ফণায় ঢাকায় আলোর সন্ন্যাসী
থাকবে যোগনিদ্রায় মগ্ন।

ভারসাম্য

ওজন ছ্যাঁদা রোদে , গায়ের চামড়া পুড়িয়ে গেসলাম
হাসনাপুড়ের জঙ্গলে
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ।
গহীন অরণ্য , নিঝুম ফুলগাছ বৃদ্ধ কাঠবাড়ি
জলপাই স্রোতে , আড়ামোড়া ভাঙছে ।
আলোমাখা মন নিয়ে , ছায়াঢাকা পথ ধরে ,
নানারঙের প্রজাপতিকে ডিঙিয়ে
বসলাম ছুমরির দাওয়ায় । ওর মরদ বনে কাঠ কাটে
, ও শাল মহুয়া কেন্দু কুড়ায় ।
আজকাল বনপালকের সেপাই তাড়া করে ---

- পেটে খেইলে পিটে সয়
- কাঠ কাটতে মেহনৎ হয়
- মরদটা ভুগতেসে খুপ
- কুথা পাবো ওষুদটাক ।

উপনিষদের পোকাটা মাথায় কুরে কুরে খায় ---
So long as the earth preserves her forests
man's progeny will continue to exist ---
-
বন রাখি না ছুমড়ির মন ?
মানবী অরণ্য বন্যপ্রানী
লালমাংস সবুজকান্না নখ দন্ত
প্রকৃতির নিজস্ব গীতবিতান
ছন্দে আবদ্ধ করি না ছন্দ চুরমার ?
শুধু এক আকাশ সাদা পলাশ নিয়ে ভেঙেচুরে এলাম
!

এখন বাতানুকূল ঘরে বসে
পা নাচাতে নাচাতে দেখা যাক
বনজ খসড়া কতটা রঙে চোবানো যায়।

গহরজান

সুর্মা আঁকা চোখ , বিছে হার , হীরের দ্যুতি নাসিকায়
গহরজান ঘরে ঢুকলেন।
আলোর রোশনাই , ভ্যাট ৬৯ , তুলতুলে গদিতে
শাহজাদা পার্লিয়ামেন্টারিয়ান
গহরজান আজ উর্মিলা মাতন্ডকর , তাই গাইবেন
ছম্‌মা ছম্‌মা : হিলা দু ইউ পি , হিলা দু এম পি ,
ম্যায় মারু এক ঠুমকা !
গান ঢেউ তোলে কাগজের ফুলে , সত্যি সে ফুল নয়
এক গুচ্ছ রঙীন স্বপ্ন।
গহরজান স্বপ্ন দেখেন।

রাতপাখির ডানায় হিম ঝরে , চন্দ্রাবলী ফিকে হয়
ফ্রেঞ্চ আতর মাখা দেহে রাজকীয় পরশ
গহরজান রতিসুখে হারান।

পুবদিক ফর্সা হলে
আনন্দ লহরী বয় না মহলে
সুরাপাত্রের শেষ টুকু নিংড়ে নেয় জাফরানি আকাশ
গহরজান আবেশে চোখ বোজেন।

তারপর ?

তার আর পর নেই , রাজা নেই

রাজা সাজা নেই

নেই সারেঙ্গীর মিঠে ধুন

আছে শুধু আঁধারে ঘেরা

এক চিলতে বারান্দা ।

শ্যাওলা মাখা ভেজা ভেজা

রোদ্দুর আসেনা কখনো

একটি মোমবাতি এক মনে পুড়ে যায় দিন ও রাতে

রাতে ও দিনে

আপন মনে

তওয়াএফ ওড়না সরান ।

গহরজান এখন শুধুই ড: সেনগুপ্ত মধুমিতা

ঝরা -বিবর্ণ শেফালি , পদপিষ্ট , অনাদৃতা ।

ঋতুর হালচাল

দুই মেরুর মরুকরণ হচ্ছে।
গরমে হাঁসফাঁস ফাগুন সকালটা রাগ সংগীতে ভিজিয়ে নিলাম।
দীপক , সোহিনী , মালকোষ।
তারপর প্রজ্ঞার ঝাঁপি খুলে
বসতেই বন্ধুবর যাজক আব্রাহাম হাজির।
বললো , সরস্বতী পুজো করবো
তুই মন্ত্রপাঠ করবি ? তুই তো ব্রাহ্মণ।
বৈদিক মন্ত্র , নির্বাণ বড় টানে।

হেসে শুধরে দিই , আমি ব্রাহ্মণী।
ওরে আব্রাহাম তুই তো যীশুপথের পথিক
পুজো করবি কি রে !

আব্রাহাম সপ্রতিভ , বেদে পড়েছি
ব্রাহ্মণের লিঙ্গভেদ নেই।
দিবারাত্রি অবচেতনে যিনি
অনুলোম - বিলোমের খেলা খেলেন
তিনিই ব্রাহ্মণ।

বলি-এটাও জেনে রাখ আব্রাহাম
পুজোয় কোন মন্ত্র লাগেনা
তোর মিশনারি সত্ত্বার কার্যকলাপ
তো বেনামী পুজো। পাথর কি পরমান্ন খায় ?
কর্মযোগেও নির্বাণ হয়।যেমন হয় ইড়া- পিঙ্গলা- সুষুম্নার ক্রিয়ায়।

দেখলাম আব্রাহাম সব জানে।
সাবলীলতার পর্দা ভেদ করে
ভেসে এলো বজ্র নিনাদ -
আসলে পুজো বলে কিছুই হয়না রে !
নেই কোন তিথি নক্ষত্র
থপ খাবো করতে গিয়ে
গ্লোবাল ওয়ার্মিং করিয়ে ছেড়েছে
ঘোর বসন্তে বাগদেবী ,

দারুণ অগ্নিবাণে হোলি ,
হিমদিনে দুর্গাস্তব ।
ওর অনুযোগে ছিলনা বেসুরো নালিশ ।
যেটা বলতে গিয়েও বলা হলনা আমার ,
ওরে আব্রাহাম - আজও তো পুজো হয়
হয়ত কিছুকাল হবে
শীতের গোলাপে মাকে আবৃত করে
হৃদয় অনাবৃত করে
ভক্তির ডালি সাজিয়ে দুর্গামন্ত্র
জপ করবে কি - *জেন এক্স* ?

অহং ও নাস্তিকতায় ঢাকা সার্কিটের
মনুষ্যজাত চেতনা , প্রকৃতির খড়কুটো জড়ো করে
গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করবে ।
সুনীতা ও কল্পনাকে মহাকাশে পাঠিয়ে
তাদের অবিনশ্বর করে ,
নশ্বর করবে কমলা, চামুন্ডা ,ধুমাবতীকে ।
মিছিমিছি পুতুল খেলা ভেবে ।

লজিক

তোমরা শুধু লজিক খোঁজো।
সব কিছুর লজিক খোঁজো
আমি খুঁজিনা।
যতই লজিক খোঁজো
তুমিও চন্দন চিতায় -আমিও
কিংবা গোরস্থানে নক্সাকাটা কাঠের বাক্সে !

আমি খোলা হাওয়ায় নি:শ্বাস নিই ,
চাঁদনী রাতে নদীর তীরে হেঁটে বেড়াই
প্রজাপতির পাখনা খুঁজে ফিরি
আমি তোমাদের থেকে অনেক আনন্দে আছি জানো !
আমার কোনো গন্তব্যে যাবার নেই
ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছোটা নেই
অরণ্যের সাথে আমি হেসে উঠি
পাখিদের সাথে গাই।

লজিক খুঁজিনা তাই কিছু আবডাল রয়ে যায় আমার
সব কিছু হয়না জানা , জানতে চাইও না।
আমি দেশ থেকে দেশে ছুটে চলা
অশ্বমেধের ঘোড়াকে থামিয়ে কচি ঘাস দিই
গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই ---
আমাকে দিব্য দৃষ্টিতে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে
সে তীব্র বেগে ছুটে চলে
আবার, তারই প্রতীক্ষায় দিনযাপন করছে এরকম
কোনো এক লজিক সন্ধানীর সন্ধানে -----আমরণ ছুটে চলে।

সখা যখন পাদ্রী সাহেব

বার্চ বনের পদতল থেকে
সঙ্কোচটা কুড়িয়ে নিয়ে
আমি তারায় তারায় ঘুরে বেড়াই।
কত গ্রহ , নক্ষত্র , উল্কাপথ
অচেনা ভুবন ---!

চার্চের বৃদ্ধ পাদ্রী , পক্ক কেশ
মৃদু হেসে বলেন ,
টাকা জমিয়ে দেশ বিদেশে ঘোরা হবেনা মেয়ে ?
আমি মৃদু স্বরে :
কল্পনা বিলাসী আমার মাচু পিক্চুর ইনকা সভ্যতা
কিংবা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ঘুরতে টাকা লাগেনা।
তাইতো আমি হিরণ্যলোক , মঙ্গল , বৃহস্পতি
কিংবা কোনো কৃষ্ণ গহ্বরে অনায়াসে ঘুরে বেড়াই।

পাদ্রী সাহেব হেসে বলেন : আমিও এভাবে অনেক ঘুরেছি।
অনেক আলোকপথ , নীহারিকা পুঞ্জ , তারায় তারায়।
হবে বন্ধু আমার ? আজ থেকে আমরা বন্ধু --নই ফাদার।
ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই।

আজ সকালে দৈনিক সংবাদে দেখলাম পাদ্রী সাহেবের মরা মুখ।
কারা যেন ওঁনাকে বিষণে বিষণে করেছেন এইভুবন পার।
তারা হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী। পাদ্রী সাহেব নাকি হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত।
তাঁর কোনো হিন্দু বন্ধু ছিলনা।
খসে পড়লো কোথায় একটি তারা !

পারলাম না নীহারিকা পুঞ্জের বন্ধু আমার তোমায় বাঁচাতে।
চার্চের ঘন্টা ঢেকে দেয় ধর্মের ক্রন্দন, অগ্যান কান্না ঝরায়।
শীতে, চার্চের পথে অবহেলায় পড়ে থাকা ঝরা পাতার মতন একরাশ

কান্না এসে ঢেকে দেয় দুই চোখে আমার।

আমি কিছুতেই ওদের বোঝাতে পারলাম না
যারা নীহারিকা ভ্রমণে যায় ,তাঁদের কোনো জাত নেই।
তাঁরা খুন হলে বাঁচেনা সভ্যতা।
মরে যায় , একেবারে মরে যায়।

কোরাস : মরে যায় , একেবারে মরে যায়।

THE END